লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

জলসা বিশেষ সংখ্যা

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ১৩ ও ১৪তম সংখ্যা

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৮ মাঘ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ১৩ জমা. আউ., ১৪৩৯ হিজরি | ৩১ সুলাহ্, ১৩৯৬ হি. শা. | ৩১ জানুয়ারি, ২০১৮ ঈসাব্দ

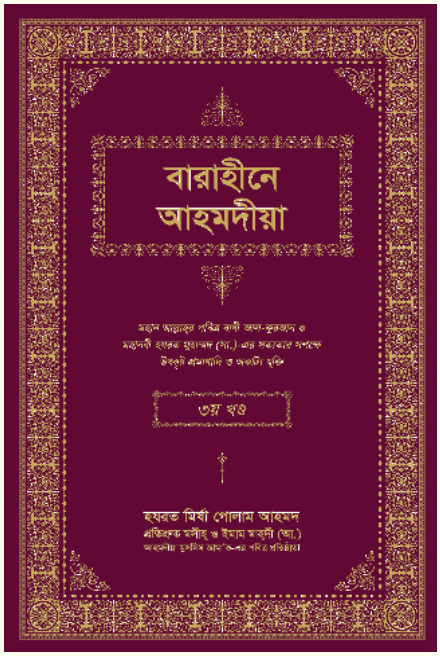


মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত, 'বারাহীনে আহমদীয়া' তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তকটি যেন হঠাৎ করেই শেষ হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়। কেননা, তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তক এবং পাদটীকা-২-এর বিষয়বস্তু চলমান রাখা হয়েছে আর যা ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত পুস্তকটির চতুর্থ খণ্ডে গিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।

'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকটির মূল উর্দু সংস্করণে প্রতিপাদ্য মূলবিষয়, টীকা এবং পাদটীকা একই পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থে অনুদিত এই গ্রন্থে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সদয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল পাঠ একটানা ভাবে শেষ করার পর যথাক্রমে টীকা-১১ এবং পাদটীকা ১ ও ২ অংশ সন্নিবেশিত রয়েছে।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

## হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রণীত
# 'শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া'
## পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

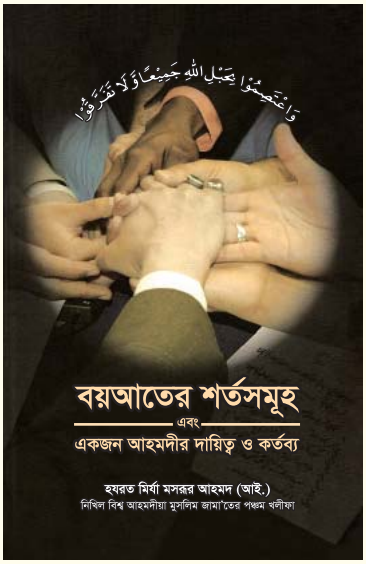


### পুস্তকটি সম্পর্কে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দিক নির্দেশনা (ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)

আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি- সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি কিন্তু এর যে তত্ব ও মাহাত্ম্য তা অনুভব করতে পারি না। যদি আমরা এর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ এবং ইচ্ছা শক্তি আরো বেগবান হয়ে যাবে।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি 'গাইড বুক' বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতা মাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত হওয়ার সৌভাগ্য দানে কৃপাধন্য করুন। আমীন।

নিবেদক

**মোবাশশের উর রহমান**
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

**আপনার কপি সংগ্রহ করেছেন কি? প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী**

# সম্পাদকীয়

## শুভ নববর্ষ ২০১৮
## মহাকালের এ যাত্রায় কল্যাণমণ্ডিত খেলাফতের আশিসলাভে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে আমরা আরো কর্তব্যনিষ্ঠ হবো- ইনশা'আল্লাহ্

নতুন বছরের শুরুটা বিশ্বজোড়া প্রায় সব জাতি তাদের প্রধান শহরগুলো বর্ণিল আলোকমালায় সাজিয়ে চমৎকারভাবে উদযাপন করে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেকের কাছে এটি শুধুমাত্র বর্ণিল পানীয় পানের এক উৎসব আর যুগলবন্দী হয়ে আনন্দে মত্ত থাকার সামাজিক এক আচার বিশেষ।

তবে মুমিনদের ক্ষেত্রে, নতুন কোন কিছুর শুরু, তাদের প্রতি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ অতীতে যে আশিস বর্ষণ করেছেন আর তাঁর করুণারাজি সর্বদা তাদেরকে নিরাপত্তামুলক যে চাদর পরিবেষ্টন করে রেখেছে এজন্য ভবিষ্যতেও ঐ সুরক্ষা যাচনা করে তারা তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায়ে তৎপর হয় আর সেই সাথে তাঁরই প্রশংসাগীতিতে রত থাকে।

অনেকের কাছে নতুন বছরের মর্ম যদিও আনন্দ উচ্ছলতার নামে বেহিসেবী কেনাকাটা আর পানাহারে মজে যাওয়া, কিন্তু মুমিনরা নবদিগন্তের প্রতিটি পর্যায়ে নিজেদের ধার্মিকতা এবং ন্যায়পরায়ণতার মান পরখ করে, আগের তুলনায় আরও উন্নত করার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে ভক্তি ও আন্তরিক নিবিষ্টতায় আল্লাহ্‌র সমীপে কাতরচিত্তে প্রার্থনা করে, যাতে নতুন বছরে তারা ধর্মীয় চেতনায় ও কর্মোদ্দ্যগে আরো নিষ্ঠাবান হয়, স্বীয় দায়িত্বসমূহ পালনে বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে পারে আর নিয়মনিষ্ঠভাবে ইবাদতবন্দেগীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

নববছরের ভোর স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা শুধুমাত্র একটি সীমিত কাল কাটাতে এই পৃথিবীতে অবস্থান করছি। পবিত্র কুরআন নিম্নোক্ত দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ উপদেশবাক্যে আমাদের মনোযোগ এদিকটায় আকর্ষণ করে বলেছে:

**যুগের কসম। নিশ্চয় মানুষ এক বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। সে সব লোক ছাড়া, যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং (নিজে) সত্যে দৃঢ় থেকে অন্যকে সত্যে দৃঢ় থাকার উপদেশ দেয় আর (নিজে) ধৈর্য ধরে অন্যকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।** (১০৩:২-৪)

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১জানুয়ারী,২০১৬ রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে "নতুন বর্ষ ও আহমদীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ে জুমুআর খুতবা প্রদান কালে বলেন–

জামাতের সদস্যরা পরস্পরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এবং আমার কাছেও মানুষের কাছ থেকে শুভেচ্ছা-পত্র আসছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিভিন্ন মুসলমান দেশও বিভিন্ন ধরনের হৈহুল্লোড়, বেলেল্লাপনা ও আতশবাজী পুড়িয়ে নববর্ষকে স্বাগত জানিয়েছে। নববর্ষের প্রাক্কালে গতকাল দুবাইয়ের একটি বড় হোটেলে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে, কিন্তু তারপরও সেখানে তারা বাজী পুড়িয়ে বিভিন্ন বেহুদা কাজ করে বর্ষবরণ করেছে। অথচ এই বেহুদা কাজে অর্থ অপচয় না করে দরিদ্র দেশের অভাবী মুসলমানদের পেছনে তাদের এই অর্থ ব্যয় করা উচিত ছিল।

অপরদিকে আহমদীরা ব্যক্তিগতভাবে এবং জামাতবদ্ধভাবে তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে রাত কাটিয়েছে এবং বর্ষবরণ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন নেক কাজেও তারা অংশ নিয়েছে। তাসত্ত্বেও অন্যান্য মুসলমানদের দৃষ্টিতে আহমদীরা মুসলমান নয়। কারো কাছ থেকে মুসলমানীত্বের সনদ নেওয়ার প্রয়োজন আমাদের নেই, আমাদের জন্য শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সনদই যথেষ্ট।

আমাদের এই ইবাদত ও পুণ্যকাজ ১ বা ২দিনের জন্য হওয়া উচিত নয় বরং বছরের বারো মাসই আমাদের সৎকাজে রত থাকা উচিত। এক রাতের ইবাদত দিয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে অবিচলতার সাথে নিয়োজিত থাকা প্রয়োজন।

যুগ-সংস্কারক হিসেবে প্রেরিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের বাঁচা-মরা সবই আল্লাহ্ র জন্য না হবে ততদিন সে খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না। পার্থিবতার পিছনে না ছুটে ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেয়া উচিত। আমাদের জাগতিকতা অর্জনের মূল উদ্দেশ্যও যেন হয় পরকালীন কল্যাণ। যেমনটি আল্লাহ্ আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ এবং পারলৌকিক কল্যাণ দান করো।

জাগতিক উপার্জন বা পার্থিব নিয়ামতরাজি ভোগ করতে আল্লাহ্ বারণ করেন নাই বরং তিনি বলেন, এই নিয়ামত যেন ধর্মের সেবক হয়।

আজ মুসলমান দেশগুলো অর্থের অহংকারে খোদা ও রসূলের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে শয়তানের পথ অনুসরণ করছে। অথচ মানুষের মাঝে খোদাভীতি ও খোদাপ্রেমের ফলেই সৎকর্ম করার আগ্রহ সৃষ্টি হয় আর পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়।

আজকাল শিক্ষিত সমাজ ধর্মের প্রতি দৃষ্টি দেয় না। ফলে জীবনের কোন এক মোড়ে গিয়ে এরা জ্যোতির্বিদ বা দার্শনিকদের কোন লেখা পড়ে অনুপ্রাণিত হয় এবং নাস্তিক হয়ে যায়। তাই পিতামাতার দায়িত্ব হলো, শৈশবেই সন্তানদের ধর্মের মর্ম শেখানো এবং তাদের ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের মূল দু'টি উদ্দেশ্য হলো, খোদার তৌহিদ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা আর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা। আমাদের জামাতের প্রতিটি সদস্যের এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত নতুবা তিনি (আ.) জামাতের সদস্যদের অনুকূলে যেসব দোয়া করেছেন আমরা তা হতে বঞ্চিত থেকে যাবো।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা পূরণ করার এবং তাঁর দোয়ার উত্তরাধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন!

# সূচিপত্রে

**১৫ ও ৩১ জানুয়ারি, ২০১৮**


**কুরআন শরীফ** ৩

**হাদীস শরীফ** ৪

**অমৃত বাণী** ৫

**'বারাহীনে আহমদীয়া' (৩য় খণ্ড)** ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৯
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৮
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

**ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)** ২৭
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন) প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

**বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান** ৩০
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

**'আখলাকে আহমদ' অর্থাৎ** ৩৩
**'আহমদ'-এর চারিত্রিক গুণাবলী**
মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান

**আমি কিভাবে আহমদী হলাম** ৩৬
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

**আমাদের খোদা** ৩৯
ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে জলসা সালানায় প্রদত্ত বক্তৃতা
মূল হাফেয ড. সালেহ মুহাম্মদ আলদীন

**কলমের জিহাদ** ৪২
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

**আমাদের জলসা ঐশী সত্যের অন্যতম বিকাশ** ৪৪
কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

**আপনি সালানা জলসায় কেন যোগদান করছেন?** ৪৬
হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র নির্দেশাবলীর আলোকে
সংকলন : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

**খিলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য** ৪৭
খালিদ আহমেদ সিরাজী

**সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অত্যাবশ্যক** ৪৯
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

**শীতকাল মু'মিনের বসন্তকাল** ৫১
মাহমুদ আহমদ সুমন

**৩৬ তম আঞ্চলিক জলসা সালানা-২০১৮ সুন্দরবন** ৫৩

**ইসলাম মানবতার ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)** ৫৫
**সর্বযুগের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রসূল**

**সংবাদ** ৫৬

**বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর** ৬০
**বিশেষ দোয়ার তাহরীক**



পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
**www.ahmadiyyabangla.org**

# কুরআন শরীফ

## সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿۲۴﴾

২৪। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার[১৬০৭] করার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন। তোমার (জীবদ্দশায়) তাদের একজন বা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদের উদ্দেশ্যে (বিরক্তিসূচক) 'উহ'-ও[১৬০৮] বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না, বরং তাদের সাথে সদা বিনম্র (ও) সম্মানসূচক কথা বলো।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿۲۵﴾ؕ

২৫। আর তুমি মমতাভরে তাদের উভয়ের উপর বিনয়ের ডানা মেলে ধর। আর (দোয়ার সময়) বলবে, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি সেভাবে দয়া কর[১৬০৯] যেভাবে শৈশবে তারা আমায় লালনপালন করেছিল।'

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿۲۶﴾

২৬। তোমাদের অন্তরে যা আছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তা সবচেয়ে ভালো জানেন। তোমরা সৎকর্মশীল হলে (জেনে রেখো) তাঁর সমীপে সদা বিনত বান্দাদের প্রতি তিনি অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল।

---

১৬০৭। এ আয়াত দ্বারা সেসব নিয়মনীতি এবং আচরণবিধি সূচিত হয়েছে যা মেনে চললে জনগোষ্ঠী তাদের সংগঠনে বিশুদ্ধতা বা অখণ্ডতা অক্ষুন্ন রাখতে পারে এবং বিচ্ছিন্নতা, বিভক্তি এবং অবক্ষয় থেকে সংগঠনকে নিরাপদ রাখতে পারে। আল্লাহ তা'লার একত্বের বিশ্বাসকে গৌরবের স্থান দেয়া হয় এবং শিরককে নিন্দার স্থান। কিন্তু আল্লাহ তা'লার একত্বে বিশ্বাস হলো সেই বীজ যা থেকে সব নৈতিক উৎকর্ষের জন্ম হয় এবং যার অভাব সব পাপের মূল। এটাই অর্থাৎ তওহীদের উপর ঈমানই হচ্ছে প্রাকৃতিক বিধান এবং শরীয়তের বিধান-উভয়ের বুনিয়াদ। ঐশী বিধানের নীতিমালা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'লার একত্ববাদ বা তওহীদে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এক প্রকাশ্য বাস্তবতা যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। এমনকি প্রকৃতির বিধান এবং সব বৈজ্ঞানিক উন্নতির ভিত্তিও স্থাপিত এই বিশ্বাসের উপর। কারণ যদি ধরে নেয়া হয় যে, একের অধিক সৃষ্টিকর্তা বা খোদা আছেন তাহলে একাধিক প্রাকৃতিক বিধান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। একক প্রাকৃতিক নিয়মের অভাবে বিজ্ঞানে সব ক্রমোন্নতি অচল হয়ে যাবে। কারণ বিজ্ঞানের সব ধরনের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এ বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল যে, এক নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নিয়মনীতি সুসমন্বিতভাবে সারা বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে আছে। এ আয়াতের দ্বিতীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ মানবের নৈতিক আচরণ সম্পর্কে। পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাজনিত বাধ্যবাধকতা এর অতি জরুরী অংশ। কারণ পিতামাতা সর্বপ্রথম মানুষের মনোযোগ আল্লাহর প্রতি পরিচালিত করে এবং পিতামাতার চরিত্র দর্শনে ঐশী গুণাবলী প্রতিবিম্বিত হয় এবং দর্পণ অনুযায়ী চেহারার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু যেক্ষেত্রে আল্লাহ তা'লা সম্পর্কিত নির্দেশ না বোধক, সেক্ষেত্রে পিতামাতা সম্পর্কিত আদেশ হাঁ বোধক। তাই মানুষকে বলা হয়েছে, যেহেতু তার পক্ষে আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহরাজির প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয়, সেহেতু সে যেন অন্ততপক্ষে শিরক থেকে বিরত থাকে এবং যেহেতু পিতামাতার ক্ষেত্রে তাদের স্নেহ-ভালোবাসার প্রতিদান দিতে সে অনেকাংশে সক্ষম, সেহেতু তাদের প্রতি উদার ও স্নেহশীল হওয়ার জন্য তাকে স্পষ্টরূপে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১৬০৮। আরবী ভাষায় 'উফ' মুখের কথা দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ বুঝায় এবং 'নাহর' শব্দ আচরণ বা কাজের মাধ্যমে বিরাগ প্রকাশ বুঝায়। উভয় শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় বর্তমান আয়াতের মর্ম হচ্ছে, পিতামাতার সাথে নির্দয় ব্যবহার করা তো দূরের কথা, কর্কশ এবং রুক্ষভাবে কথা বলাও কারো উচিত নয়।

১৬০৯। সুন্দর উপমার পুনরাবৃত্তি দিয়ে এ আয়াত পিতামাতার প্রতি মায়া-মমতা জানাচ্ছে। যেহেতু পিতা-মাতার স্নেহ-ভালোবাসার যথাযথ প্রতিদান সম্ভব নয়, সেহেতু এ বিষয়ে অপ্রতুলতা এবং ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে তাদের জন্য দোয়া করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ দোয়া প্রমাণ করেছে, পিতামাতার বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের প্রতি স্নেহ-মমতার ব্যবহার করা জরুরী যেরূপভাবে বাবা-মা শৈশবে তাঁদের সন্তানদের লালন-পালনের জন্য করে থাকেন।

# হাদীস শরীফ

# জলসার গুরুত্ব

**হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তাআলার কিছু উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্‌তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়। অতএব যখন তারা এমন মজলিসের সন্ধান পান যেখানে (আল্লাহ্‌র) যিক্‌র হতে থাকে তাঁরা তাদের সাথে বসে পড়েন এবং নিজেদের পাখা দ্বারা তারা একে অপরকে এমনভাবে আবৃত করেন যে, তাতে তাদের এবং নিকটবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায়।**

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তাআলার কিছু উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্‌তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়। অতএব যখন তারা এমন মজলিসের সন্ধান পান যেখানে (আল্লাহ্‌র) যিক্‌র হতে থাকে তাঁরা তাদের সাথে বসে পড়েন এবং নিজেদের পাখা দ্বারা তারা একে অপরকে এমনভাবে আবৃত করেন যে, তাতে তাদের এবং নিকটবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। (টীকা: এ রকম মজলিসের ওপর খোদা তা'লা যে কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করে থাকেন তা-ই রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন, এটাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না)।

অতঃপর যখন লোকেরা ঐ মজলিস হতে উঠে যায় তখন ফেরশ্‌তাগণও আকাশে চলে যায়। (সেখানে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি তাদের অপেক্ষা বেশি জানেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা হতে এসেছ?' তখন তারা উত্তর দেন, 'তোমার ঐ সকল বান্দার নিকট হতে এসেছি, যারা পৃথিবীতে তোমার গুণকীর্তন করছিল, তোমার একত্ব ঘোষণা করছিল, তোমার প্রশংসায় মুখরিত ছিল এবং তোমার নিকট যাচ্না করছিল।' তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা আমার কাছে কি যাচ্না করছিল'? ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, 'তারা তোমার নিকট তোমার জান্নাত যাচ্না করছিল'। আল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করেন, 'তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে?' ফিরিশ্‌তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু! না তারা দেখে নাই।' তিনি বলেন, 'কী অবস্থা হত যদি তারা জান্নাত দেখত!' তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট আশ্রয়ও প্রার্থনা করছিল।' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার আগুন দেখেছে?' তারা বলেন, 'না তারা তা দেখে নি।'

তিনি বলেন, 'তাদের অবস্থা কী হত, যদি তারা আমার আগুন দেখত।' তখন তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছিল।' তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তারা আমার কাছে যা যাচ্না করেছে তা আমি তাদেরকে দান করলাম এবং তারা যা হতে আশ্রয় চেয়েছিল, তাদেরকে সে আশ্রয় দিলাম।' তখন তারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন তো অত্যন্ত গুনাহ্‌গার ছিল যে ঐ জায়গা অতিক্রম করছিল এবং সেও তাদের সাথে দর্শকের ন্যায় বসে গেল।' 'তিনি বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম; কেননা, তারাতো ঐ সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন সেও বঞ্চিত হবে না।"

(মুসলিম কিতবুয্ যিক্‌র)

# অমৃতবাণী

# জলসায় যোগদানের কল্যাণ

## হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

**জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথা-বার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ঈমানে প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য আবশ্যক। আর ঐসব বন্ধুর জন্য বিশেষ দোয়া ও বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতটুকু সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার সমীপে চেষ্টা করা হবে, যেন খোদা তা'লা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন আর তিনি তাদেরকে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন।**

**জলসায় যোগদানের কল্যাণ সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন–**

জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথা-বার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ঈমানে প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য আবশ্যক। আর ঐসব বন্ধুর জন্য বিশেষ দোয়া ও বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতটুকু সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার সমীপে চেষ্টা করা হবে। যেন খোদা তা'লা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। আর তিনি তাদেরকে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন। এসব জলসায় যোগদানের ফলে তাদের একটি সামাজিক কল্যাণ এটাও লাভ হবে যে, প্রত্যেক নতুন বছরে যেসব নতুন ভাই এ জামাতে শামিল হবেন, ঐ নির্ধারিত তারিখে একত্রিত হয়ে তারা তাদের পুরাতন ভাইদের মুখ দেখে নিবেন আর যেসব ভাই এ সময়ে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চলে যাবেন, এ জলসায় তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হবে। আর সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে একই সত্তায় পরিণত করার এবং তাদের অভ্যন্তরস্থ অজ্ঞতাপূর্ণ কাঠিন্য ও কপটতা দূরীভূত করার জন্য মহামহিম ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র সমীপে সাহায্য যাচনা করা হবে। এছাড়া বহু আধ্যাত্মিক কল্যাণও লাভ হবে, যা ইনশাআল্লাহুল কুদীর সময়ে সময়ে প্রকাশিত হতে থাকবে।

**জলসায় যোগদানে আকাঙ্খী স্বল্প আয়ের লোকদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন–**

কম আয়ের লোকদের জন্য উচিত হবে, তারা যেন পূর্ব থেকেই জলসায় যোগদানের চেষ্টায় রত থাকেন আর যদি প্রচেষ্টা ও স্বল্পে-তুষ্ট পদ্ধতিতে খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে পথ-খরচের জন্য প্রত্যেক দিন বা মাসে মাসে কিছু না কিছু জমা করে পৃথক করে রেখে দেন, তাহলে সময়মত পথ-খরচের টাকা এমনিতেই যোগাড় হয়ে যাবে। ...এছাড়া প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার পথ খরচের সামর্থ আছে, সে যেন নিজের লেপ (গরম কাপড়), প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইত্যাদি সহকারে অবশ্যই এতে যোগদান করে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর পথে বাধা-বিপত্তির সামান্য পরওয়া না করে। পুণ্যবান বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপে খোদা সওয়াব দেন এবং তাঁর পথে কৃত কোন পরিশ্রম ও দুঃখ-ক্লেশ বিফলে যায় না। এ জলসাকে সাধারণ সম্মেলনাদির ন্যায় মনে করো না, এটা এমন বিষয়, যা সত্যের বিশুদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এ জামাতের ভিত্তি প্রস্তর খোদা তাআলা স্বয়ং রেখেছেন এবং এ জন্য জাতিসমূহকে তৈরী করা হয়েছে, যারা শীঘ্র এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম, যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না।

(মজমুয়া ইশ্‌তিহারাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৩৪১-৩৪৩)

# ‘বারাহীনে আহমদীয়া’

## ৩য় খণ্ড

**হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ**
**প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)**
**আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা**

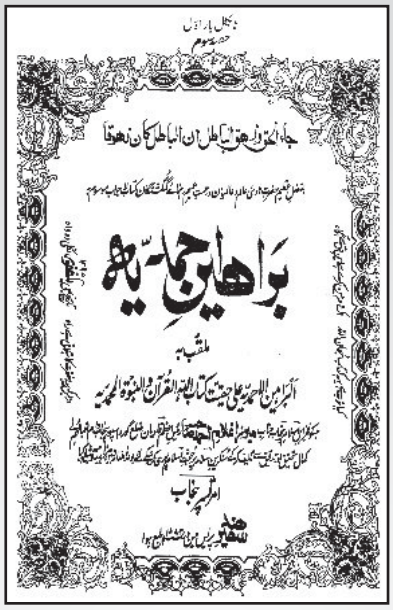

**হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)**
**প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী**

(৪১তম কিস্তি)

وَ اِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْ لَا اجْتَبَيْتَهَا ؕ قُلْ اِنَّمَاۤ
اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ
رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

যেদিন তুমি তাদেরকে কোন আয়াত শোনাও না, সেদিন তারা বলে, আজকে তুমি কোন আয়াত কেন বানালে না? তাদেরকে বল, আমি কেবল সেই বাণীরই অনুসরণ করি, যা আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমার প্রতি অবতীর্ণ হচ্ছে। নিজের পক্ষ থেকে কিছু আবিষ্কার করা আমার কাজ নয়। আর এগুলো এমন কথা নয়, যা কোন মানুষ প্রতারণামূলকভাবে বানাতে পারে। আমার প্রভুর পক্ষ থেকে এগুলো দৃষ্টি উন্মোচনকারী অর্থাৎ এগুলো নিজেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। (সূরা আল আ’রাফ: ২০৪)

وَ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ
لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

অধিকন্তু তা ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও আশীর্বাদ। স্বীয় উক্তির মাধ্যমে আপন বাণীর সত্যতা প্রমাণ করা আর অবিশ্বাসীদের মিথ্যা বিশ্বাসকে মূল হতে কর্তনের অভিপ্রায় আল্লাহ্‌র রয়েছে, যেন সত্য ধর্মের সত্যতা ও মিথ্যা ধর্মের মিথ্যা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়া যায়, অপরাধীরা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন। (সূরা আল আনফাল: ৮-৯)

وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ
اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَ يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ

তুমি সে সময়কে স্মরণ কর, যখন কাফিররা তোমাকে বন্দী করা বা হত্যা করা বা বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে পরিকল্পনা করত আর করছিল আর খোদাও পরিকল্পনা করছিলেন; কিন্তু খোদা সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী। (সূরা আল আনফাল: ৩১)

وَ قَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَ اِنْ كَانَ
مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ
مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ

সুতরাং তাদের জন্য যতটা সম্ভব ছিল তারা ষড়যন্ত্র করেছে আর তাদের সকল

---

**পাদটিকা-১ চলমান:** وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ- اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ ওলীদের এলহাম যদি মুহাম্মদী সত্য শরিয়তের পরিপন্থী হয়, তাহলে কী হবে– মর্মে সন্দেহটি এমন একটি উক্তি যেমনটি কিনা কোন ব্যক্তি বলে যে, এক নবীর এলহাম যদি অন্য নবীর এলহামের পরিপন্থী হয় তাহলে কী হবে? এমন সন্দেহ বা কুমন্ত্রণার উত্তর হল আমরা পূর্ণ জ্যোতির্ময় এলহামের যেই সংজ্ঞা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তা সত্য মুহাম্মদী শরিয়তের পরিপন্থী হতে পারে না। যদি স্বল্পবুদ্ধির কোন মানুষ পরিপন্থী বলে মনে করে, তাহলে তা তার নিজের বুঝার ভুল।

**দ্বিতীয় ধরণ:**

অগণিত বিস্ময়াবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে যে এলহামের নাম আমি উৎকর্ষ এলহাম রেখে থাকি তা হলো কোন বিষয়ে খোদা তা’লা স্বয়ং বা বান্দার দোয়ার পর তাকে অদৃশ্য বিষয়ের কোন সংবাদ

ষড়যন্ত্র খোদার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাদের ষড়যন্ত্র পাহাড়কে নিজ স্থান থেকে অপসারণ করার মত ভয়াবহ হলেও তুমি মনে করো না যে, এর মাধ্যমে খোদার সে সকল প্রতিশ্রুতি টলে যাবে, যা তিনি স্বীয় রসূলদেরকে প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (সূরা ইব্রাহিম: ৪৭-৪৮)

لَرَآدُّكَ إِلٰى مَعَادٍ

আর তিনি তোমাকে সেখানে ফিরিয়ে আনবেন, যে স্থান থেকে তুমি বহিষ্কৃত হয়েছ। (সূরা আল কাসাস: ৮৬)

اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

স্মরণ রাখবে, খোদার সাহায্য সন্নিকট। (সূরা আল বাকারা: ২১৫)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَ اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ

হে যারা ঈমান এনেছ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সংবাদ দেব, যা তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? খোদা ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আন আর খোদার পথে নিজেদের সম্পদ ও প্রাণ উজাড় করে জেহাদ কর, কেননা এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এর কল্যাণে খোদা তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন আর সে সকল জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন, যার তলদেশে স্রোতঃস্বিনী প্রবাহিত। আর সেই প্রাসাদ দান করবেন, যা পবিত্র ও চিরস্থায়ী জান্নাতে অবস্থিত। মানুষের জন্য এটিই পরম সৌভাগ্য। দ্বিতীয়টি হলো তা, যা তোমরা এ পৃথিবীতেই চাও, অর্থাৎ খোদার পক্ষ থেকে সাহায্য ও এক আশু বিজয়। (সূরা আস সাফ: ১১-১৪)

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

সুতরাং, তোমরা আলস্য প্রদর্শন করো না আর দুঃখিতও হয়ো না। অবশেষে তোমরাই বিজয় লাভ করবে, যদি তোমরা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। (সূরা আলে ইমরান: ১৪০)

وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক মর্মপীড়া দায়ক কথা শুনবে। (সূরা আলে ইমরান: ১৮৭)

وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا

কিন্তু যদি ধৈর্য ধর এবং সকল প্রকার অধৈর্য ও হা-হুতাশ পরিহার কর, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (সূরা আলে ইমরান: ১২১)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا

তোমাদের মধ্যকার কিছু সংখ্যক পুণ্যবান বিশ্বাসীকে খোদা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ভূপৃষ্ঠে তিনি তাদেরকে স্বীয় প্রিয় রসূলের খলীফা নিযুক্ত করবেন, তাদের মত যেভাবে পূর্বে বানিয়েছেন। তাদের যে ধর্ম তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে পৃথিবীতে দৃঢ়তা দান করবেন এবং সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। বিশ্বাসীদের ভয়ের অবস্থার পর অর্থাৎ খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর মৃত্যুর কারণে যখন এই আশঙ্কা দেখা দেবে যে, হয়ত এখন ধর্ম ধ্বংস হয়ে যেতে পারে; তখন সেই ভয় ও আশঙ্কার অবস্থায় খোদা তা'লা সত্য বা ঐশী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় নৈরাজ্যের হুমকি থেকে মুসলমানদের দুশ্চিন্তামুক্ত করে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার খাঁটি ইবাদত করবে আর আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এ হলো বাহ্যিক শুভসংবাদ। কিন্তু কুরআনের আয়াতের ক্ষেত্রে খোদার চলমান রীতি হলো, এর অভ্যন্তরে একটি অন্তর্নিহিত অর্থও থাকে আর তা হলো, আধ্যাত্মিকভাবে। এ আয়াতগুলোতে

**পাদটিকা-১ চলমান:** দিতে চাইলে আকস্মিকভাবে তার ওপর এক প্রকার অচেতনতা ও তন্দ্রাভাব সৃষ্টি করেন, যে কারণে স্বীয় সত্তা থেকে সে পৃথক হয়ে যায় আর আত্মবিস্মৃতি, তন্দ্রা এবং অচেতনতায় এমনভাবে নিমজ্জিত হয়ে যায় যেভাবে কেউ পানিতে ডুব দেয় আর পানিতে তলিয়ে যায়। এক কথায় বান্দা যখন ডুব দেয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এই তন্দ্রা থেকে বেরিয়ে আসে, তখন নিজের মাঝে এমন কিছু প্রত্যক্ষ করে যা একটি প্রতিধ্বনির মত। সেই প্রতিধ্বনি কিছুটা যখন কেটে যায়, তখন হঠাৎ করে তার নিজের ভেতর থেকে এক ভারসাম্যপূর্ণ উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম সংবেদী এবং প্রশান্তিকর বাণীর অনুভূতি হয়। তন্দ্রার মাঝে ডুব দেয়ার এ অবস্থাটি একটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয়, যার বিস্ময়কর দিকগুলো ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এই অবস্থার মাধ্যমেই মানুষের সামনে তত্ত্বজ্ঞানের এ সমুদ্র উন্মোচিত হয়। কেননা বারংবার দোয়ার সময় খোদা তা'লা এই তলিয়ে যাওয়া ও তন্দ্রাভাব বান্দার ওপর সৃষ্টি করে একটি সূক্ষ্ম ও সুমিষ্ট উক্তির মাধ্যমে তার সকল দোয়ার উত্তর প্রদান করেন। সকল জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে তার সামনে সেই সকল তত্ত্বকথা প্রকাশ পায়, যা প্রকাশ করা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। তখন এ বিষয়টি তার জন্য বর্ধিত তত্ত্বজ্ঞান ও পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। বান্দার দোয়া করা আর উপাস্য হিসেবে খোদার স্বীয় বিকাশের মাধ্যমে সকল জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান, এ পৃথিবীতে দাসের স্বীয় মনিবের দর্শন লাভ করার মত একটি বিষয়। উভয় জগত তার জন্য এতটাই এক ও অভিন্ন হয়ে যায়, যে দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না। বান্দা স্বীয় কোন প্রয়োজনে আপন কৃপাশীল প্রভুর কাছে বারংবার কোন সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান চায়, আর নিজের অবস্থা তাঁর কাছে তুলে ধরার পর যখন সম্মানিত খোদার পক্ষ থেকে সেভাবে উত্তর পায়, যেভাবে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কথার উত্তর দিয়ে থাকে, আর সেই উত্তরও আসে একান্ত বাগ্মিতাপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষ্যে, বরং কখনও কখনও এমন ভাষায় হয় যা সম্পর্কে সেই বান্দা সম্পূর্ণভাবে অনবহিত হয়ে থাকে। কখনও তা অদৃশ্য বিষয়াদি সম্বলিত হয়ে থাকে, যা সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টের শক্তির বাইরে থাকে। আবার কখনও কখনও এর মাধ্যমে মহাদানের শুভসংবাদ লাভ হয় এবং সুমহান পদমর্যাদা প্রাপ্তির শুভসংবাদ শোনানো হয়, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের জন্য অভিনন্দন জানানো হয়। কোন কোন সময় জাগতিক কল্যাণ সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে থাকে। সৃষ্টের শক্তির উর্ধ্বে আর মহান সে সমস্ত সূক্ষ্ম ও পরম উৎকৃষ্ট বাক্যাবলী শুনলে যে স্বাদ ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তা কেবল সে বান্দাই জানে, যাকে এই নেয়ামত দান করা হয়। সত্যিকার অর্থে সে খোদাকে সেভাবে সনাক্ত করে, যেভাবে তোমাদের কোন ব্যক্তি নিজের আন্তরিক ও পুরোনো বন্ধুকে চিনে। প্রায় সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ সকল এলহাম হয়ে থাকে। কোন কোন সময় এমন এলহামে এমন শব্দও থেকে থাকে, যার অর্থ

আধ্যাত্মিক খিলাফতের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যার অর্থ হলো সকল ভয়ভীতির মাঝে অর্থাৎ যখন খোদার ভালোবাসা হৃদয় থেকে উঠে যায় আর বিকৃত ধর্মাবলী সর্বত্র ছড়িয়ে যায়, মানুষ দুনিয়ামুখী হয়ে পড়ে আর ধর্ম হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, এমন সময় খোদা সর্বদা আধ্যাত্মিক খলীফাদেরকে দাঁড় করানো অব্যাহত রাখবেন, যাদের হাতে আধ্যাত্মিকভাবে ধর্মের সাহায্য ও বিজয় এবং সত্যের সম্মান ও মিথ্যার লাঞ্ছনা প্রকাশ পাবে। যাতে ধর্ম সর্বদা নিজের প্রকৃত সতেজতা ফিরে পায় আর বিশ্বাসীরা ভ্রষ্টতার বিস্তার ও ধর্মের অবলুপ্তির আশঙ্কা থেকে নিরাপত্তার মাঝে এসে যায়। (সূরা আন নূর: ৫৬)

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ
وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

এরপর বলেন, খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের একটি শ্রেণি যে করেই হোক তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিতে চায়। তোমাদেরকে কী পথভ্রষ্ট করবে, তারা নিজেদেরকেই ভ্রষ্টতার মাঝে ঠেলে দিচ্ছে, যদিও বিভ্রান্ত হবার কোন ধারণা তাদের নিজেদেরই নেই। (সূরা আলে ইমরান: ৭০)

وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ
بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

তারা সে সকল কাজের জন্য প্রশংসা কুড়াতে চায়, যা তারা করে নি। সুতরাং তুমি এ ধারণা করো না যে, তারা শাস্তি হতে নিরাপদ থাকবে। বরং তাদের জন্য একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান: ১৮৯)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ
وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَاۤ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

সে ব্যক্তি থেকে বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে! যে খোদার মসজিদে তাঁর স্মরণের বা ইবাদতের পথে বাধা দেয় এবং মসজিদ নষ্ট ও ধ্বংস করার পায়তারা করে? তিনি সেসব খ্রিষ্টানদের বাজে অভ্যাস ও নৈরাজ্যকর আচার-আচরণের কথা বলেছেন, যারা বাইতুল মুকাদ্দসের সম্মানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে নি। একে অহংকারপ্রসূত উচ্ছ্বাস নিয়ে ধ্বংস করেছে। এ আয়াতের পর বলেন, যে সকল খ্রিষ্টান এমন অহংকার করেছে, তারা পৃথিবীতে লাঞ্ছনার সম্মুখীন হবে আর পরকালেও তাদের জন্য থাকবে মহাশাস্তি। (সূরা আল বাকারা: ১১৫)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ
اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ

আমরা যবুরে যিকেরের পর লিখে দিয়েছি যে, যারা পুণ্যবান তারাই ভূমির অর্থাৎ সিরিয়ার উত্তরাধিকারী হবে (যবুর: ৩৭)। (সূরা আল আম্বিয়া: ১০৬)

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

---

**পাদটিকা-১ চলমান:** অভিধান দেখে করতে হয়, বরং অনেক সময় এলহাম অপরিচিত ভাষায়ও হয়ে থাকে; যেমন ইংরেজী বা অন্য এমন কোন ভাষায়, যে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণভাবে অনবহিত। আমাদের কাছে এমন এলহামের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই টীকা লেখার সময় অর্থাৎ ১৮৮২ সনে যা হয়েছে এবং যাতে ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ এই অদৃশ্য বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিজ্ঞাপনমূলক এই গ্রন্থের মাধ্যমে এবং এতে অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর বিরোধীরা অবশেষে শোচনীয় পরাজয় দেখবে আর সত্যান্বেষীরা হিদায়াত লাভ করবে, ভ্রান্ত বিশ্বাস দূরীভূত হবে এবং মানুষ ঐশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার কল্যাণে সাহায্য করবে ও মনোযোগী হবে এবং (আমাদের কাছে) আসবে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়াবলীও রয়েছে। সেসব এলহামী বাক্য নিম্নরূপ:

অর্থাৎ- হে আহমদ! খোদা তোমায় কল্যাণমণ্ডিত করেছেন। তুমি যা কিছু নিক্ষেপ করেছ, সত্যিকার অর্থে তা তুমি নিক্ষেপ কর নি বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন। খোদা তোমাকে কুরআন শিখিয়েছেন অর্থাৎ এর সঠিক অর্থ তোমার কাছে প্রকাশ করেছেন যেন তুমি সে জাতিকে সতর্ক করতে পারো, যাদের পিতা-পিতামহকে সতর্ক করা হয় নি। আর অপরাধীদের পথ যেন চিহ্নিত হয়ে যায় অর্থাৎ এটি যেন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কে তোমার প্রতি বিমুখ মনোভাব প্রদর্শন করে। তুমি বল! আমি খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি আর আমিই এর প্রতি প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী। অর্থাৎ এ যুগে খোদার নির্দেশে খোদার দিকে সর্বপ্রথম প্রত্যাবর্তনকারী বা এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের মাঝে সর্বপ্রথম (সঠিক অর্থ আল্লাহ্ই ভালো জানেন)। তুমি বল, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা পলায়ন করেছে। কেননা পলায়নপরতাই মিথ্যার নিয়তি। সকল কল্যাণের উৎস হলেন মুহাম্মদ (সা.)। সুতরাং বড়ই কল্যাণময় তিনি, যিনি শিখিয়েছেন আর যিনি শিখেছেন। তুমি বল, এ বাক্যগুলো যদি আমি প্রতারণামূলকভাবে রচনা করতাম আর খোদার উক্তি না হতো তাহলে আমি কঠোর শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। খোদা হলেন সেই সত্তা, যিনি আপন রসূল ও প্রেরিত পুরুষকে স্বীয় হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন– একে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য। খোদার কথা অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করে, কেউ তা পরিবর্তন করতে পারে না। তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন অর্থাৎ অপরাপর ধর্মের ওপর সুস্পষ্ট যুক্তি ও সমুজ্জ্বল প্রমাণাদির মাধ্যমে ইসলামকে জয়যুক্ত করার (ক্ষমতা রাখেন) অর্থাৎ আল্লাহ্ নির্যাতিত মু'মিনদেরকে তাদের ধর্মকে সমুজ্জ্বল করে ও সত্যের অকাট্য প্রমাণ দিয়ে সাহায্য করবেন। ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের মোকাবিলায় আমরা তোমার জন্য যথেষ্ট। মানুষ বলবে, এই মর্যাদা তোমার কী-করে লাভ হলো? এলহাম নামে যা প্রচার করা হয়, তা তো মানুষেরই বানানো কথা এবং অন্য মানুষের সাহায্য সহায়তা নিয়ে তা রচনা করা হয়েছে। হে মানুষ! তোমরা কি জেনেশুনে প্রতারণার ফাঁদে পা দেবে? এ ব্যক্তি তোমাদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে (ভয় দেখাচ্ছে), তা কী করে পূর্ণ হতে পারে? বিশেষ করে এমন ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি, যে হীন ও ইতর! সে তো অজ্ঞ বা উন্মাদ! সে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে প্রমাণাদি উপস্থাপন কর। এটি তোমার প্রভুর করুণা, তিনি তোমার জন্য স্বীয় নিয়ামতকে পরিপূর্ণতা দেবেন যেন তা মু'মিনদের জন্য একটি নিদর্শন প্রমাণিত হয়।

তুমি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তোমার জন্য শুভসংবাদ। এটি তোমার প্রভুর অনুগ্রহ যে, তুমি উন্মাদ নও। বল, যদি তোমরা খোদাকে ভালোবাস তাহলে আস আমার অনুসরণ কর, যেন খোদা তোমাদেরকে ভালোবাসতে পারেন। হাসি-বিদ্রুপকারীদের মোকাবিলায় আমরা তোমার জন্য যথেষ্ট। শয়তান কার ওপর অবতীর্ণ হয়, সে বিষয়ে আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব? সে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর ওপর অবতীর্ণ হয়। তুমি তাদেরকে বলে দাও! আমার কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত সাক্ষ্য আছে। সুতরাং তোমরা গ্রহণ করবে কি? (চলবে)

# জুমুআর খুতবা

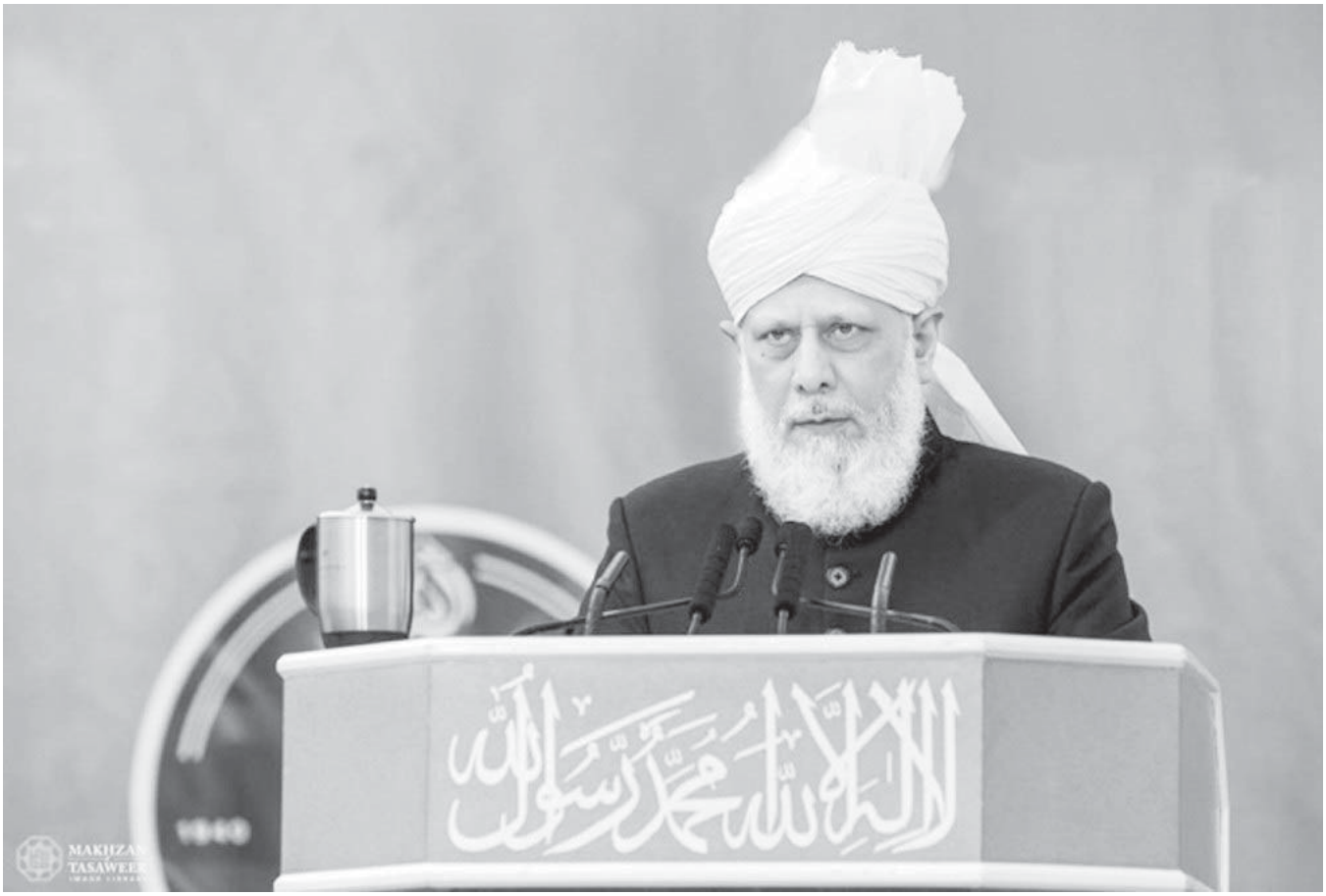


## আল্লাহ্ তা'লা এসব জলসাকে সকল অর্থে আশিসমন্ডিত করুন, দুস্কৃতকারীদের দুস্কৃতি এবং অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এদিনগুলো কাদিয়ানে জলসা সালানার দিন। আগামীকাল থেকে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা কাদিয়ানের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে। একইভাবে আজ অস্ট্রেলিয়ার বার্ষিক জলসাও আরম্ভ হয়ে গিয়ে থাকবে। অনুরূপভাবে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের বার্ষিক জলসাও আরম্ভ হতে যাচ্ছে। সময়ের পার্থক্য থাকার করণে হয়তো কিছুক্ষণ পরই আরম্ভ হবে। পৃথিবীর অন্য দেশেও হয়তো এই দিনগুলোতে জলসা হচ্ছে বা হবে। আল্লাহ্ তা'লা এসব জলসাকে সকল অর্থে আশিসমন্ডিত করুন, দুস্কৃতকারীদের দুস্কৃতি

এবং অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কাদিয়ানের জলসা সালানার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে কারণ, এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গ্রাম। খোদা তা'লার অনুমতি স্বাপেক্ষে এখানেই তিনি জলসার সূচনা করেছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং খুতবায় জলসা সালানার প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে সে যুগ সম্পর্কেও অবহিত করেছেন যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিজের যুগ ছিল এবং জামাতের ছিল সূচনালগ্ন। প্রারম্ভিক যুগের জলসা কেমন হতো– সে প্রেক্ষাপটে যেখানে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জলসার চিত্র অঙ্কন করেছেন, সেখানে কতিপয় ইলহামের কথাও উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে কতক ইলহামকে এই দিনগুলোতে পূর্ণতা লাভ করতে দেখিয়েছেন বা দেখাচ্ছেন, তাও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, কোন কোন ইলহাম হয়তো ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে বা একবার পূর্ণ হয়েছে কিন্তু আবার পূর্ণতা লাভ করবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-র কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো। প্রারম্ভিক জলসা গুলোর একটির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর বাল্যকালের স্মৃতিচারণ এবং জামাতের চিত্র তুলে ধরেন। এটি ১৯৩৬ সনের কথা। প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে যেখানে এখন মাদ্রাসায়ে আহমদীয়ার ছাত্ররা পড়ে সেই স্থানে একটি জীর্ণ প্রাচীর ছিল। একটি প্রাচীর ছিল যা কাদিয়ানের পুরো জনবসতিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। তিনি বলেন, আমাদের পিতা-পিতামহের যুগে সেটি কাদিয়ানের সুরক্ষা-প্রাচীর ছিল যা খুবই প্রশস্ত ছিল। একটি গরুর গাড়ি তাতে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারতো। এরপর ইংরেজ সরকার সেটিকে ভেঙ্গে নিলাম করার পর এর কিছু টুকরো অতিথিশালা নির্মাণের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হস্তগত করেন। তা ছিল এক দীর্ঘাকৃতির ভূমিখন্ড।

তিনি বলেন, আমার মনে নেই সেই সনটি কী ১৮৯৩-৯৪ নাকি ৯৫ ছিল, এমনই সময় হবে, কিন্তু একই মওসুম এবং একই মাস ছিল। কিছু লোক যারা তখনও আহমদী আখ্যায়িত হতো না, কিন্তু একই লক্ষ্য এবং একই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কাদিয়ানে সমবেত হন। তখনও জামাতকে আহমদীয়া জামাত বলা হতো না, আহমদী নাম রাখা হয় ১৯০১ সনে। ইতোপূর্বে রীতিমতো আহমদীয়াতের স্বতন্ত্র পরিচিতি ছিল না। আমি এটি বলতে পারবো না যে, পুরো কার্যক্রম কি সেখানেই পরিচালিত হয়েছে নাকি কার্যক্রমের একটি অংশ সেস্থানে হয়েছে, যে যায়গার কথা বলছেন, আর কিছুটা মসজিদে পরিচালিত হয়েছে; কেননা আমার বয়স তখন ৭/৮ বছর হবে। তাই এর খুঁটিনাটি আমার মনে নেই। তখন এই জনসমাগমের গুরুত্ব আমার বোধগম্য ছিল না, কিন্তু এতটা মনে আছে যে, আমি সমবেত লোকদের চতুষ্পার্শ্বে ছুটে বেড়াতাম, খেলা-ধূলায় মত্ত থাকতাম। সে যুগের দিক থেকে আমার কাছে পুরো বিষয়টাই আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল যে, সেই দেয়ালে বিছানো একটি মাদুরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উপবিষ্ট ছিলেন আর চতুষ্পার্শ্বে বন্ধুরা সমবেত ছিল, যারা জলসা সালানায় উদ্দেশ্যে সেখানে সমবেত হন।

তিনি বলেন, হতে পারে আমার স্মৃতিভ্রম হবে, মাদুর হয়তো একটি বা দু'টো হবে, কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে একটিই মাদুর ছিল যার চতুষ্পার্শ্বে মানুষ একত্রিত বা সমবেত ছিল। তাদের সংখ্যা দেড় বা দুই শত হবে। ছোটদেরকে নিয়ে সেই সংখ্যা হয়তো আড়াইশ' হবে যাদের তালিকা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ছাপিয়েও দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমার মনে হয় একটি বা দু'টি মাদুর ছিল কিন্তু জায়গা ততটাই ছিল যতটা এই জলসা অর্থাৎ যে জলসায় তিনি এর উল্লেখ করছেন সেই জলসার স্টেজ বা মঞ্চের মোট জায়গার সমান ছিল (আজকাল অবশ্য আমাদের জলসার মঞ্চ আরও অনেক বড় হয়ে থাকে)। আমি জানি না কেন, কিন্তু এতটা জানি যে, সেই মাদুরের স্থান তিনবার বদল করা হয়েছে। এক জায়গা থেকে উঠিয়ে দ্বিতীয় জায়গায় এরপর তৃতীয় জায়গায়। প্রথমে একস্থানে বিছানো হয়েছে, এরপর উঠিয়ে কিছু দূরে দ্বিতীয় জায়গায় বিছানো হয়েছে। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে পরিবর্তন করে কিছু দূরে আরেক জায়গায় বা আরেক স্থানে বিছানো হয়েছে। আমার শৈশবের বয়সের নিরিখে এটি বলতে পারবো না যে, সমবেত লোকদেরকে মানুষ বাধা দিত বা বলতো, তোমাদের অধিকার নেই এখানে মাদুর বিছানোর, নাকি অন্য কোন কারণ ছিল। যাহোক, আমার মনে আছে, দু'তিন বার সেই মাদুরের স্থান বদল করা হয়।

এখন জলসার উদ্দেশ্যে যারা কাদিয়ানে গিয়েছেন বা উপস্থিত আছেন তারা হয়তো তখনকার সময়ের কথা ধারণাই করতে পারবেন না। এখন একটি বৃহৎ জলসা গাহ্ আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এটি চতুর্দিক থেকে পাকা প্রাচীর ঘেরা আর তাতেও সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা প্রদানের চেষ্টা রয়েছে। ১৯৩৬ সনে যখন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একথা বলেছেন, এরপর ব্যবস্থাপনা আরও বিস্তৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে দেশ বিভাগের সময় কাদিয়ানে এমন যুগও আসে যখন দারুল মসীহ্ বা তার চতুষ্পার্শ্বের কয়েকটি ঘর পর্যন্তই আহমদীরা সীমাবদ্ধ ছিল বরং কয়েকশ' ছাড়া সবাইকে হিজরত করতে হয়েছে। গুটি কতক আহমদী যারা ছিল তারাও ছিল অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু আজ পুনরায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কাদিয়ান বিস্তৃতি লাভ করছে আর সেখানে আগতরা এখন শুধু সেই বিস্তৃতিই দেখতে পাচ্ছে। যেমন প্রথমবার যারা গিয়েছে, নতুন প্রজন্ম বা যুবক শ্রেণী বা যারা বর্হিবিশ্ব থেকে এসেছেন তারা এখন সম্প্রসারিত কাদিয়ানই দেখছেন। ইতিহাসের জানালায় যদি আমরা উঁকি মেরে তাকাই, তাহলে আমরা খোদার অপার কৃপাবারি লক্ষ্য করি। রাবওয়ায় বসবাসকারীরাও আজকাল হয়তো উৎকণ্ঠিত হবেন। তাদেরও স্মরণ রাখা উচিত, পরিস্থিতি সবসময় একরকম থাকে না। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা সেখানেও অবস্থায় পরিবর্তন আসবে আর প্রাণচাঞ্চল্যও ফিরে আসবে। কিন্তু রাবওয়াবাসীরদের দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে, পাকিস্তানবাসীদেরও দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴۰﴾

(সূরা আলে ইমরান: ১৪০) অর্থাৎ দুর্বলতা প্রদর্শন করবে না আর দুঃখ ভারাক্রান্তও হবে না। নিশ্চয় তোমরাই জয়যুক্ত হবে। শর্ত হলো, যদি তোমরা মু'মিন হও।

অতএব ঈমান বৃদ্ধি আর দোয়ার ওপর

জলসায় আগমনকারীদের আমি নসীহত করবো, মানুষের ভিড় এবং কর্মীর স্বল্পতার কারণে যদি কোন কষ্ট হয় তাহলে আপনারা হোঁচট খাবেন না বা চিন্তামগ্ন হবেন না। এই নসীহত সব সময় স্মরণ রাখা উচিত, এখানে জলসা হোক বা অন্য কোন স্থানে। যাহোক অতিথি সেবা করা সকল অর্থে আতিথেয়তার চেষ্টা করেন কিন্তু এরপরও ত্রুটি থেকে যায়।

জোরই খোদার কৃপাবারি আকর্ষণ করে অবস্থায় পরিবর্তন আনে। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আরও বলেন, যারা সেখানে সমবেত ছিলেন, যাদেরকে এক জায়গা থেকে উঠিয়ে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হতো, তাদের সেখানে আসার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলছেন, ইসলামকে পৃথিবীতে অত্যন্ত দুর্বল করে দেয়া হয়েছে আর সেই একমাত্র আলো, যা ছাড়া পৃথিবী আলোকিত হতে পারে না, সেটিকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য মানুষ সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে অর্থাৎ ইসলাম এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জ্যোতিকে নির্বাপিত করার অপচেষ্টা চলছে। অন্ধকার ও অমানিশার সেই প্রজন্ম সেটিকে মিটিয়ে দিতে চায়।

তিনি বলেন, একশ পঁচিশ বা ত্রিশ কোটি মানুষের বিশ্বে যা সে যুগে পৃথিবীর জনবসতি ছিল, তাদের মাঝে দু'আড়াই শত সাবালক এখানে সমবেত ছিল, যাদের অধিকাংশের পোষাকে দারিদ্রের ছাপ ছিল স্পষ্ট। তাদের মাঝে এমন মানুষ হয়তো কমই হবেন, যারা ভারতের বিরাজমান পরিস্থিতির দৃষ্টিকোণ থেকে 'মধ্যবিত্ত' আখ্যায়িত হতে পারেন। তারা সমবেত এবং একত্রিত হয়েছেন এই উদ্দেশ্যে এবং এই মানসে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা যা শত্রুরা নমিত করতে চায়, তারা এই পতাকাকে নমিত হতে দিবেন না বরং সেটিকে তারা উন্নত রাখবেন, তারা আত্মবিসর্জন দিবেন কিন্তু সেই পতাকাকে নমিত হতে দিবেন না। এই একশ' পঁচিশ কোটি মানুষের সমুদ্রের সামনে দু'আড়াই শত দুর্বল মানুষ কুরবানীর প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে এসেছেন। এটি ১৮৯৫/৯৬ সালের কথা, তাদের চেহারায় তা-ই লেখা ছিল যা বদরী সাহাবীদের চেহারায় লিপিবদ্ধ ছিল। যেভাবে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীরা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এতে সন্দেহ নেই যে, আমরা দুর্বল আর শত্রু শক্তিশালী, কিন্তু তারা যতক্ষণ আমাদের লাশকে পদদলিত না করবে ততক্ষণ আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না, তাদের চেহারার সংকল্পে এটা স্পষ্ট ছিল যে, তারা মানুষ নয় বরং জীবন্ত লাশ, যারা নিজেদের সত্তার মাধ্যমে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মান এবং তাঁর ধর্মের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শেষ সংগ্রামের জন্য একত্রিত হয়েছিলেন। দর্শক তাদেরকে দেখে তিরস্কার করতো, হাসিঠাট্টা করতো আর তারা আশ্চর্য ছিল যে, এরা কি-ই বা করতে পারবে? এদের কিইবা করার শক্তি আছে।

তিনি বলেন, আমি মনে করি তখন একটি বা দু'টো মাদুর ছিল। যাহোক এর জন্য এই স্টেজ বা এই মঞ্চের সমপরিমান জায়গা ছিল। আমি জানি না কেন কিন্তু এতটা জানি, তিনবার সেই মাদুরের স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। এরপর ইউসুফের ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইউসুফ যখন মিশরের বাজারে বিক্রি হওয়ার জন্য আসেন, তখন এক বৃদ্ধাও এটা ভেবে দু'টো রুই বা তূলার ছোট গোলক নিয়ে আসেন যে, হয়তো এগুলোর বিনিময়ে সে ইউসুফকে ক্রয় করতে পারবে। বস্তুবাদী মানুষ এই ঘটনা শুনে হাসে, আর আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ তা শুনে অশ্রু বিসর্জন দেয়। কেননা, তাদের হৃদয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এই আবেগ সঞ্চারিত হয় যে, যেখানে কোন জিনিষের মূল্য থাকে সেখানে মানুষ এই বস্তুজগতের হাসিঠাট্টার ভ্রুক্ষেপ করে না। কিন্তু আমি বলবো, ইউসুফ তো একজন মানুষ ছিলেন আর তখন ইউসুফের যোগ্যতাও প্রকাশ পায়নি। কেননা, বয়স কম ছিল। এজন্যই তার ভাইয়েরা অতি স্বল্প মূল্যে তাকে বিক্রি করে দেয়। এমতাবস্থায় যদি বৃদ্ধার মাথায় এই ধারণা আসে যে, হয়তো রুইয়ের দু'টো গোলকের পুটলির বিনিময়ে আমি ইউসুফকে ক্রয় করতে পারবো তাহলে এটি অবান্তর বা অবাস্তব কোন কথা নয়।

বিশেষ করে আমরা যদি এ কথাটিকে সামনে রাখি যে, যেই দেশ থেকে এই কাফেলা এসেছিল সেখানে রুই বা তুলা হতো না, তারা মিশর থেকেই রুই আমদানি করতো বা নিয়ে যেত তাহলে এটি অসম্ভব নয় যে, রুইয়ের মূল্য হয়তো তখন অনেক বেশি ছিল আর সেই বৃদ্ধা সত্যিই ভাবতো, রুই দিয়ে ইউসুফকে ক্রয় করা সম্ভব। কিন্তু যেই মূল্য নিয়ে তারা একত্রিত হয়েছিলেন সেটি অবশ্যই এমনই যৎসামান্য ছিল অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পাশে যে, দু'আড়াই শ' মানুষ সমবেত ছিল, তারা যেই মূল্য নিয়ে একত্রিত হয়েছিলেন তা নিশ্চয় যৎসামান্য ছিল আর ইউসুফকে ক্রয় করার ঘটনা থেকেও এটি মহান ও গভীর প্রেমের দৃষ্টান্ত বৈ-কি। এটি কি? আসলে এটি সেই প্রেম

যা মানুষের বিবেকের ওপর পর্দা লেপন করে। সেই বৃদ্ধা ভেবেছিল, ইউসুফকে ক্রয় করার জন্য এই রুই বা তুলাই যথেষ্ট কিন্তু এখানে আরেকটি মূল্যের কথা বলা হচ্ছে যা প্রেমের মূল্য, যা বিবেকের ওপর পর্দা লেপন করে। আর এ প্রেম মানুষকে এমন ত্যাগ স্বীকারে প্রবৃত্ত করে যা কল্পনারও ঊর্ধ্বে। দুই বা আড়াই শত মানুষ যারা সমবেত হয়েছিল, তাদের হৃদয় থেকে যে রক্তক্ষরণ হয়েছে তা খোদার আরশের সামনে ফরিয়াদ করে।

নিঃসন্দেহে তাদের অনেকের পিতামাতা হয়তো জীবিত আছেন বা তারা হয়তো নিজেরাও পিতামাতা বা দাদা হবেন, কিন্তু পৃথিবী যখন তাদেরকে হাসিঠাট্টা করে, পৃথিবীর মানুষ যখন তাদেরকে পরিত্যাগ করে, আপনপর সবাই যখন তাদেরকে দূরে ঠেলে দেয় এবং বলে, যাও হে উন্মাদরা! আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাও। আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে বড়, বয়স্ক, পিতা, দাদা বা যুবক হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তাদেরকে ঘর থেকে বহিস্কার করে এবং বলে যে, বিতাড়িত হও। এমন মানুষ বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও এতিম হয়ে যায়। এতিম আমরা তাকেই বলি যার কোন উত্তরাধিকারী থাকে না আর যার কোন সাহায্যকারী থাকে না।

অতএব পৃথিবী যখন তাদেরকে বিতাড়িত করলো, তখন তারা এতিম হয়ে গেল আর আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এতিমের আহাজারি আরশ্‌কে প্রকম্পিত করে– অনুসারে তারা যখন কাদিয়ানে সমবেত হয় আর সব এতিম সম্মিলিতভাবে আহাজারি করে। সেই আহাজারির ফলে এমন কিছু সৃষ্টি হয়েছে যা তোমরা আজ এই ময়দানে দেখতে পাচ্ছো। অর্থাৎ সেই জলসায় মানুষ একটি প্রশস্ত ময়দানে সমবেত ছিল, যাদের দিকে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ইশারা করছেন। অতএব হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর সামনে উপবিষ্ট কয়েক হাজার মানুষকে বলেছিলেন, সেই দু'আড়াই শ' মানুষের আহাজারির ফসল আজ তোমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছো অর্থাৎ এই ময়দানে সেই দু'আড়াই শ' মানুষের আহাজারির ফসল তোমরা দেখছো আর সেই ময়দানেই তোমরা বসে আছো।

আজ আমি যেমনটি বলেছি, কাদিয়ানের জলসাগাহ্ আরও বিস্তৃত হয়েছে। জলসায় অংশগ্রহণকারী নর ও নারী যারাই আছেন, তাদেরকে আমি বলবো, প্রশস্ত এক ময়দান, যাতে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে, যেখানে এক ভাষার পরিবর্তে, (সেই যুগে হয়তো একটি ভাষাতেই সবকিছু বলা হতো, যেখানে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, কাদিয়ানে এখন এক ভাষার পরিবর্তে) বেশ কয়েকটি ভাষায় আওয়াজ পৌঁছানো হচ্ছে।

এখন আপনারা সেখানে বসে খুতবাও শুনছেন আর সাত আটটি ভাষায় সবাই অনুবাদও শুনতে পাচ্ছেন। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মানুষ সেখানে এখন উপস্থিত আছেন। যেখানে পাকিস্তান থেকে আগত অধিকার বঞ্চিত আহমদীরাও বসে আছেন। এদের সবার নিজেদের মাঝে সেই ঈমান এবং নিষ্ঠা সৃষ্টি করা উচিত, (আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক বন্ধন রচনা করা উচিত, সেই প্রেরণায় সমৃদ্ধ হওয়া উচিত) যা সেই দু'আড়াই শ' মানুষের মাঝে ছিল যাদের দৃষ্টান্ত হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তুলে ধরেছেন।

অনুরূপভাবে, যেমনটি আমি বলেছি, এখন অস্ট্রেলিয়ায়ও জলসা হচ্ছে আর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলেও জলসা হচ্ছে। সর্বত্র আপনারা যদি এই মানসে সমবেত হয়ে থাকেন যে, মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার বাণী পৃথিবীতে আমাদেরই প্রচার করতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে, যেভাবে সেই দু'আড়াই শ' মানুষ আড়াই শ' বীজ বা আটিতে পরিণত হয়েছেন যা ফলবাহী বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল আর কাদিয়ানের বিস্তৃতি এবং ময়দান আর সেসব পুণ্যবানের বা পুণ্যাত্মাদের প্রজন্ম, আমেরিকান জামাত ও সেই জামাতের বিস্তৃতি, অস্ট্রেলিয়ার জামাত এবং তাদের যে ক্রম বিস্তারের দৃশ্য আমরা দেখছি, অস্ট্রেলিয়াতেও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মাশাআল্লাহ্ নতুন নতুন জায়গা ক্রয় করা হচ্ছে, এসবের সৌন্দর্য যদি আমাদের বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে নিজেদের ঈমানী অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বৃদ্ধি করতে হবে। নতুবা শুধু জলসার জন্য সমবেত হওয়া যথেষ্ট নয়। যদি এই দু'আড়াই শ' বীজ বা আটি নিজ প্রভাব প্রকাশ করে থাকে তাহলে আজ আমাদের দায়িত্ব হবে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করা। আর যেভাবে খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিজয় আমাদেরই হবে, ইনশাআল্লাহ্। তখন পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল একশ' বিশ-পঁচিশ কোটি, আর আজকে পৃথিবীর জনসংখ্যা সাতশ' কোটির অধিক, বলা হয় সাতশ' ত্রিশ কোটি। অথচ আমাদের সংখ্যা এখনও পৃথিবীর জনবসতির মোকাবিলায় আর সহায়-সম্পদের দিক থেকে খুবই নগণ্য।

কিন্তু আমাদেরও সে কাজই করতে হবে যা আমাদের পিতা পিতামহরা করে গেছেন। অতএব একথা সব আহমদীর সামনে রাখতে হবে, আমাদের লক্ষ্য অতীব মহান যা আমাদের অর্জন করতে হবে। কাদিয়ানে যারা জলসায় অংশগ্রহণ করছেন তাদের বলছি, এই দিনগুলোতে প্রচুর দোয়া করুন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এমন নিদর্শন সহস্র সহস্র রয়েছে আর স্বাক্ষ্যও অগণিত যা স্বীয় সৌন্দর্য প্রকাশ করে থাকে; হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি ইলহামের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তাঁর একটি ইলহাম হলো, ইয়াতিকা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমীক। ইয়াতূনা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমীক। অর্থাৎ দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তোমার কাছে আসবে এবং দূর-দূরান্ত থেকে তোমার কাছে উপহার আনা হবে। আর আতিথেয়তার অভিনব সব উপকরণ সৃষ্টি করা হবে। আর এত অজস্র ধারায় মানুষ আসবে যে, যে পথে তারা আসবে সে পথে গর্ত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এটি এক অসাধারণ নিদর্শন।

দেখুন! এই মহান নিদর্শনের সংবাদ আল্লাহ্ তা'লা কোন যুগে দিয়েছিলেন! সেই অবস্থা যারা দেখেছেন তারা এখনও জীবিত আছেন। তখন অবস্থা কেমন ছিল তা যারা দেখেছেন আর তারা এখনও জীবিত আছেন। তিনি (রা.) বলেন, আমার বয়স কম ছিল কিন্তু সেই দৃশ্য এখনও আমার স্মৃতিতে অম্লান। এখন যেখানে মাদ্রাসা রয়েছে সেখানে ছিল একটি আস্তাকুড় অর্থাৎ ময়লা আবর্জনার স্তুপ ছিল। মাদ্রাসার জায়গায় দিনের বেলায়ও মানুষ যেতো না আর বলতো, এটি অলক্ষুনে স্থান। প্রধানতঃ কেউ সেখানে যেতো না আর গেলেও একা যেতো না; বরং দু'তিনজন একসাথে যেতো কেননা; তাদের ধারণা ছিল, এখানে গেলে জ্বিন ভর করে। জ্বিন ভর করতো কিনা জানা নেই কিন্তু এটি ছিল বিরান জায়গা আর এমন জনবসতিহীণ জায়গা সম্পর্কেই মানুষ এই ধারণা পোষণ করে থাকে যে, সেখানে গেলে জ্বিন বা ভূত-প্রেত ভর করে।

তিনি (রা.) বলেন, আমার এমন কোন অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু অনেকেই বলে, তখন কাদিয়ানের অবস্থা এমন ছিল যে, দু'তিন রুপির আটাও এখানে পাওয়া যেতো না। এটি ছিল একটি গন্ডগ্রাম গ্রাম আর এখানে ছিল কৃষিজীবি মানুষের বসতি। নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে মানুষ নিজেই গম ভাঙ্গাতো বা আটা বানাতো। তিনি বলেন, আমাদেরও মনে আছে, আমাদের যখন কোন জিনিসের প্রয়োজন হতো তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কাউকে লাহোর বা অমৃতসর পাঠিয়ে সেখান থেকে তা আনিয়ে নিতেন। মানুষের অবস্থা দেখ! এদিকে কেউ আসতো না। বরযাত্রী হিসেবে কোন অতিথি আসলে হয়তো আসা হতো কিন্তু সচরাচর এখানে কারও আনাগোনা ছিল না। আমার শৈশবের সেই দিনগুলোর কথাও স্মৃতিপটে অম্লান। হুযূর আমাকেও সাথে নিয়ে যেতেন।

আমার মনে আছে, বর্ষাকালের কথা, একটি ছোট গর্তে পানি জমে যায়। আমি লাফ দিয়ে পার হতে পারিনি, তিনি (আ.) নিজেই আমাকে কোলে তুলে পার করেন। এরপর কখনও শেখ হামেদ আলী সাহেব আর কখনও হুযূর নিজেই আমাকে কোলে তুলে পার করতেন। তখন অতিথিও ছিল না আর এ ঘরও ছিল না। কোন প্রকার উন্নতির লক্ষণও ছিল না। কিন্তু এক অর্থে এটিও উন্নতির যুগ ছিল। সেই যুগে বাহ্যতঃ কোন উন্নতির লক্ষণ ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি একটি উন্নতির যুগ ছিল। কেননা তখন হাফেয হামেদ আলী সাহেব এসে গিয়েছেন। আর এরও পূর্বে যখন কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে কেউ জানতো না তখন আল্লাহ্ তা'লা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমার কাছে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসবে আর দূর-দূরান্ত থেকে তোমার কাছে উপহার পাঠানো হবে। সে সময়কার অবস্থার ধারণা করতে গিয়ে খোদার এই প্রতিশ্রুতির কথা এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যে, 'হে সেই ব্যক্তি যাকে তার পাড়ার মানুষও জানতো না, যাঁকে তাঁর শহরের বাইরে অন্য শহরের মানুষ চিনতো না, যাঁর অপরিচিতির কারণে মানুষের এই ধারণাই ছিল যে, মির্যা গোলাম কাদের সাহেবই তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে বলেছেন, "আমি তোমার মত ব্যক্তিকে সম্মান দেব, পৃথিবীতে খ্যাতি দান করব আর সম্মান তোমার কাছে আপনা-আপনিই আসবে।"

এটি প্রণিধানযোগ্য একটি বিষয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে নিজ কানে শুনেছি; তিনি বলতেন, যদি চিন্তা করা হয় তাহলে বুঝা যাবে, "কাফিরও রহমত হয়ে থাকে। যদি আবু জাহ্‌ল না হতো তাহলে এত বিশাল কুরআন কোত্থেকে নাযিল হতো। যদি সবাই আবু বকরই হতেন তাহলে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ই নাযিল হতো।" এটি থেকে বোঝা যায়, যারা আল্লাহ্‌র হয়ে যায় সবকিছুতে তারা কল্যাণই দেখে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যখন বিরোধিতা হয় তখন তিনি দেখছিলেন যে, এখন আরও অধিক সম্মান লাভ হবে এবং উত্তরোত্তর সম্মান বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আজ যখন আমরা কাদিয়ানের দৃশ্য দেখি যে, পৃথিবীর বিশ পঁচিশটি দেশের মানুষ এখানে পৌঁছেছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন সেখানে নিত্য-নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে।

এরপর জলসা সালানার আতিথেয়তার প্রেক্ষাপটে একটি ইলহামের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে, শেষ জলসার মোট উপস্থিতি ছিল সাতশ', অথচ এখন এক একটি ব্লকে কয়েক হাজার মানুষ উপবিষ্ট আছে, জলসার সময় কয়েক হাজার মানুষ প্রতিটি ব্লকেই বসে আছেন, কিন্তু তখন মোট সংখ্যা ছিল সাতশ'। সেটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের শেষ বছর ছিল। মোট সাতশ' মানুষ জলসায় আসে আর তাতেই ব্যবস্থাপনা এতটা ভেঙ্গে পড়ে। মোট সাতশ' অতিথি আর এর ফলেই ব্যবস্থাপনা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়। রাত তিনটা পর্যন্ত মানুষ খাবার পায়নি। আর তাঁর (আ.) প্রতি ইলহাম হয়, 'ইয়া আইয়ুহান নবী আতএমুল জায়েআ ওয়াল মু'তার'। অর্থাৎ হে নবী! ক্ষুধার্ত এবং যাদের অবস্থা শোচনীয় তাদের খাবার খাওয়াও। সকালে জানা যায়, রাতের তিনটা পর্যন্ত মানুষ লঙ্গর খানার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু তারা খাবার পায়নি। এরপর নতুনভাবে তিনি (আ.) বলেন, এখন খাবার রান্না কর এবং তাদের খাবার খাওয়াও।

দেখ! সাতশ' মানুষের উপস্থিতির কারণে অবস্থা এপর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু সেই সাতশ' মানুষের যে অবস্থা ছিল তাহলো, তিনি যখন ভ্রমণের জন্য বের হতেন তখন সাতশ' মানুষও তাঁর ভ্রমন সঙ্গী হতো, ব্যাপক ভিড় ছিল। বাহির থেকে আগত লোকেরা এ দৃশ্য কখনও দেখেনি। বাইরে দুইশ' মানুষকেও কোন আধ্যাত্মিক নেতার চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত হতে দেখা যেতো না, মেলায় হয়তো এমনটি হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদিতে এমনটি তা দেখা যায় না। তাই তাদের জন্য এটি ছিল বিস্ময়কর বিষয়। মানুষ ধাক্কা খাচ্ছিল। হুযূর এক পা উঠালে হোঁচট খেয়ে তার পা থেকে জুতা খুলে যেতো। মানুষের ব্যাপক ভিড় ছিল। এরপর কোন আহমদী তাঁকে দাঁড় করিয়ে বলতো, হুযূর জুতা পরে নিন এবং তাঁর (আ.) পায়ে জুতা পরিয়ে দিতো। এরপর আবার তিনি পা উঠালে কারও পা লেগে জুতা খুলে যেতো আবার কেউ বলতো, হুযূর! একটু দাঁড়ান জুতা পরিয়ে দেই। ভ্রমণের সময় এই দৃশ্যের অবতারণা হতো। একজন নিষ্ঠাবান আহমদী জমিদার বন্ধু দ্বিতীয় জমিদার ব্যক্তিকে যিনি নিজেও আহমদী ছিলেন পাঞ্জাবীতে বলেন, 'ও তু মসীহ্ মাওউদ দা দাস্ত পানজা লে লেয়া?' অর্থাৎ, তুমি কি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে করমর্দন করেছো? অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কি করমর্দন করেছো? তিনি বলেন, এখানে করমর্দনের সুযোগ কোথায়? কেউ কাছেই ঘেষতে দেয় না, মানুষের ভিড় এমন যে, কেউ কাছেই আসতে দিচ্ছে না। মুসাফাহ্‌র সুযোগ পাওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না, তখন যে প্রেমিক জমিদার ছিলেন তিনি দেখে বলেন, এই সুযোগ তুমি আর কোথায় পাবে? তোমার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও মানুষের ভিড় চিরে যাও আর মুসাফাহ্ করে আস।

তিনি বলেন, কোথায় সেই সময় যা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি আর কোথায় আজকের চিত্র যা আবার আমরা নিজের চোখে দেখছি যে, সহস্র সহস্র মানুষ। এক সময় সাতশ' মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং ব্যবস্থা করিয়েছেন, মুসাফাহ্ বা করমর্দন করা কঠিন ছিল বা কঠিন মনে করা হত কিন্তু আজ খোদা তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে

খোদার সমর্থনের দৃশ্য দেখুন! বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সহস্র সহস্র মানুষ কাদিয়ানে সমবেত হয়েছেন, তাদের নিজ নিজ রুচি অনুসারে খাবারও রান্না করা হচ্ছে, আতিথেয়তাও হচ্ছে আর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জলসাতেও এমনটিই হচ্ছে।

এছাড়া এই জলসার সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- একথাও বলেছেন, "কাজ অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে, জামাত অনেক বড় হয়ে গেছে, মনে হয় আমাদের কাজ এখন শেষ।" হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের অন্তিম বছর কাদিয়ানে জলসা সালানায় সমবেত লোকদের কথা আমার মনে আছে যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখন বার বার বলতেন, "আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে-ই কাজের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সেই কাজ সাধিত হয়েছে। এখন জামাত এত বড় হয়ে গেছে আর এত বেশি মানুষ ঈমান এনেছে যে, আমরা মনে করি আমাদের এ পৃথিবীতে আসার যে উদ্দেশ্য ছিল সেটি পূর্ণতা লাভ করেছে।"

এখন দেখুন! কোথায় সেদিন যখন জলসা সালানায় এমাত্রার ভিড়কে এক অনেক বড় ভিড় মনে করা হয় আর অপরদিকে আজকের অবস্থা দেখুন! লাহোর শহরে আমাদের একটি মসজিদের জুমুআতেই প্রায় সমসংখ্যক মানুষ সমবেত হয়। এখন তো সহস্র সহস্র মানুষ মসজিদে একত্রিত হয়। এখানে লন্ডনেই সহস্র সহস্র মানুষ এখন বসে আছে, জুমুআর জন্য। আমি পূর্বেও একবার বলেছি, এটি খোদা তা'লার সাহায্য এবং তাঁর সমর্থনের এক অসাধারণ নিদর্শন আর যেসব জামাতের সাথে তাঁর সমর্থন এবং সাহায্য থাকে তারা এভাবেই উন্নতি করে আর শত্রুর দৃষ্টিতে কাটার মতো বিঁধে, শত্রু নগ্নভাবে শত্রুতা আরম্ভ করে এবং তার হিংসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় কিন্তু খোদা তা'লার নিয়তি অবশ্যই পূর্ণ হয়, শত্রুর বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা নিজ জামাতকে উত্তরোত্তর উন্নতি দেন এবং পৃথিবীতে ক্রমাগতভাবে জামাত উন্নতি করতে থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ বিষয়টি আমাদের জন্য অনেক বড় আনন্দের কারণ কিন্তু একইসাথে আমাদের দায়িত্বের প্রতিও এটি মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেসব লক্ষ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যার জন্য আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি।

এরপর দেখুন! কেবল পাকভারত উপমহাদেশেই নয় বরং আজ পৃথিবীর দু'শতাধিক দেশে জামাত বৃদ্ধি পাচ্ছে, উন্নতি করে চলেছে। হিংসুকের হিংসাও একইভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে পাকিস্তান বা ভারতে শত্রুতা হত, ইন্দোনেশিয়ার প্রেক্ষাপটে শত্রুতার কথা শুনেছিলাম, দু'দিন পূর্বে কিরগিস্তানেও আমাদের এক স্থানীয় কিরগিজ আহমদীকে শহীদ করা হয়, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ইনশাআল্লাহ্ আজ তার নামাযে জানাযাও আমি পড়াব।

একইভাবে আজকে কিছুক্ষণ পূর্বেই বাংলাদেশের একটি শহরে জুমুআ হচ্ছিল, জুমআর নামাযের সময়ে আমাদের মসজিদেও বোমা বিস্ফোরণ হয়, খুব সম্ভব আত্মঘাতী বোমা হামলা ছিল। যাহোক কয়েকজন আহমদী আহত হয়েছেন, পুরো রিপোর্ট পরে আসবে। আল্লাহ্ তা'লা আহতদের নিরাপদ রাখুন, এটি যেন প্রাণহারী না হয়। আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই তাদের আরোগ্য দান করুন। যাহোক, এই হিংসা এবং বিরোধিতা আহমদীয়াতের উন্নতি দেখে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে, এটি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু একই সাথে খোদার নিয়তি যে সিদ্ধান্ত করে রেখেছে তা অবশ্যই জয়যুক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ্। জামাত উন্নতি করছে আর ইনশাআল্লাহ্ করে যাবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে যার অর্থ একাধিক , আমরা এর কোন একটি বিশেষ অর্থ করতে পারি না। আমরা জানি না এটি কখন কীভাবে পূর্ণ হবে আর সেই ইলহাম হলো "লঙ্গর উঠা দো" এই লঙ্গর বলতে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন, যদি নৌকার সাথে সম্পৃক্ত লঙর বা নোঙর বুঝানো হয় অর্থাৎ পানিতে নৌকা বা জাহাজকে নোঙ্গর করার জন্য যা ব্যবহার করা হয় যদি সেই নোঙ্গর বোঝায় তাহলে অর্থ হবে, হবে বের হও আর আল্লাহ্‌র বাণী সর্বত্র প্রচার কর আর লঙ্গর বলতে যদি বাহ্যিক লঙ্গরখানা বা অতিথিশালা করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে,আগমনকারীদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, এখন লঙ্গরখানার আর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, তাই লঙ্গর প্রত্যাহার কর, মানুষকে বল, তারা নিজেরা যেন নিজেদের খাদ্যের এবং আবাসনের ব্যবস্থা করে। এই উভয় অর্থের কোন একটি আমরা স্থির করতে পারি না বা নির্ধারণ করতে পারি না আর সময়ও নির্ধারণ করতে পারি না যে, এটি কোন সময় হবে। যাহোক যতদিন অতিথিদের আতিথেয়তা মানুষের জন্য সম্ভবপর ততদিন নির্দেশ হল "ওয়াস্‌সে মাকানাকা" তুমি তোমার গৃহ সম্প্রসারিত কর। আর অতিথিদের জন্য জায়গা কর। অতএব এরজন্য অন্ততঃপক্ষে কাদিয়ানে বা যে যে স্থানে জামাতের জন্য সম্ভব তাদের অতিথিদের আবাসনের স্থায়ী এবং অস্থায়ী ব্যবস্থা থাকা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহাম "ওয়াস্‌সে মাকানাকা"র অধীনে আবাসনের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও কাদিয়ানে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ব্যাপকতা আসছে, নতুন নতুন অতিথিশালা হচ্ছে এবং জায়গা প্রস্তুত রয়েছে, অতিথিদের যথাসাধ্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের চেষ্টা করা হয়। যাহোক ঘরের সুযোগ-সুবিধা দেয়াতো সম্ভব নয় তাই অতিথিদেরও এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, যতটা সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে এর ভেতর থেকেই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে জলসায় আসার যে মূল উদ্দেশ্য আছে তা লাভের চেষ্টা করুন আর শুধুমাত্র আতিথেয়তা বা আবাসনের সুযোগ-সুবিধার দিকে চেয়ে থাকবেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আরো একটি ইলহাম এবং ইচ্ছার কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে, জামাতের সেসব বন্ধু যাদের জন্য জলসায় আসা সম্ভব তাদের একত্রিত হওয়া উচিত, আল্লাহ্ তা'লার যিক্‌র শোনার এবং শোনানোর জন্য যেন একত্রিত হন, যার ব্যবস্থা এদিনগুলোতে এখানে নেয়া হয়। তিনি বলেন, আমাদের দেশে যাতায়াত বা পরিবহন ব্যবস্থা এতটা উন্নত নয় যতটা ইউরোপে সহজসাধ্য। ভারতের বাহিরে অনেক দেশে এসব উপকরণে আরো অধিক অপ্রতুলতা রয়েছে, যেমন আফগানিস্তান, ইরান বা ভারতের বাহিরে যেসব দ্বীপ আছে সেখানে। সে যুগের নিরিখে বলেছেন, আমাদের জামাতে এখনও এমন মানুষ যোগ দেয়নি যারা

সম্পদশালী, যারা দূর-দূরান্তের দেশ থেকে যখন বিমান চলাচল সফরকে অনেক সহজসাধ্য করে তুলেছে, জলসা সালানার সময় কাদিয়ানে আসতে পারে।

এখনও অনেক সম্পদশালী নেই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অনেক স্বচ্ছল মানুষ জামাতে যোগ দিচ্ছেন। উল্লিখিত যুগের কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, যদি এমন মানুষ আমাদের জামাতে যোগ দেন তাহলে দূর-দূরান্তের মানুষের জন্য এখানে পৌঁছা কঠিন কিছু নয়, যেখানে সর্বপ্রকার ভ্রমন মাধ্যম সহজলভ্য; তাদের সর্বোচ্চ টাকা পয়সার প্রশ্ন থেকে যায়; কিন্তু এমন মানুষ আমাদের জামাতে এখনও অনেক কম বা সত্যিকার অর্থে আদৌ নেই। আজ আমরা দৃষ্টিপাত করলে দেখি যে, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে মানুষ কাদিয়ান যায়। তিনি বলেন, আমাদের জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী এখনও ভারতেই সীমাবদ্ধ আর এখনও পাক-ভারতেই তাদের বসবাস। তাদের বেশিরভাগ পুরুষ যারা বার্ষিক জলসার সময় কাদিয়ান যান। তিনি বলেন, পৃথিবীতে অগণিত মানুষ এমনও আছে যারা উন্নতি আরম্ভ হলে ঔদাসিন্য এবং আলস্য প্রদর্শন করে, আসল ভাবার বিষয় এটিই। তারা মনে করে, জামাত অনেক বড় হয়ে গেছে। এমন লোকদেরকে আমি জানিয়ে দিতে চাই, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যার জন্য জলসা সালানার সময় কাদিয়ান যাওয়া সম্ভব, যদি এখানে আসতে সে আলস্য দেখায় তাহলে এর আবশ্যকীয় প্রভাব পড়বে তার প্রতিবেশীর ওপর ও সন্তান-সন্ততির ওপর।

আমি দেখেছি যারা বছরে একবারও বার্ষিক জলসা সময় কাদিয়ান আসে, পরিবার পরিজনকে সাথে নিয়ে আসে, তাদের সন্তান-সন্ততির মাঝে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদিও সেসব শিশু-কিশোর আহমদীয়াতের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত থাকে না কিন্তু পিতামাতাকে তারা অবশ্যই বলে, আব্বা আমাদেরকে কাদিয়ান ভ্রমণের জন্য নিয়ে চল, এভাবে শৈশবেই তাদের হৃদয়ে আহমদীয়াত দৃঢ়তার সাথে গ্রথিত হয়, অবশেষে বড় হয়ে আহমদীয়াতের অসাধারণ দৃষ্টান্ত তুলে ধরার সামর্থ অর্জন করে। এছাড়া বাচ্চাদের মন-মস্তিষ্কের বা মন- মানসিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বার্ষিক জলসার জনসমাবেশ অসাধারণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। শিশুরা অভিনব বিষয় ও জনসমাবেশের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। বার্ষিক জলসা এসে শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানই দেখে না বরং তার প্রকৃতির নতুনত্বের সন্ধানের দৃষ্টিকোণ থেকেও সে উপভোগ করে আর তার জন্য এটি আকর্ষণীয় এবং স্মরণীয় দৃশ্য হয়ে যায়। যারা কাদিয়ান যেতে পারে, যাদের সাধ্য-সামর্থ আছে তাদের যাওয়া উচিত, তবে, দেশীয় জলসায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করা উচিত।

তিনি বলেন, যে পিতা জলসায় আসেন তারা তাদের সন্তানদের হৃদয়ে এখানে আসার প্রেরণা সঞ্চার করেন আর অনেক সময় সন্তানের পীড়াপীড়ি বাচ্চাকে জলসা সালানায় নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়। এরপর সেই দ্বিতীয় পদক্ষেপ উঠে যার কথা আমি উল্লেখ করেছি। অতএব এ দিনগুলোতে এমন কোন কারণে কাদিয়ান যাওয়াকে উপেক্ষা করা যা বাদ দিলেও চলে, এটি শুধু একটি নির্দেশের অবাধ্যতাই নয় বরং সন্তান-সন্ততির ওপরও যুলুম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যে নির্দেশ রয়েছে জলসায় আস, শুধু এরই অবাধ্যতা করছে না বরং সন্তান-সন্ততির ওপরও মানুষ যুলুম করছে। ভারতের আহমদীদেরকে কাদিয়ান যাওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

তিনি বলেন, সত্য কথা হলো, আমি যেমনটি বলেছি, আমাদের জামাতে এখনও সম্পদশালী মানুষ যোগদান করেনি। একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্বল্প সময়ে যাওয়ার যাতায়াতের যে ভ্রমন মাধ্যম রয়েছে তা এত ব্যয় বহুল যে, বহির্বিশ্বের আহমদীদের জন্য এ দিনগুলোতে কাদিয়ান পৌঁছা কঠিন কিন্তু যদি কোন যুগে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বড় বড় সম্পদশালী মানুষ আমাদের জামাতে যোগ দেয় বা সফরের যে ব্যয়ভার আছে তা যদি কমে যায়, সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা হস্তগত হয় তাহলে পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকে মানুষ এ সময়ে আসবে। আজ থেকে ষাট বছর পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বা বিদেশ থেকে মানুষের কাদিয়ান আসার বিষয়টি বড়ই কঠিন মনে হতো, কিন্তু আজকে আমরা এ প্রেক্ষাপটে দেখি যে, আল্লাহ্ তা'লা কত বড় অনুগ্রহ করেছেন।

যাহোক তিনি বলেন, কোন সময় আমেরিকায় যদি আমাদের সম্পদশালী মানুষ থাকে তারা যাতায়াতের জন্য টাকা খরচ করতে পারেন তাহলে হজ্জ ছাড়াও তাদের জন্য আবশ্যক হবে, তারা যেন জীবনে দু'একবার কাদিয়ানের জলসা সালানায় আসেন। আমাদের ওপর অপবাদ আরোপ করা হয়, নাঊযুবিল্লাহ্ আহমদীরা হজ্জে যায় না, এর পরিবর্তে কাদিয়ান চলে যায়। তিনি বলেন, হজ্জের পর, যাদের সামর্থ আছে তারা প্রথমে হজ্জে যাবে, এছাড়া কাদিয়ান যাওয়ারও চেষ্টা করা উচিত কেননা; কাদিয়ানে জ্ঞানের কল্যাণে সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং কেন্দ্রের আশিস বা যে বরকত আছে তাতে মানুষ আশিস মন্ডিত হয়। যদিও সেখানে এখন খিলাফত নেই কিন্তু সেই জায়গার এক আধ্যাত্মিক আবেদন রয়েছে, সেখানে গেলেই এটি অনুভূত হয়।

তিনি বলেন, আমি এই বিশ্বাস রাখি, একদিন আসবে যখন দূর-দূরান্তের মানুষ এখানে আসবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি স্বপ্ন রয়েছে, তিনি দেখেছেন, তিনি বায়ুমন্ডলে সন্তরনরত আর বলছেন, ঈসা তো পানিতে হাঁটতেন আর আমি বাতাসে সাঁতার কাটছি আর আমার খোদার কৃপা তার তুলনায় আমার ওপর বেশি, এই স্বপ্ন তিনি দেখেছেন। এই স্বপ্নের অধীনে আমি মনে করি, সে যুগ অচিরেই আসবে, যেভাবে কাদিয়ানের জলসায় টমটম গাড়ি চলার কারণে রাস্তা ক্ষয় হয়ে যেতো আর গাড়ি চলাচলে রাস্তা গর্তবহুল হয়ে যেতো অনুরূপভাবে ট্রেন মানুষকে টেনে কাদিয়ান আনে, একইভাবে কোন যুগে জলসার দিনগুলোতে কিছুদিন পর পর এই সংবাদও আসবে যে, এখনই অমুক দেশ থেকে এতটি উড়োজাহাজ এসেছে। এ কথাগুলো জগদ্বাসীর দৃষ্টিতে অভিনব মনে হলেও খোদার দৃষ্টিতে নয়। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় এখন এই দৃশ্য আমরা অহরহ দেখছি।

আমি বলেছি, পৃথিবীর ২০/২৫টি দেশের মানুষ উড়োজাহাজের মাধ্যমে কাদিয়ান এসেছেন আর কিছু এমন দেশের মানুষ, স্থানীয় মানুষ পূর্বে যাদের কথা ভাবাও যেত না যে, তারা সেখানে আসবেন। আর এটিও অসম্ভব নয় যে, কোন সময় হয়ত চার্টার ফ্লাইট চলবে, কাদিয়ানের জলসায় যোগদানের জন্য মানুষ চার্টার ফ্লাইটে

আসবে। তিনি বলেন, এটি খোদা তা'লার সিদ্ধান্ত, তিনি তাঁর ধর্মের জন্য মক্কা-মদীনার পর কাদিয়ানকে কেন্দ্র বানাতে চান। মক্কা ও মদীনা সেই দু'টো স্থান, যেই স্থানের সাথে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার সম্পর্ক আছে, তিনি ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মনিব ও অভিভাবক।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কাদিয়ানের ওপর এ দু'টি স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কিন্তু মক্কা এবং মদীনার পর যেই স্থানকে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর হিদায়াতের কেন্দ্র আখ্যা দিয়েছেন সেটি তাই যা মহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি-প্রতিচ্ছায়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আপন নিবাস আর যা এখন ধর্ম-প্রচারের একমাত্র কেন্দ্র। আমাকে আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, আজকাল মক্কা এবং মদীনা যা কোন সময় বরকতমন্ডিত স্থান হওয়ার পাশাপাশি তবলীগেরও কেন্দ্র ছিল, আজকে সেখানকার মানুষ এই দায়িত্ব ভুলে বসেছে কিন্তু এই অবস্থা সবসময় বিরাজ করবে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'লা এসব অঞ্চলে অর্থাৎ আরব দেশসমূহে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠা করলে তখন এই পবিত্র স্থান অর্থাৎ মক্কা এবং মদীনাও তাদের প্রকৃত সম্মান ফিরে পাবে, প্রকৃত মর্যাদা ফিরে পাবে।

জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি নসীহত খুবই প্রণিধানযোগ্য। মানুষ কাদিয়ানে বসে শুনছেন, পৃথিবীর অন্যত্রও শুনতে পাচ্ছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন, খোদার এই কৃতজ্ঞতার পর সব বন্ধু যারা এখানে সমবেত আছেন তাদের নসীহত করছি, প্রত্যেক সেই বিষয় বা বস্তু যা আনন্দের কারণ তার সাথে কষ্টও সহাবস্থান করে, ফুলের সাথে কাঁটাও থাকে, অনুরূপভাবে উন্নতির সাথে হিংসা এবং বিদ্বেষ আর সম্মান ও উন্নতির সাথে অবনতিও থেকে থাকে। এক কথায় যে বস্তু ভাল এবং উন্নত মানের হয়ে থাকে তা হস্তগত করার পথে কিছু বিরোধী শক্তিও বাধ সাধে, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি। আসল কথা হলো, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতার যোগ্যতাই রাখে না যতক্ষণ সে সমস্যা এবং কষ্ট সহ্য না করবে। এ কারণেই নবীদের জামাতকে কিছু না কিছু কষ্ট সহ্য করতে হয়। কোন সময় এমন পরীক্ষা তাদের ওপর আসে যে, দুর্বল এবং অপরিপক্ক ঈমানের মানুষ মুরতাদ হয়ে যায় আর কোন কোন সময় মানুষ ছোট ছোট কষ্টের সম্মুখীন হয়ে থাকে; কিন্তু কিছু দুর্বল ঈমানের মানুষ এর ফলেও হোঁচট খায়।

তিনি বলেন, আমার মনে আছে, পূর্বেও একবার আমি একথা উল্লেখ করেছি, কাদিয়ানে একবার পেশাওয়ার থেকে একজন অতিথি এসেছিলেন, সে যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মাগরিবের নামাযের পর মসজিদে বসতেন, অতিথিরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করত আর যেমনটি আমি বলেছি, নবীদের সাথে তাদের অনুসারীদের গভীর ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সম্পর্ক থাকে। নবীদের দেখে আর কিছুই তাদের চোখে পড়ে না, তারা অন্য কোন বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। যেভাবে আমাদের মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেবের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, জলসার দিনগুলোতে একবার যখন হযরত সাহেব বাইরে আসেন তার চতুষ্পার্শ্বে বহু মানুষ সমবেত হয়, ভিড় জমে যায়, সেই ভিড়ে এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে করমর্দন করে আর সেখান থেকে বের হয়ে সাথীকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি মোসাফাহ্ করেছো বা করমর্দন করেছো? এর কথা পূর্বেই এসে গেছে। সেই ব্যক্তি বলে, এত ভিড়ে সুযোগ পাওয়া কীভাবে সম্ভব হতে পারে? তিনি বলেন, যেভাবে পার করমর্দন কর, তোমার শরীরের প্রতিটি হাড়গোড়ও যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মোসাফাহ্ কর, এই সুযোগ প্রতিদিন আসে না, সেই ব্যক্তি যায় এবং করমর্দন করে আসে। এক কথায় নবীকে দেখে মানুষের হৃদয়ে একপ্রকার গভীর আবেগ ও উচ্ছাসের সৃষ্টি হয় আর এই আবেগ এত ব্যাপক হয়ে থাকে যে, নবীর সেবকদেরকে দেখেও অনেক সময় এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন নামাযের পর মসজিদে আসন গ্রহণ করতেন তখন মানুষ তাঁর সবচেয়ে কাছে বসার জন্য ছুটে আসত, যদিও তখন মানুষের সংখ্যা কমই ছিল। তা সত্ত্বেও সবাই এটিই চাইতো যে, আমি হুযূরের সবচেয়ে কাছে বসব। এক ব্যক্তির ভাগ্যে বা অদৃষ্টে যেহেতু পরীক্ষা ছিল তাই সে একথা বুঝে উঠতে পারেনি যে, আমি কার বৈঠকে এসেছি, এই ব্যক্তি পেশোয়ার থেকে এসেছিল। সে এসে সুন্নত পড়া আরম্ভ করে, এত দীর্ঘ সুন্নত পড়ে যে, প্রথমে কিছুক্ষণ মানুষ তার অপেক্ষা করতে থাকে কিন্তু অপেক্ষমানরা যখন দেখলো, অন্যরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আর সবচেয়ে নিকটের স্থান দখল হয়ে যাচ্ছে তখন তারাও দ্রুত এগিয়ে এসে হুযূরের কাছে গিয়ে বসে পড়ে কিন্তু দ্রুত গতিতে আসার কারণে কারো কুনুই তার গায়ে লাগে যে সুন্নত পড়ছিল, এতে সে খুব ক্ষেপে যায় এবং বলতে আরম্ভ করে, অদ্ভুত নবী এবং মসীহ্ মাওউদ বটে যার বৈঠকে যারা নামাযীদের এভাবে কুনুই মারা হয় । এই সামান্য বিষয়ের কারণে মুরতাদ হয়ে সে সেখানে থেকে চলে যায়। এক কথায় যে বিষয় ঈমানের উন্নতির কারণ হতে পারে তা তার জন্য পতন ডেকে আনে আর তার দৃষ্টান্ত সেই জামাতের উপমার ন্যায় যে জামাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সত্যিকার আলো আসলে সেই জামাতের জ্যোতি বা আলো হারিয়ে যায়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, কাদিয়ান আগমনকারীদের এবং জলসায় আগমনকারীদের আমি নসীহত করবো, মানুষের ভিড় এবং কর্মীর স্বল্পতার কারণে যদি কোন কষ্ট হয় তাহলে আপনারা হোঁচট খাবেন না বা চিন্তামগ্ন হবেন না। এই নসীহত সব সময় স্মরণ রাখা উচিত, এখানে জলসা হোক বা অন্য কোন স্থানে। যাহোক অতিথি সেবা করা সকল অর্থে আতিথেয়তার চেষ্টা করেন কিন্তু এরপরও ত্রুটি থেকে যায়। আমি যেমনটি বলেছি, আজও কাদিয়ানে আগমনকারী বা যেখানেই কেউ জলসায় যায়, স্মরণ রাখবেন, ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে কষ্ট হলেও সানন্দে সহ্য করুন, সেটি যেন ঈমানের দৃষ্টিকোন থেকে আপনার জন্য স্খলন ডেকে না আনে। কাদিয়ানের এবং অন্যান্য জলসায় অংশগ্রহণকারীরা যেন খোদার কৃপা এবং আশিসের মাঝে সময় অতিবাহিত করে আর প্রতিটি জলসা যেন খোদার ফযল এবং আশিসবারি নিয়ে আসে আর অংশগ্রহণকারী সকলেই যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দোয়ার উত্তরাধিকারী হয় আর নিজেরাও এদিনগুলো যেন দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করে।

আর আমি যেভাবে বলেছি, রাশিয়ার কিরগিস্তানে আমাদের একজন আহমদীকে শহীদ করা হয় যার নাম হলো ইউনুস

আব্দুল জলিলোফ, ২২শে ডিসেম্বর ৮-৫০ মিনিটে কিরগিস্তানের পূর্বে অবস্থিত গ্রাম কাশগারকিস্তাকে দু'ব্যক্তি তার ওপর গুলি বর্ষণ করে ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাঁর ঘরের বাইরে ইউনুস সাহেব এক প্রতিবেশীর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন, গাড়ীতে দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় মানুষ আসে ইউনুস সাহেবকে লক্ষ করে ১২টি ফায়ার করে, সাতটি বুলেট শরীর ভেদ করে বেরিয়ে যায়, আর দু'টো বুলেট শরীরের ভেতরেই থেকে যায়, আক্রমণকারীরা ইউনুস সাহেবের সাথে দাঁড়ানো প্রতিবেশীকে কিছুই বলেনি শুধু ইউনুস সাহেবকে লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়। যাহোক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তার পিতা এবং ভাই অ-আহমদী। তার আত্মীয়স্বজন কোন পরিচিত মৌলভী দ্বারা জানাযা পড়িয়েছে। তখন পর্যন্ত আহমদীরা সেখানে পৌঁছতে পারেনি, যাহোক মৌলভী কোন ভদ্র মানুষ ছিল, সে একথাও বলেছে যে, এই মৃত্যু খুবই হৃদয় বিদারক। আমরা সবাই আল্লাহ্ তা'লার বান্দা আর এভাবে আল্লাহ্‌র কোন বান্দাকে হত্যা করা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। পরে আহমদীরা সেখানে পৌঁছে এবং তার ঘরেই আহমদীরা গায়েবানা জানাযা পড়ে। আশঙ্কা ছিল, আহমদী হওয়ার কারণে মৌলভীরা হৈ চৈ করবে, কিছুটা হলেও বিরোধিতা ছিল কিরগিস্তানে, আশঙ্কা ছিল দাফন করতে দিবে না কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানে দাফনের কাজও সমাপ্ত হয়েছে। সেখানকার অপরাধ তদন্তকারী বিভাগ বা পুলিশের কর্মীরা আসে এবং জামাতের কোন কোন সদস্যকে তাদের অফিসে নিয়ে যায়, তাদেরকে পুরো তথ্য সরবারহ করা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এটি শুনে তারা আশ্চর্য হয়, আমরা তো আপনাদের সম্পর্কে ভিন্ন কিছু শুনে রেখেছিলাম। তারা প্রতিশ্রুতি দেন, যা কিছু করা সম্ভব হয় এই সত্যকে সামনে আনার জন্য আমরা করব, পুলিশ চেষ্টাও করেছে আর দুই হত্যাকারীকে তারা কিছুক্ষণ পর গ্রেফতারও করেছে। আর যে বিষয় সামনে এসেছে তাহলো, সিরিয়ার লোকদের সাথেই তাদের যোগসূত্র। তারা বলেছে, আমাদের এক ব্যক্তি যে এখান থেকে সিরিয়া গিয়েছিল সে ফিরে এসেছে এবং বলেছে চার ব্যক্তি, অর্থাৎ চারজন আহমদীকে হত্যা করতে হবে। প্রথমে একজন আহমদীকে ছুরিকাঘাত করা হয়, রড দিয়ে পিটানো হয়, তার হাড় ভেঙ্গেছে, আহত হন, মৃতপ্রায় ফেলে চলে যায় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ফযল করেছেন। দু'তিন মাস বা ছয় মাস পূর্বের কথা এটি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরোগ্য দান করেছেন, এখন তিনি ভালো আছেন। কিন্তু এখানে এরা তাকে শহীদ করতে সফল হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

যাহোক পুলিশ গ্রেফতারের চেষ্টা করছে। এদের সবাই সমুচিত শাস্তি পাবে আল্লাহ্‌র কাছে আমার এই দোয়াই থাকবে। স্থানীয় আহমদীদের যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে, তারা লিখে পাঠিয়েছেন, ইউনুস সাহেবের এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কারণে কাশগার জামাত দুঃখে ভারাক্রান্ত কিন্তু তারা লিখেছেন, আমরা কোন কিছুকে ভয় করি না, এই শাহাদাতের পরও আমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমনকারী বা আগত মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর বাণীর প্রচার কাজ অব্যাহত রাখব। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তারা ঈমানের দিক থেকে খুবই দৃঢ়। ইউনুস সাহেব আব্দুল জলীলোফ ১৯৭৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেন, ২০০৮ সনে তিনি বয়আত করেন।

তিনি এদেশের প্রাথমিক আহমদীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে অনেক বিরোধিতা হয় কিন্তু তিনি আহমদীয়াতের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বয়আতের পর তার জীবনে অসাধারণ আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আসে। সব সময় ধর্মীয় জ্ঞানের সন্ধানে রত থাকতেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুবাল্লিগদের সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখতেন। যখনই ধর্মের নতুন কোন কথা শিখার সুযোগ পেতেন খুবই আনন্দিত হতেন। পাঁচ বেলার নামায বাজামাত পড়তেন। শাহাদতের সময়ও নিজ জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্বপালন করছিলেন। জামাতের খুবই সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। তিনি শোকসন্তপ্ত পরীবারের সদস্য হিসেবে স্ত্রী, তিন কন্যা এবং একজন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। বড় মেয়ের বয়স ৯ বছর, দ্বিতীয় মেয়ের বয়স ৬ বছর, তৃতীয় মেয়ের বয়স ৩ বছর আর সবচেয়ে ছোট ছেলের বয়স মাত্র ৩ মাস।

আমাদের এমন একজন মুবাল্লিগ যিনি সেখানে কাজ করেছেন; তিনি লিখেন, ইউনুস সাহেব তার পরিবারে একমাত্র আহমদী ছিলেন, পরে তার স্ত্রীও বয়আত করেছেন। সর্বজনপ্রিয় এবং নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, সব সময় মুখে হাসি লেগে থাকত, প্রশস্তচিত্ত এবং মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, ধর্ম শিখা এবং তবলীগের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। নামায পড়তেন বিগলিত চিত্তে। স্থানীয় জামাতের উন্নতি নিয়ে সব সময় চিন্তিত থাকতেন আর এজন্য অনেক দোয়াও করতেন। জামাতের প্রতিনিধি এবং মুবাল্লিগদের সাথে গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্মানের আচরণ করতেন। সবার সাথে গভীর ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল। আইনি জটিলতার কারণে সেখান কোন কোন মুবাল্লিগকে ফিরে যেতে হলে তিনি খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত হন, মুবাল্লিগ চলে যাচ্ছে। রাশিয়ার মাটিতে (পূর্বে রাশিয়া ছিল এখন কিরগিযিস্তান) ইসলাম এবং আহমদীয়াতের খাতিরে রক্তের নযরানা পেশকারী প্রথম আহমদী শহীদ।

আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার রক্তের প্রতিটি বিন্দু অগণিত পুণ্য প্রকৃতির এবং নেক প্রকৃতির মানুষকে জামাতভুক্ত করার কারণ হোক।

আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততির হাফেয এবং নাসের হোন এবং তাদেরকে ঈমান এবং বিশ্বাসে উত্তরোত্তর উন্নতি দিন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

**কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।**

(১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালের পাক্ষিক আহমদী থেকে পুনর্মূদ্রিত)

# জুমুআর খুতবা

## ‘খাতামান্নাবীঈন’-এর প্রকৃত তাৎপর্য

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে ১৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

(সূরা আল্ আহযাব: ৪১) এ আয়াতের অনুবাদ হলো, মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্‌র নবী এবং খাতামান নবীঈন আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

পাকিস্তানে বিভিন্ন সময় কোন না কোন অজুহাতে আহমদীদের বিরুদ্ধে রাজনীতিবিদ এবং আলেম সমাজ বিষোদগার করে থাকে। তাদের মতে এটি হচ্ছে,জাতিকে নিজেদের পিছনে চালানো ও তাদের সমমনা বানানোর এবং খ্যাতি অর্জনের সবচেয়ে সহজ পন্থা। আর মুসলমানদের উত্তেজিত করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো,‘খতমে নবুয়্যত’-এর অস্ত্র। অতএব যখনই কোন রাজনৈতিক দল দুর্বল

হতে থাকে, যখনই কোন রাজনীতিবিদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে আর নামসর্বস্ব ধর্মীয় সংগঠনগুলো যখন রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা লাভ করতে চায় এবং অন্যান্য সংগঠন, রাজনৈতিক দল বা অন্য কোন রাজনীতিবিদকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় তখন আহমদীদের সাথে তাদের সম্পৃক্ত করে বলে, দেখ! কত বড় অন্যায় হচ্ছে। বিদেশী শক্তির প্রভাবে এরা আহমদীদেরকে মূলধারার (Main Stream) মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করতে চায় বা করছে। অথচ তাদের ধারণা অনুসারে আহমদীরা খতমে নবুয়্যত মানে না। এই নামধারী ইসলাম প্রেমিরা দাবি করে যে, রসূলের সম্মানে আমরা কোন ধরনের আঁচ আসতে দিব না আর কখনো এমন অন্যায় হতে দিব না। আহমদীদের মুসলমান হিসেবে গণ্য করা– এটি কত বড় অন্যায়! একই সাথে তারা একথাও বলে যে, এজন্য আমরা আমাদের প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত আছি। প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় দল ক্ষমতাসীন হলেও, কালক্ষেপণ না করে তাদের প্রতিনিধি সংসদে দাঁড়িয়ে বিবৃতি দেয় যে, আহমদীদেরকে কোন অধিকার দেয়ার প্রশ্নই উঠে না, বরং একজন পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে, তা তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকই হোক না কেন, অল্পবিস্তর যৎকিঞ্চিৎ অধিকারই তারা পাচ্ছে, আর তাও হরণ করার দাবী উত্থাপন করবে। সবারই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে। কিন্তু কোন প্রকার সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও আহমদীদেরকে এতে জড়ানো হয়। কেননা এটি হলো সবচেয়ে সহজ কাজ। সরকারী বা বিরোধী দলীয় সাংসদরা সংসদে প্রতিযোগিতামূলকভাবে আহমদীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে।

সম্প্রতি পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দল বা ক্ষমতাসীনরা আইনের ধারায় নিজেদের স্বার্থে যে শাব্দিক পরিবর্তন করছিল, এ ক্ষেত্রেও আমরা এসব কিছুই দেখেছি। পাকিস্তানে সম্প্রতি খুব হইচই হয়েছে আর প্রচারমাধ্যমের সুবাদে এসব কিছু পৃথিবীর সামনে উঠে এসেছে, তাই এ সম্পর্কে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

আহমদীয়া জামা'তের যতটুকু সম্পর্ক আছে তা হলো, আমরা কোন বিদেশী শক্তিকে কখনো বলিনি যে, পাকিস্তানি আইনে পরিবর্তন এনে আইনের দৃষ্টিতে আমাদেরকে মুসলমান বানানো হোক আর আমরা পাকিস্তানি কোন সরকারের কাছেও কখনো এর ভিক্ষাও চাই নি। কোন সংসদ বা সরকারের কাছে মুসলমান আখ্যায়িত হওয়ার জন্য আমাদের কোন সনদ বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। আমাদের দাবি হলো আমরা মুসলমান। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) আমাদেরকে মুসলমান আখ্যায়িত করেছেন, তাই আমরা মুসলমান। আমরা–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

কলেমা পাঠকারী। আমরা ইসলামের সকল রুকন এবং ঈমানের সকল স্তম্ভে বিশ্বাস রাখি। আমরা পবিত্র কুরআনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আর মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানি। যেমনটি কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন আর যে আয়াতটি আমি এখনই পাঠ করেছি। আমরা অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে এ কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান নবীঈন। বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পরিষ্কার করে সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় এটি স্পষ্ট করেছেন, যে ব্যক্তি খতমে নবুয়্যত মানে না আমি তাকে বেদ্বীন এবং ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত মনে করি। সে আহমদীও নয় আর মুসলমানও নয়। অতএব আমাদের বিরুদ্ধে যে হইচই করা হয় আর এই মর্মে যে অপবাদ আমাদের প্রতি আরোপ করা হয় যে, আমরা খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাসী না এবং নাউযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন হিসেবে মানি না, এটি নিতান্তই এক হীন এবং ঘৃণ্য অপবাদ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির যুগ থেকেই আহমদীয়া জামা'তের এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ওপর এই অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে। আর বিভিন্ন সময় এ বিষয়ে তাদের উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে থাকে। আর যেমনটি আমি বলেছি, বিভিন্ন সময়ে যখনই স্বার্থসিদ্ধি করতে হয় তখন এ বিষয়ে এসব লোকের ভেতর উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর এক খুতবায় একবার বলেছিলেন, আমাদের প্রতি যে অপবাদ আরোপ করা হয় এটিকে মিথ্যা প্রমাণ করতে গিয়ে যখন আমরা বলি যে, আমরা কীভাবে খতমে নবুয়্যতের অস্বীকারকারী হতে পারি? আমরা তো কুরআন পড়ি আর কুরআনের দৃঢ়বিশ্বাস ও ঈমান রাখি। আর কুরআন মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন আখ্যা দেয়। তখন অ-আহমদী আলেমরা এই আপত্তি উত্থাপন করে এবং জনসাধারণকেও তারা এ পাঠই দিয়েছে আর আজও এই আপত্তিই করা হয় বরং যোগাযোগের সুবিধার কারণে প্রচার মাধ্যমের সুবাদে অন্যান্য দেশের আলেম সমাজও পাকিস্তানি এসব নামধারী আলেমের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বলে বসে, নাউযুবিল্লাহ্! আহমদীরা পবিত্র কুরআনও মানে না। মির্যা সাহেবের ইলহামকেই তারা কুরআনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করে। (খুতবাতে মাহমুদ (রা.), ৪ নভেম্বর, ১৯৫৫ সনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, ৩৬তম খণ্ড, পৃ. ২২২-২২৩)

অথচ অনেক আরব আহমদী সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর যখন বয়আত করে আহমদীয়াতভুক্ত হয় তখন তারা একথাই বলে যে, আমরা যখন আমাদের আলেমদের জিজ্ঞেস করি, আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে তাদের মতামত কী? তখন তারা এ ধরনের কথাই শোনায় যে, আহমদীরা পবিত্র কুরআন মানে না, এরা এক পৃথক কুরআন এবং কিতাব বানিয়ে রেখেছে। এরা মহানবী (সা.)-কে শেষ নবী মানে না বরং মির্যা সাহেবকে শেষ নবী মানে। এদের হজ্জ ভিন্ন, এরা হজ্জ করে না, এদের ক্বিবলা ভিন্ন, এরা কাবা ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়ে না। তারা আরো বলেন (অর্থাৎ আরব আহমদীরা), আমরা যখন খতিয়ে দেখি তখন আমাদের সামনে এসব আলেমের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায়। অ-আহমদী মৌলভীদের এসব মিথ্যাচার ও আহমদীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ শত শত মানুষের জন্য আহমদীয়াত গ্রহণের কারণ হয়ে যায়। অতএব মৌলভীরা মিথ্যা বলে এক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের তবলীগই করছে।

এটি কীভাবে হতে পারে যে, আমরা কুরআন মানব না আর মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন হিসেবে বিশ্বাস করব না? যেখানে স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন ইলহাম কুরআনকে আল্লাহ্‌র কিতাব আখ্যা দেয়, একে সকল কল্যাণের উৎস আখ্যায়িত করে এবং মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন বলে। যেমন পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তাঁর একটি ইলহাম হলো, الخير كله في القران অর্থাৎ সকল

**পাকিস্তানে বিভিন্ন সময় কোন না কোন অজুহাতে আহমদীদের বিরুদ্ধে রাজনীতিবিদ এবং আলেম সমাজ বিষোদগার করে থাকে। তাদের মতে এটি হচ্ছে জাতিকে নিজেদের পিছনে চালানো ও তাদের সমমনা বানানোর এবং খ্যাতি অর্জনের সবচেয়ে সহজ পন্থা। আর মুসলমানদের উত্তেজিত করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো, 'খতমে নবুয়্যত'-এর অস্ত্র। অতএব যখনই কোন রাজনৈতিক দল দুর্বল হতে থাকে, যখনই কোন রাজনীতিবিদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে আর নামসর্বস্ব ধর্মীয় সংগঠনগুলো যখন রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা লাভ করতে চায় এবং অন্যান্য সংগঠন, রাজনৈতিক দল বা অন্য কোন রাজনীতিবিদকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় তখন আহমদীদের সাথে তাদের সম্পৃক্ত করে বলে, দেখ! কত বড় অন্যায় হচ্ছে। বিদেশী শক্তির প্রভাবে এরা আহমদীদেরকে মূলধারার (Main Stream) মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করতে চায় বা করছে। অথচ তাদের ধারণা অনুসারে আহমদীরা খতমে নবুয়্যত মানে না।**

কল্যাণ কুরআনেই নিহিত। (আনজামে আথম, রূহানী খাযায়েন, ১১তম খণ্ড, পৃ: ৫৭) অনুরূপভাবে তিনি (আ.) একথাও বলেছেন, কুরআনকে যে সম্মান দিবে সে আকাশে বা ঊর্ধ্বলোকে সম্মান লাভ করবে। (কিশতিয়ে নূহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১৩)

তিনি কোথাও বলেন নি যে, আমার ইলহামগুলোকে সম্মান কর। তাঁর ইলহামসমূহ্ কুরআনের সেবক, এগুলোর স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা নেই। আমাদের যে কল্যাণই সন্ধান করতে হয়, যে হিদায়াতই অন্বেষণ করতে হয় এবং সমাজের যে কোন বিষয়ে নির্দেশনা নিতে হয়, তা আমরা পবিত্র কুরআন থেকেই নিয়ে থাকি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনেক ইলহামও এসব বিষয়কে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার করে। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর খাতামান নবীঈন হওয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলীও রয়েছে। এছাড়া একটি ইলহামও রয়েছে যাতে খাতামান নবীঈন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেই ইলহামটি হলো, 'সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলে মুহাম্মাদীন সাইয়্যেদে উলদে আদামা ওয়া খাতামিন নাবীঈন' অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধরদের প্রতি দরূদ প্রেরণ কর, যিনি আদম-সন্তানদের নেতা খাতামুল আম্বিয়া (সা.)। (বারাহীনে আহমদীয়া- ৪র্থ খণ্ড, রূহানী খাযায়েন-১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯৭ এর টীকা)

আর এই ইলহামটি বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রতি দু'তিন বার অবতীর্ণ হয়েছে। আরো একটি ইলহাম রয়েছে আর তাহলো, 'কুল্লু বারাকাতিম মিন মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'। অর্থাৎ সকল কল্যাণ মুহাম্মদ (সা.) থেকে উৎসারিত। (হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন-২২তম খণ্ড, পৃ: ৭৩)

পুনরায় তিনি তাঁর পুস্তিকা তাজাল্লিয়াতে ইলাহীয়া'য় লিখেন, "আমি যদি মহানবী (সা.)-এর উম্মতি না হতাম আর তাঁর (সা.) অনুসরণ না করতাম তাহলে আমার নেককর্ম পৃথিবীর সকল পর্বত-সমান হলেও আমি বাক্যালাপ ও কথোপকথোনের এই সম্মান লাভ করতাম না। কেননা, এখন মুহাম্মদী নবুয়্যত ব্যতিরেকে সকল নবুয়্যতের দ্বার রুদ্ধ।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহীয়া, রূহানী খাযায়েন-২০তম খণ্ড, পৃ: ৪১১-৪১২)

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর অধীনস্থ এবং তাঁর সব ইলহামও কুরআনের অধীনস্থ আর কুরআনের ব্যাখ্যা মাত্র।

আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামগুলোকে নাউযুবিল্লাহ্ কুরআনের চেয়ে শ্রেষ্ঠই জ্ঞান করতাম তাহলে আমরা অর্থ ব্যয় করে এবং আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে বিশ্বব্যাপী কুরআনের অনুবাদ প্রচার করতাম না বরং এর পরিবর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামগুলো প্রচার করতাম। এখন পর্যন্ত ৭৫টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের পুরো অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে আর আরো কয়েকটি ভাষায় অনুবাদকর্ম হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই তা প্রকাশিত হবে। ১১১টি ভাষায় কুরআনের নির্বাচিত আয়াতের অনুবাদ ছেপে গেছে।

বড় বড় ইসলামী রাষ্ট্র এবং অঢেল সম্পদের মালিক ধর্মীয় সংগঠনগুলো বলুক তো, তারা কতগুলো ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ছেপে প্রচার করেছে?

খাতামান নাবীঈনের প্রকৃত অর্থ আর মর্মও কেবল আমরা আহমদীরাই বুঝি আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর খাতামান নবীঈন হওয়া-সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র যে ঘোষণা রয়েছে তার প্রচার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের স্ব স্ব ভাষায় কেবল আহমদীরাই করে চলেছে। এরপরও এরা অপবাদ আরোপ করে যে, নাউযুবিল্লাহ্ আহমদীরা খতমে নবুয়্যত মানে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে খতমে নবুয়্যতের সেই মর্ম ও তত্ত্ব বুঝিয়েছেন যার ধারে কাছেও খতমে নবুয়্যতের এসব ধ্বজাধারীরা পৌঁছতে পারে না।

আমরা কি মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানি, নাকি মানি না? এ কথা পরিষ্কার করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক বৈঠকে বলেন, "স্মরণ রাখা উচিত, আমার এবং আমার জামা'তের প্রতি এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, আমরা মহানবী (সা.) কে খাতামান নবীঈন মানি না, এটি আমাদের প্রতি ডহা অপবাদ। আমরা যে দৃঢ়বিশ্বাস, তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে মহানবী (সা.)-কে খাতামুল আম্বিয়া মানি এবং বিশ্বাস করি,

**সম্প্রতি পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দল বা ক্ষমতাসীনরা আইনের ধারায় নিজেদের স্বার্থে যে শাব্দিক পরিবর্তন করছিল, এ ক্ষেত্রেও আমরা এসব কিছুই দেখেছি।**

এর লক্ষ ভাগের একভাগও অন্যরা মানে না। বরং তাদের মাঝে সেই যোগ্যতাই নেই! খাতামুল আম্বিয়ার খতমে নবুয়্যতে যে নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য নিহিত আছে তারা তা বুঝেই না। তারা পিতৃপুরুষের কাছ থেকে কেবল একটি শব্দই শুনে রেখেছে কিন্তু এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। এরা জানেনা, খতমে নবুয়্যত কাকে বলে আর এর ওপর ঈমান আনার প্রকৃত মর্ম কী। কিন্তু পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে (যা আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন) মহানবী (সা.)-কে আমরা খাতামুল আম্বিয়া হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে খতমে নবুয়্যতের পুরো অর্থ এমনভাবে স্পষ্ট করেছেন যে, এই তত্ত্বজ্ঞানের পানীয় যা আমাকে পান করানো হয়েছে তার এক বিশেষ স্বাদ আমি আস্বাদন করি। এই প্রস্রবণ থেকে যারা পান করেছে তারা ব্যতীত আর কারো পক্ষেই এটি অনুমান করা সম্ভব নয়।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪২, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

পুনরায় খতমে নবুয়্যতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,"আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সেই নবী দিয়েছেন যিনি খাতামুল মু'মিনীন, খাতামুল আরেফীন এবং খাতামুন নবীঈন (সর্বশ্রেষ্ঠ মু'মিন, শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ নবী) একইভাবে, সেই গ্রন্থ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যা সব ঐশী শিক্ষার সমাহার ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান নবীঈন আর তাঁর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যত সমাপ্ত হয়েছে। নবুয়্যত এই অর্থে সমাপ্ত হয় নি, যেভাবে কেউ গলা টিপে কাউকে শেষ করে"(বা মেরে ফেলে)। "এমন খতম বা শেষ করা গৌরবের কারণ হয় না বরং মহানবী (সা.)-এর সত্তায় নবুয়্যতের সমাপ্ত হওয়ার অর্থ হলো, স্বাভাবিকভাবে নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠ দিকগুলো তাঁর সত্তায় শেষ হয়েছে। অর্থাৎ, সেসব বহুবিধ শ্রেষ্ঠত্ব ও পরাকাষ্ঠা যা আদম থেকে আরম্ভ করে মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.) পর্যন্ত নবীদের দেয়া হয়েছে, কোন কোনটি কাউকে দেয়া হয়েছে আবার কাউকে অন্য কোনটি, আর এগুলোর সবই একীভূত করা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র সত্তায়। আর এভাবে তিনি স্বাভাবিকভাবেই খাতামান নবীঈন গণ্য হলেন। অনুরূপভাবে, সেই সমুদয় শিক্ষা" (যতশিক্ষা রয়েছে সব) "ওসীয়্যত (অর্থাৎ, তাকিদপূর্ণ নির্দেশাবলী) এবং তত্ত্বভান্ডার, যা পূর্বের বিভিন্ন পুস্তকে চলে আসছিল (যা পূর্ববতী বিভিন্ন শরীয়তে রয়েছে) "তা কুরআনী শরীয়তে পূর্ণতা লাভ করেছে আর এভাবেই পবিত্র কুরআন খাতামুল কুতুব গণ্য হলো।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৪১-৩৪২, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

অতএব, এটি সেই সত্য কথা যে সম্পর্কে আমাদের বিরোধীরা অজ্ঞ আর তারা যেসব আলেমের খপ্পরে পড়েছে, তারা নিজেদের থাবা থেকে এদের বের হতে দেয় না। এই সত্য যদি তাদের অন্ধ অনুসরণকারীরা জেনে যায় তাহলে ধর্মকে যে তারা ব্যবসা-বানিজ্যের মাধ্যম হিসেবে নিয়েছে সে ব্যবসা তাদের আর চলবে না।

এক জায়গায় তিনি (আ.) খাতামান নবীঈনের অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, "খতমে নবুয়্যত সম্পর্কে আমি আবারো বলতে চাই, খাতামুন নাবীঈন-এর প্রধান অর্থ হলো, নবুয়্যত-সংক্রান্ত বিষয়াদিকে (আল্লাহ্ তা'লা) আদম থেকে আরম্ভ করে মহানবী (সা.)-এর সত্তায় পূর্ণতা দিয়েছেন, এটি হচ্ছে মোটা ও বাহ্যিক অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ হলো, মহানবী (সা.)-এর সত্তায় নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠত্বের বৃত্ত পূর্ণতা লাভ করেছে। এটি সত্য আর পরম সত্য কথা যে, পবিত্র কুরআন অসম্পূর্ণ বিষয়াদিকে সম্পূর্ণ করেছে আর নবুয়্যত সমাপ্ত হয়ে গেছে।" [অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি অবতীর্ণ যেসব বিষয় ছিল সেগুলোর মান তত উন্নত ছিল না। পবিত্র কুরআন সেই শিক্ষাকে পরম মার্গে পৌঁছে দিয়েছে। আর তাঁর (সা.) প্রতি কুরআন শরীফরূপী সেই শরীয়ত অবতীর্ণ করা হয়েছে যার চেয়ে অধিক উৎকর্ষতায় কোন ব্যক্তি বা মানুষের জন্য পৌঁছা সম্ভবই ছিল না যেখানে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে পৌঁছেছে আর তা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং এখানে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।] তিনি (আ.) বলেন, "এজন্যই ইসলাম اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ -এর সত্যায়নকারী হয়ে গেছে ও সত্যায়নস্থল হয়ে গেছে (সূরা আল্ মায়েদা: ৪)। বস্তুত এগুলো নবুয়্যতের নিদর্শন, এগুলোর অবস্থা এবং গভীরতা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। মূলনীতি পরিস্কার ও সুস্পষ্ট আর সেগুলো প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত সত্য আখ্যায়িত হয়। এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া মু'মিনের জন্য আবশ্যক নয়, ঈমান আনা আবশ্যক। যদি কোন বিরোধী আপত্তি করে আমরা তাদের বাঁধা দিতে পারি আর সে যদি বিরত না হয় তাহলে আমরা বলতে পারি, প্রথমে নিজেদের আনুসঙ্গিক সমস্যাদির সমাধান উপস্থাপন করুক"(তাদের যেসব সমস্যা রয়েছে প্রথমে সেগুলোর প্রমাণ দিক যে, তারা কীভাবে সেগুলোর সমাধান করছে।) তিনি (আ.) বলেন, "বস্তুত নবুয়্যতের মোহর মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনাবলীর মাঝে একটি নিদর্শন" (অর্থাৎ, তাঁর খাতামান নবীঈন হওয়া তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত।) "যার প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানের জন্য আবশ্যক। (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬-২৮৭, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

অতএব, কেউ যদি খতমে নবুয়্যতে অবিশ্বাসী হয়, যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, তিনি (আ.) বলেন– এমন ব্যক্তি মুসলমানই নয়, সে ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত।

এরপর খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্যাদা, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, খতমে

**আহমদীয়া জামা'তের যতটুকু সম্পর্ক আছে তা হলো, আমরা কোন বিদেশী শক্তিকে কখনো বলিনি যে, পাকিস্তানি আইনে পরিবর্তন এনে আইনের দৃষ্টিতে আমাদেরকে মুসলমান বানানো হোক আর আমরা পাকিস্তানি কোন সরকারের কাছেও কখনো এর ভিক্ষাও চাই নি। কোন সংসদ বা সরকারের কাছে মুসলমান আখ্যায়িত হওয়ার জন্য আমাদের কোন সনদ বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। আমাদের দাবি হলো আমরা মুসলমান। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) আমাদেরকে মুসলমান আখ্যায়িত করেছেন, তাই আমরা মুসলমান। আমরা-**

**لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ**

**কলেমা পাঠকারী। আমরা ইসলামের সকল রুকন এবং ঈমানের সকল স্তম্ভে বিশ্বাস রাখি। আমরা পবিত্র কুরআনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আর মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানি।**

নবুয়্যতকে এভাবে বুঝতে পারি যে, যেখানে বা যে পর্যায়ে যুক্তিপ্রমাণ ও তত্ত্বজ্ঞানের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি ঘটে সে সীমানাকে খতমে নবুয়্যত নাম দেয়া হয়েছে। এরপর নাস্তিকদের মত ছিদ্রান্বেষণ করা অবিশ্বাসীদের কাজ। তিনি (আ.) বলেন, স্পষ্ট বিষয়াদি সব ক্ষেত্রেই থেকে থাকে। (পরিস্কার বিষয়াদী থাকে) এসব অনুধাবনের বিষয়টি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির ওপর নির্ভর করে। (মানুষের মাঝে যদি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্মীয় জ্ঞান থাকে আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি জ্যোতিও লাভ হয় তবেই এসব বিষয় বুঝা সম্ভব।) তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর আগমণের কল্যাণে ঈমান এবং তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করেছে, অন্যান্য জাতিও জ্যোতি লাভ করেছে, তবে অন্য কোন জাতি জ্যোতির্ময় ও সুস্পষ্ট শরীয়ত লাভ করে নি, যদি লাভ করতো তাহলে কি তারা আরবের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত না? [অন্যান্য জাতি পরিপূর্ণ শরীয়ত পায় নি। যেসব নবী এসেছেন তাঁরা স্ব স্ব অঞ্চলে এসেছেন। তিনি (আ.) বলেন, আরবরা যে খোদা সম্পর্কে বা ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানত না এটিই এ কথার প্রমাণ। যারা জানত এবং যাদের যোগাযোগও ছিল তারাও মানে নি। কেননা, সেগুলো সম্পূর্ণ শরীয়ত ও পূর্ণমাত্রার জ্যোতি ছিল না। পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতেযদি পূর্ণাঙ্গীন আলো বা জ্যোতি থাকত তাহলে এর প্রভাব আরবদের ওপরও পড়ত।] তিনি (আ.) বলেন, আরবদের মাঝে সেই সূর্য উদিত হয়েছে যা সকল জাতিকে আলোকিত করেছে, সকল জনপদকে স্বীয় আলোয় উদ্ভাসিত করেছে। (কিন্তু এটি কেবল হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এরই বিশেষত্ব, তিনি সেই সমুজ্জ্বল সূর্য যা সকল জাতিকে আলোকিত করেছে, সকল স্থানে, সকল প্রান্তে এবং সকল শহরে তাঁর আলো পৌঁছে গেছে। তিনি [(আ.) বলেন,)] এই গর্ব কেবল কুরআনই করতে পারে যে, তৌহিদ এবং নবুয়্যতের বিষয়ে এটি পৃথিবীর সকল ধর্মের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হতে সম্পূর্ণ সক্ষম। (একত্ববাদ এবং নবুয়্যত-সংক্রান্ত যে বিষয়াদি আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে বর্ণনা করেছেন তা এতটা যুক্তিপ্রমাণ সমৃদ্ধ যা পূর্বের কোন ধর্মকে দেয়া হয়নি। অতএব, এই হলো শরীয়ত সম্পূর্ণ হওয়ার অর্থ আর মহানবী (সা.)-এর খাতামুল আম্বিয়া আখ্যায়িত হওয়ার মর্ম)] তিনি (আ.) বলেন, এটি গর্বের বিষয় যে, মুসলমানরা এমন গ্রন্থ লাভ করেছে। যারা আক্রমণ করে এবং ইসলামের নির্দেশনা ও শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে অভ্যন্তরীণভাবে তারা পুরোপুরি অন্ধ আর কথাও বলে ঈমানহীনতার ভিত্তিতে। (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

অতএব, ইসলামই আরব থেকে যাত্রা শুরু করে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে গেছে আর আজ পর্যন্ত স্বীয় সত্যিকার শিক্ষাসহ বিশ্বের সকল প্রান্তে প্রসার লাভ করছে। আজ আহমদীয়া জামা'ত নিজেদের সমূহ শক্তি এবং উপায় ও উপকরণের মাধ্যমে একত্ববাদ ও নবুয়্যতের প্রকৃত মর্যাদাকে পৃথিবীর প্রতিটি শহর, গ্রাম এবং অলিগলিতে প্রচার করে চলেছে। অতএব, আমরাই খতমে নবুয়্যত এবং তাঁর (সা.) প্রতি অবতীর্ণ শরীয়তের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করি।

একমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মান ও যথাযোগ্য মর্যাদা সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকে পরিষ্কারভাবে অবহিত করেছেন। মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি (আ.) শুধু অবহিতই করেন নি বরং এও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর শিক্ষা এতটাই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিতযে, সেসব নবীর প্রকৃত মর্যাদা ও সত্যতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না যে, তারা সত্য ছিলেন কি-না। এটিও মহানবী (সা.)-এরই শ্রেষ্ঠত্ব যে তিনি পূর্ববর্তী নবীদের সত্যতা এবং তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, সেই শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতে পারে যা মানবীয় বৃত্তির পূর্ণ লালন-পালন ও তত্ত্বাবধান করে আর শুধুমাত্র একপাক্ষিক প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধানই করে না। ইঞ্জিলের শিক্ষা দেখ! তা কী বলে আর মানবীয় শক্তিবৃত্তি-সংক্রান্ত কী শিক্ষা দেয়? মানবীয় শক্তিবৃত্তি এবং প্রকৃতি আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক গ্রন্থ (মানুষের প্রকৃতি ও শক্তিবৃত্তি আল্লাহ্‌র গ্রন্থের ব্যবহারিক প্রকাশ) তাই, তাঁর আক্ষরিক গ্রন্থ যাকে কিতাবুল্লাহ্ (কুরআন) বলা হয় অথবা একে ঐশী শিক্ষা বলতে পার তা সার্বিক রূপ এবং গঠনের বিপরীত ও বিরোধী কীভাবে হতে পারে? (আল্লাহ্ তা'লা তাঁর উক্তি নির্ভর গ্রন্থে যে নির্দেশনা ও শিক্ষা অবতীর্ণ করেছেন তা কুরআন শরীফ আর একে কিতাবুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ বলা হয়। আর 'ফিতরতি তালীম' বা প্রকৃতিগত শিক্ষা যা সত্যিকার অর্থে মানবীয় বিভিন্ন অবস্থার নাম তা এর বিপরীত হতে পারে না। কেননা তিনি (আ.) বলেছেন, মানব প্রকৃতি এবং মানুষের শক্তিবৃত্তির অবস্থা ও ক্ষমতা খোদা

**আমরা অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে এ কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান নবীঈন। বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পরিষ্কার করে সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় এটি স্পষ্ট করেছেন, যে ব্যক্তি খতমে নবুয়্যত মানে না আমি তাকে বেদ্বীন এবং ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত মনে করি। সে আহমদীও নয় আর মুসলমানও নয়। অতএব আমাদের বিরুদ্ধে যে হইচই করা হয় আর এই মর্মে যে অপবাদ আমাদের প্রতি আরোপ করা হয় যে, আমরা খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাসী না এবং নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন হিসেবে মানি না, এটি নিতান্তই এক হীন এবং ঘৃণ্য অপবাদ।**

তা'লার ব্যবহারিক গ্রন্থ আর শরীয়ত হলো তাঁর আক্ষরিক বা উক্তিভিত্তিক গ্রন্থ।) তিনি (আ.) বলেন, একইভাবে মহানবী (সা.) যদি না আসতেন তাহলে পূর্বের নবীদের চারিত্রিক সৌন্দর্য, পথনির্দেশনা, নিদর্শনাবলী এবং পবিত্রকরণ শক্তি প্রশ্নবাণে জর্জরিত হত। কিন্তু মহানবী (সা.) এসে তাঁদের সবাইকে পবিত্র আখ্যা দিয়েছেন। (তিনি এসে সবার সত্যায়ন করেছেন) তাই তাঁর নবুয়্যতের নিদর্শনাবলী সূর্যের চেয়েও বেশি উজ্জল দেদীপ্যমান আর অগণিত ও অপরিসীম। অতএব, তাঁর নবুয়্যত বা তাঁর নবুয়্যতের নিদর্শন নিয়ে আপত্তি করা এমনই বিষয় যেভাবে সমুজ্জ্বল দিন দেখেও কোন নির্বোধ অন্ধ বলে বসে, এখনো রাতই বিরাজমান। আমি পুনরায় বলছি, অন্যান্য ধর্ম অন্ধকারেই থেকে যেত যদি আজ পর্যন্ত মহানবী (সা.) না আসতেন। ঈমান ধ্বংস হয়ে যেত এবং পৃথিবী অভিশাপ ও ঐশী আযাবে ধ্বংস হয়ে যেত। ইসলাম প্রদীপের মত সমুজ্জ্বল যা অন্যদেরকেও অমানিশা থেকে মুক্ত করেছে। তওরাত পড়লে জান্নাত ও জাহান্নামের ধারণা পাওয়াই কঠিন হয়ে যায়। ইঞ্জিলকে দেখ! এতে একত্ববাদের চিহ্নই দেখা যায় না। এখন বল, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উভয় গ্রন্থই খোদার পক্ষ থেকে ছিল আর আছে কিন্তু এথেকে কোন্ আলো লাভ হয়? প্রকৃত আলো যা পরিত্রাণের জন্য আবশ্যক তা ইসলামেই রয়েছে। একত্ববাদকেই দেখ! কুরআনের যে জায়গাই খুলবে, একে নগ্ন তরবারির ন্যায় পরিদৃষ্ট হয় যা শিরকের মূল কর্তন করছে। অনুরূপভাবে, নবুয়্যতের প্রতিটি দিক এত পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সামনে আসে যে, এর চেয়ে অধিক স্পষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮২-২৮৩, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

অতএব, এটি হলো খতমে নবুয়্যত-সংক্রান্ত সেই ব্যুৎপত্তি যা তিনি আমাদের দিয়েছেন। বর্তমান সময়ের আলেমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করছে ঠিকই, কিন্তু অন্যান্য ধর্মকে তাদের প্রকৃত চেহারা দেখিয়ে তাদের দুর্বলতা তাদের সামনে তুলে ধরে মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সাহস তাদের নেই। এ-কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তরবীয়ত ও সুশিক্ষার কল্যাণে আহমদীয়া জামা'তই করে যাচ্ছে কিন্তু তাসত্ত্বেও এদের দৃষ্টিতে আমরা কাফির আর তারা মু'মিন।

স্বীয় দাবির স্বরূপ স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) তাঁর এক পুস্তকে বলেন,এমন দুর্ভাগাপ্রতারক যে নিজে নবী এবং রসূল হওয়ার দাবি করে, সে কি কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী হতে পারে? আর এমন ব্যক্তি যে কুরআনে বিশ্বাসী এবং এ আয়াত–

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

-কে আল্লাহ্‌র বাণী হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, সে কি বলতে পারে, মহানবী (সা.)-এর পর আমিও রসূল এবং নবী? ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির স্মরণ রাখা উচিত, এই অধম কখনো আর কোন সময় আক্ষরিক অর্থে স্বতন্ত্র নবী ও রসূল হওয়ার দাবি করে নি। রূপকভাবে কোন শব্দ ব্যবহার করা এবং অভিধানের সাধারণ অর্থের দিক থেকে আলাপ-আলোচনায় তা ব্যবহার করা আবশ্যকীয়ভাবে কুফর বা অস্বীকার করা নয় (অর্থাৎ, তাকে কাফির বানায় না।) কিন্তু আমি এটিও পছন্দ করি না। কেননা, এতে সাধারণ মুসলমানের প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তথাপি সেই কথোপকথোন ও বাক্যালাপ যা মহাসম্মানিত খোদার আমার সাথে হয়েছে, যাতে নবুয়্যত ও রিসালত শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার কারণে সেগুলোকে আমি গোপন করতে পারি না। (আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বলেছেন তাই আমি তা গোপন করতে পারি না।) কিন্তু বার বার বলছি, সেসব ইলহামে 'মুরসাল', 'রসূল' এবং 'নবী'-সংক্রান্ত যে শব্দ আমার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা বস্তুত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অর্থে নয়। আর সত্যিকার মর্ম, সত্যের ভিত্তিতে আমি যার সাক্ষ্য দিচ্ছি তাহলো, আমাদের নবী (সা.) খাতামুল আম্বিয়া আর তাঁর পর কোন নবী আসবে না; পুরোনোও নয় আর নতুনও নয়। 'ওয়া মান কালা বাদা রসূলেনা ওয়া সৈয়্যদেনা ইন্নি নাবিয়্যুন আও রাসূলুন আলা ওয়াজহিল হাকীকাতে ওয়াল ইফতেরায়ে ওয়া তারাকাল কুরআনা ওয়া আহকামাশ শরিয়্যাতিল গাররায়ে ফাহুয়া কাফেরুন কাজ্জাবুন। তিনি (আ.) বলেন, বস্তুত আমাদের ধর্ম হলো, যে ব্যক্তি স্বাধীন ও সতন্ত্র অর্থে নবী হওয়ার দাবি করে আর মহানবী (সা.)-এর কল্যাণরাজির আচলের সাথে স্বীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে আর এই পবিত্র প্রস্রবণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেই সরাসরি আল্লাহর নবী হতে চায় সে অবিশ্বাসী ও বেদ্বীন। খুব সম্ভব এমন ব্যক্তি নিজের জন্য নতুন কোন কলেমা আবিস্কার করবে আর ইবাদতে নতুন কোন পন্থা উদ্ভাবন করবে এবং শিক্ষাদীক্ষায় কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করবে। অতএব, এমন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুসায়লামা কাযযাবের ভাই আর তার কাফির হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এমন নোংরা ব্যক্তি সম্পর্কে কীভাবে বলা যেতে পারে যে, সে পবিত্র কুরআন মানে ও বিশ্বাস রাখে।(আনজামে আথম, রূহানী খাযায়েন, ১১তম খণ্ড, পৃ. ২৭-২৮, টীকা)

অতএব, মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে এবং তাঁর শরীয়তের অনুবর্তিতায় আল্লাহ্ তা'লা যাকে সম্মান দেন সে-ই কেবল সম্মানিত হতে পারে, অন্য কেউ নয় আর তাঁর দাসত্বের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কেউ নিজেকে মুসলমানও দাবি করতে পারে না।

**আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামগুলোকে নাউযুবিল্লাহ্ কুরআনের চেয়ে শ্রেষ্ঠই জ্ঞান করতাম তাহলে আমরা অর্থ ব্যয় করে এবং আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে বিশ্বব্যাপী কুরআনের অনুবাদ প্রচার করতাম না বরং এর পরিবর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামগুলো প্রচার করতাম। এখন পর্যন্ত ৭৫টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের পুরো অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে আর আরো কয়েকটি ভাষায় অনুবাদকর্ম হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই তা প্রকাশিত হবে। ১১১টি ভাষায় কুরআনের নির্বাচিত আয়াতের অনুবাদ ছেপে গেছে।**

**বড় বড় ইসলামী রাষ্ট্র এবং অঢেল সম্পদের মালিক ধর্মীয় সংগঠনগুলো বলুক তো, তারা কতগুলো ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ছেপে প্রচার করেছে?**

পুনরায় অধিক স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আমরা মুসলমান, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব পবিত্র কুরআনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আর এ বিশ্বাসও রাখি যে, আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার নবী ও তাঁর রসূল আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম নিয়ে এসেছেন। আর এ কথায়ও বিশ্বাস রাখি যে, তিনি খাতামুল আম্বিয়া এবং তাঁর পর কোন নবী নাই। কিন্তু কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যার তরবীয়ত হয়েছে তাঁর আধ্যাত্মিক কল্যাণ ধারার মাধ্যমে। [যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হয়েছে] এবং যার আবির্ভাব হয়েছে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে। আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতের ওলীদের স্বীয় কথোপকথন ও বাক্যালাপের সম্মানে ভূষিত করেন আর তাদেরকে নবীদের রঙে রঙিন করা হয় কিন্তু তারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবী হন না। কেননা, পবিত্র কুরআন শরীয়তের সকল চাহিদা পূর্ণ করেছে। আর তাদেরকে কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি দান করা হয়, কিন্তু কুরআনে তারা কিছু সংযোজনও করে না আর বিয়োজনও নয়। যে ব্যক্তি কুরআন শরীফে কোন কিছু সংযোজন করে বা বিন্দুমাত্রও বিয়োজন করে সে শয়তান এবং পাপাচারী।

আর আমরা খতমে নবুয়্যতের এ অর্থই করি যে, আমাদের সম্মানিত নবী (সা.) যিনি সকল নবী ও রসূলের মাঝে শ্রেষ্ঠ, তাঁর সত্তায় নবুয়্যতের সকল উৎকর্ষ পরম মার্গে উপনীত হয়েছে। আর আমরা এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, মহানবী (সা.)-এর পর নবুয়্যতের মর্যাদায় সেই ব্যক্তিই উন্নীত হতে পারে, যে তাঁর উম্মতভুক্ত হবে এবং তাঁর পূর্ণ অনুসারী বা অনুগামী হবে আর সেসব কল্যাণ ও আশিস মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিকতা হতেই লাভ করবে এবং তাঁর আলোয় আলোকিত হবে। এ মর্যাদায় (মহানবী হতে) কোন ভিন্নতা নেই আর না এতে (মিথ্যা) আত্মাভিমান জাগ্রত হওয়ার কিছু আছে। এটি কোন পৃথক নবুয়্যত নয় আর বিস্ময়েরও বিষয় নয় বরং আহমদ মুজতবা (সা.)-ই অন্য আয়নায় প্রকাশিত হয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা যার চেহারা আয়নায় দেখিয়েছেন, এমন কোন ব্যক্তি নিজের ছবি দেখে আত্মাভিমান বোধ করে না। কেননা, শিষ্য ও সন্তানদের বেলায় আত্মাভিমান কাজ করে না। অতএব, যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে এবং তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে আসে, সে আসলে তিনি (সা.)-ই (তাঁরই পূর্ণাঙ্গীন প্রতিচ্ছবি)। কেননা, সে পরিপূর্ণ আত্মবিলীনতার পর্যায়ে থাকে আর তাঁর রঙেই রঙিন থাকে এবং তাঁর চাদরেই আবৃত থাকে। আর মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সত্তা থেকেই সে নিজের অস্তিত্ব লাভ করে এবং তাঁরই কল্যাণরাজিতে তার সত্তা উৎকর্ষের পরম শিখরে উপনীত হয় আর এটি সেই সত্য যা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর কল্যাণের সাক্ষ্য বহন করে। মানুষ মহানবী (সা.)-এর সৌন্দর্য এসব অনুসারীর পোশাকেই দেখে, যারা তাদের পূর্ণ ভালোবাসা এবং স্বচ্ছতার কারণে তাঁর পবিত্র সত্তায় বিলীন হয়ে গেছে আর এর বিরুদ্ধে বিতর্ক করা এক প্রকার অজ্ঞতা। কেননা, তিনি যে 'আব্‌তার বা অপুত্রক' নন এটি হলো খোদার পক্ষ থেকে তার প্রমাণ আর চিন্তাশীল মানুষের জন্য এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। মহানবী (সা.) দৈহিকভাবে তো কোন পুরুষের পিতা নন কিন্তু স্বীয় রিসালাতের কল্যাণরাজির দিক থেকে তিনি এমন প্রত্যেক ব্যক্তির পিতা, যে আধ্যাত্মিকতায় পরম উৎকর্ষ সাধন করে। তিনি (সা.) সকল নবীর খাতাম এবং সকল গৃহীত-জনের পথিকৃৎ। এখন খোদার দরবারে কেবল সে ব্যক্তিই পৌঁছতে পারে যার কাছে মহানবী (সা.)-এর মোহরের সত্যায়ন থাকবে এবং তাঁর সুন্নতের পূর্ণ অনুসারী হবে। এখন কোন কর্ম বা ইবাদত তাঁর রিসালাত স্বীকার করা ছাড়া এবং তাঁর ধর্মের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবে না। আর মহানবী (সা.) থেকে যে ব্যক্তি পৃথক হয়েছে এবং স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে তাঁর অনুসরণ করে নি সে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাঁর পরে এখন আর কোন শরীয়ত আসতে পারে না এবং তাঁর কিতাব ও বিধিনিষেধকে এখন আর কেউ রহিত করতে পারে না। এছাড়া এখন আর কেউ তাঁর পবিত্র উক্তিতে পরিবর্তন আনতে পারে না এবং কোন বৃষ্টিই এখন আর তাঁর মুষলধার বৃষ্টিসদৃশ হতে পারে না (অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক বৃষ্টি)। আর যে ব্যক্তি কুরআনের অনুসরণ থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হয়েছে সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে। আর মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে যেসব বিষয় প্রমাণিত সেসব বিষয়ের অনুসরণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এখন আর আদৌ সফল হতে পারবে না। আর মহানবী (সা.)-এর উপদেশাবলীর ছোট্ট একটি উপদেশও যে পরিত্যাগ করেছে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এই উম্মতের নবী হওয়ার দাবি করেছে কিন্তু এ বিশ্বাস ধারণ করে না যে, সে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাঁর উত্তমাদর্শ অনুসরণ ছাড়া সে নিতান্তই মূল্যহীন (তার কোন মূল্য নেই)আর পবিত্র কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত (এ বিশ্বাস যে রাখে না) সে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সে পাপাচারি ও কাফিরদের

**খাতামান নাবীঈনের প্রকৃত অর্থ আর মর্মও কেবল আমরা আহমদীরাই বুঝি আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর খাতামান নবীঈন হওয়া-সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র যে ঘোষণা রয়েছে তার প্রচার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের স্ব স্ব ভাষায় কেবল আহমদীরাই করে চলেছে। এরপরও এরা অপবাদ আরোপ করে যে, নাউযুবিল্লাহ্‌ আহমদীরা খতমে নবুয়্যত মানে না।**

অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি নবুয়্যতের দাবি করে আর এ বিশ্বাস পোষণ করে না যে, সে নিজে মহানবী (সা.)-এরই উম্মতভুক্ত এবং যা কিছুই সে পেয়েছে তা কেবল তাঁরই (সা.) কল্যাণে পেয়েছে আর সে তাঁরই বাগানের এক ফল এবং তাঁরই মুষলধার বৃষ্টির এক বিন্দু আর তাঁর জ্যোতিরই এক কিরণ তাহলে সে অভিশপ্ত। তার প্রতি এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গ, অনুসারী ও সাহায্যকারীদের প্রতি খোদার অভিসম্পাত।

(এখন কথা হলো, হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) নিশ্চয় এই অভিশাপ নিজের ওপর বা তাঁর জামা'তের ওপর এই অভিশাপ বর্ষণ করেন নি? না, বরং এর অর্থ হলো, তিনি (আ.) মনে করেন, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর কাছ থেকে তিনিই সবচেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করেছেন এবং তিনিই সেই মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন যেখানে পৌঁছার কল্যাণে এবং তাঁর (সা.) অনুসরণের কারণে আল্লাহ্‌ তা'লা তাকে শরীয়তবিহীন নবীর মর্যাদায় সমাসীন করেছেন।)

তিনি (আ.) বলেন, আকাশের নিচে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ছাড়া আমাদের কোন নবী নেই আর কুরআন ব্যতীত আমাদের কোন গ্রন্থ নেই। আর যে-ই এর বিরোধিতা করেছে সে নিজেই নিজেকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। (মওয়াহেবুর রহমান, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃ: ২৮৫-২৮৭, আরবী থেকে উর্দূ অনুবাদ। হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-কৃত সূরা আহযাবের ৪১ নং আয়াতের তফসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯৯-৭০১)

তিনি (আ.) বহু জায়গায় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্ম ও মর্যাদা এবং এর বিপরীতে নিজের মর্যাদা ও অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানরা যদি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যিকার অনুসারী হত তাহলে আমার আসার প্রয়োজনই বা কি ছিল?

এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মাঝে খতমে নবুয়্যতের দৃষ্টান্ত আমরা এভাবে দিতে পারি, যেভাবে চন্দ্রের সূচনা হয় 'হেলাল' বা 'নবীন চাঁদ'-এর মাধ্যমে আর চতুর্দশীতে যখন তা পূর্ণতা লাভ করে তাকে 'বদর' বলা হয়। অনুরূপভাবে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যত পরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। যারা জোরপূর্বক এ বিশ্বাস করে যে, নবুয়্যতশেষ হয়ে গিয়েছে তারা তো মহানবী (সা.)-কে ইউনুস বিন মাত্তার ওপরও শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া উচিত নয় বলে মনে করে, তারা এই সত্যকে বুঝেই নি এবং মহানবী (সা.)-এর কল্যাণরাজি, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের কোন জ্ঞানই তাদের নেই। এমন দুর্বল বোধশক্তি ও জ্ঞানের স্বল্পতা সত্ত্বেও আমাদেরকে বলে, আমরা খতমে নবুয়্যত অস্বীকার করি। (নিজেরাই বুঝে নি অথচ আমাদেরকে বলে, আমরা খতমে নবুয়্যত অস্বীকার করি।) তিনি (আ.) বলেন, এমন রোগীদের আমি কী বলব আর তাদের জন্য আক্ষেপই বা কী-করব? তাদের অবস্থা যদি এমন না হত এবং ইসলামের প্রকৃত মর্ম ও তত্ত্ব থেকে যদি তারা পুরোপুরি দূরে সরে না যেত (বর্তমানে মুসলমানদের যে অবস্থা তা যদি না হত, এমন অবস্থা যে, ইসলামের প্রকৃত অর্থই তারা বুঝে না আর ইসলাম থেকে তারা যদি দূরে সরে না যেত, তিনি (আ.) বলেন,) তাহলে আমার আগমনের প্রয়োজনই কী ছিল? (তাদের ঈমান যদি সঠিক হত এবং আধ্যাত্মিকতা যদি নিখুঁত থাকত তাহলে আমার আসার কী প্রয়োজন ছিল।) এদের ঈমানী অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে গেছে এবং এরা ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ নতুবা সত্যের অনুসারীর প্রতি শত্রুতা পোষণের কোন কারণই ছিল না, যা মানুষকে কাফির বানিয়ে ছাড়ে। (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২-৩৪৩, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

অর্থাৎ, যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং মহানবী (সা.)-এর সত্তার সত্তায় পূর্ণ-বিশ্বাসী, তার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীর শত্রুতা করার কোন কারণ নেই অর্থাৎ, হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণের কোন কারণ ছিল না। কেননা, আল্লাহ্‌র প্রেরিত ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা পোষণ করা মানুষকে অবিশ্বাসী বানিয়ে দেয়। অতএব, মুসলমানরা আমাদেরকে যেহেতু কাফির আখ্যা দেয় তাই কলেমা পাঠকারী মুসলমানকে কাফির আখ্যা দাতাকে তা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। স্বয়ং মহানবী (সা.) বর্ণিত এ-সংক্রান্ত হাদীসও রয়েছে। (সূনান আবু দাউদ)

অতএব, যারা আমাদেরকে কাফির বলে তারা নিজেরাই এই অভিযোগে অভিযুক্ত। তাই সহানুভূতির প্রেরণা নিয়ে আমরা এসব কলেমা পাঠকারীকে একথাই বলব যে, নিজেদের প্রতি দয়া করুন এবং দেখুন ও বুঝুন খোদা কী চান আর কী বলছেন?

হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম, হায়! ভদ্র প্রকৃতির মুসলমানদের জন্য এগুলো যদি হিদায়াতের কারণ হত আর আমাদেরকে অভিযুক্ত করার পরিবর্তে নিজেদের অবস্থা যদি তারা বিশ্লেষণ করত! (কত ভালো হতো)

পাকিস্তান সংসদে আইন প্রণয়নের বিষয়ে শব্দ চয়ন-সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত তারা নিজেদের মাঝে নেয়ার ছিল এর কিছুদিন পূর্বে এক সাংসদ বিনা কারণে উত্তেজক একটি বক্তব্য রাখে। এটি শুধু সাংসদদের মাঝে মিথ্যা আত্মাভিমান জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই ছিল না বরং একই সাথে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার এবং দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির এক অপচেষ্টাও ছিল যেন সবাই আহমদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। একই সাথে নিজেকে দেশের বিশ্বস্ত নেতা জাহির করাও উদ্দেশ্য ছিল এই আশায় যে হয়ত এর ফলে তার রাজনৈতিক জীবন নতুন ভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। কিন্তু সেখানকার কতক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ, প্রচারমাধ্যমের কুশলী এবং সুশীল সমাজের লোকেরা এটিকে অপছন্দ

করেছেন। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আশায় আমাদের বুক বাধা উচিত যে, পাকিস্তানে সুশীল সমাজের এমন লোকও রয়েছে যারা মন্দকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আরম্ভ করেছে। এসব লোকতার সামনে তার আপত্তির স্বরূপ কী, তাও স্পষ্ট করেছেন।

এই সাংসদ যিনি মহা সাফল্যের আত্মপ্রসাদ নিচ্ছেন তিনি বলেন, কায়েদে আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের নাম ড. আব্দুস সালাম সাহেবের নামে নামকরণ করা হবে তা আমাদের আত্মাভিমান সইতে পারে না। কেননা, তিনি কাফির এবং খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাসী নয়।

তার একথা ভাবা উচিত ছিল, যে ব্যক্তি এ নাম রেখেছে তিনিও তো তার নিজ-দলেরই প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট আর কেবল তাই নয় বরং এই সাংসদের শ্বশুরও বটে। যখন এই নাম রাখা হচ্ছিল তখন কেন সে আত্মাভিমান দেখায় নি আর সেসময় কেন এই আত্মাভিমান প্রদর্শন করে নি? এর কারণ শুধু এটিই যে, এই পার্টির বিরুদ্ধে এখন বিভিন্ন অভিযোগ উঠছে আর তারা মনে করে, এ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার এখন একটাই উপায় আর তাহলো, আহমদীদের বিরুদ্ধে মুখে যা আসে তাই বকতে থাক।

বাকি থাকল আহমদীদের বিষয়, আর তা হলো, নাম রাখুক বা না রাখুক, এতে আমাদের কিছু যায় আসেনা বরং মরহুম ড. আব্দুস সালাম সাহেবের সবচেয়ে আপনজন অর্থাৎ তাঁর সন্তানসন্ততিরও (কিছু যায় আসে না)। যেদিন এ নাম রাখা হয়েছিল সেদিনই মরহুম ড. আব্দুস সালাম সাহেবের ছেলেরা এবং তার সব সন্তানসন্ততি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে পত্র লিখেছিল কিন্তু এর কোন উত্তর আসে নি। তারা লিখেছেন, ডক্টর সাহেবের মৃত্যুর ২০ বছর পর পাকিস্তান সরকারের মাথায় এলো; যে, পাকিস্তানের এই খ্যাতিমান বিজ্ঞানীর নামে (বিশ্ববিদ্যালয়ের) কোন বিভাগের নাম রাখা উচিত, এটি ভেবে আমরা বিস্মিত। তার সন্তানরা এটিও লিখেছেন যে, পাকিস্তানের আইন আমার পিতাকে অমুসলমান আখ্যা দিয়েছিল এবং এর জন্য তিনি মর্মাহতও ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তানের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন নি। বরং যুক্তরাজ্য, ইতালি এমনকি ভারতের পক্ষ থেকেও তাকে নাগরিকত্ব প্রদানের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে কিন্তু সর্বদাই তিনি বলতেন, আমি সব সময় পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম আর ভবিষ্যতেও থাকব এবং পাকিস্তানের কল্যাণের জন্য আজীবন চেষ্টা করে যাবআর তিনি তাকরেও গেছেন। সারকথা হলো, ড. আব্দুস সালাম সাহেবের সন্তানসন্ততিরা পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছিলেন, আমরা মুসলমান আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি। তাই আমরা ড.সালাম সাহেবের পরিবারের সদস্য ও সন্তানসন্ততি হিসেবে লিখছি, পাকিস্তানে যেহেতু আমাদের অধিকার প্রদান করা হয় না এবং আমরা যা বিশ্বাস করি আমাদেরকে তা মনে করা হয় না, তাই সরকারের এমন সিদ্ধান্তে আমরা সন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে এর সাথে আমাদের কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা না থাকার ঘোষণা দিচ্ছি বরং এর সাথে আমাদের পূর্ণ অসম্পৃক্ততার ঘোষণা দিচ্ছি। এই ছিল ড. সালাম সাহেবের সন্তানসন্ততির প্রতিক্রিয়া।

পাকিস্তানের সংসদ এ নাম পরিবর্তন করতে চাইলে সানন্দে করুক, এতে 'সালাম পরিবার' এবং আহমদীয়া জামা'তের কিছুই যায় আসে না।

এরা আরো বলে, আহমদীদেরকে সেনাবাহিনীতে নেয়া উচিত নয়। পাকিস্তানের ইতিহাস একথাই বলছে, আজ পর্যন্ত যত আহমদী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন, দেশের জন্য তারা অবলীলায় সকল ত্যাগ স্বীকার করেছেন। দেশের জন্য সচরাচর সিপাহী বা জুনিয়র কমিশন অফিসার অথবা সর্বোচ্চ কর্ণেল মেজররাই আত্মত্যাগ স্বীকার করে। কিন্তু আহমদী সদস্যরা এমন, যারা জেনারেলের পদবীতে থাকা সত্ত্বেও সম্মুখ সমরে অবস্থান করেছেন এবং শহীদও হয়েছেন। পাকিস্তানের প্রচারমাধ্যমও আজকাল এ বিষয়ে আলোচনা করছে আর প্রকৃত সত্য সামনে আনছে আর তারা এদের বলছেও যে, তোমরা এসব কী বলছ? তারা তাদের আলোচনায় জেনারেল আখতার ও জেনারেল আলীর নাম উল্লেখ করছেন। প্রচারমাধ্যমে জেনারেল ইফতেখারের নাম এসেছে যিনি শহীদ হয়েছেন। অথচ এই সাংসদ, যিনি খুবই জোরালো বক্তব্য রেখেছেন তিনি নিজেই সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন পর্যন্ত পৌঁছার পর প্রধানমন্ত্রীর জামাতা হওয়ার সুবাদে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন এবং অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন আর রাজনীতিতে যোগ দেন। দেশপ্রেমের চেতনা যদি থাকত তবে তো তার সেনাবাহিনীতেই থাকার কথা ছিল আর দেশের খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করা উচিত ছিল।

অনুরূপভাবে, আহমদীদের ওপর এ অপবাদও আরোপ করা হয় যে, এরা জাতির সেবা করে না, জাতির প্রতি বিশ্বস্ত নয়। কিন্তু আমি পূর্ণ আস্থার সাথে বলতে পারি যে, 'স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ'–এ হাদীসের ওপর পাকিস্তানে আজ আহমদীরাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে, এর ওপর আমল করে এবং নিজেদের জান ও মাল উৎসর্গ করে আর করে চলেছে। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আমরা বক্তৃতা করি না আর রাজনীতির সাথে আমাদের কোন সম্পৃক্ততাও নেই। ধর্মের খাতিরে আমরা প্রাণ বিসর্জন দেই ঠিকই কিন্তু ধর্মের নামে রাজনীতি এবং মানুষ হত্যা করি না। আমরা মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানি এবং আন্তরিকভাবে মানি আর তাঁর সম্মানের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করি আর করতে সর্বদা প্রস্তুতও থাকি। আমরা এ কুরবানী দিচ্ছি আর ভবিষ্যতেও দিতে থাকব, ইনশাআল্লাহ্। এই দেশ যার জন্য আহমদীরা মহান ত্যাগ স্বীকার করেছে, আর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে, প্রত্যেক পাকিস্তানী আহমদীর জন্য আবশ্যক– তারা যেন দোয়া করে যে, আল্লাহ্ তা'লা এই দেশকে সদানিরাপদ রাখুন এবং অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী নেতা আর স্বার্থপর আলেমদের হাত থেকে একে রক্ষা করুন এবং পাকিস্তানও পৃথিবীর স্বাধীন ও সম্মানিত দেশগুলোর মাঝে গণ্য হতে আরম্ভ করুক।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ থেকে ৯ নভেম্বর, ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ৪৪, পৃ. ৫-৯)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

# ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

## (সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

**প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১**

**হযরত মির্যা গোলাম আহমদ**
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৩য় কিস্তি)

**১৫নং প্রশ্ন:** মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (আ.) তো বহু মু'জিযা প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রেরিত হওয়ার প্রমাণ দিয়েছিলেন। আপনি কী প্রমাণ দিয়েছেন? কোনো মৃত ব্যক্তিকে কি জীবিত করেছেন? অথবা কোনো জন্মগত অন্ধ আপনার দ্বারা ভালো হয়েছে? আমরা যদি ধরেও নিই যে, আপনি হযরত মসীহ্‌র সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি, তবে আপনার অস্তিত্ব দ্বারা আমাদের কী উপকার সাধিত হয়েছে?

**উত্তর:** অতএব জানা আবশ্যক, ইঞ্জিল পড়ে নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে জেনে নিন, এ আপত্তিই হযরত মসীহ্‌র বিরুদ্ধে করা হয়েছে যে তিনি কোনো মু'জিযা দেখান নি– এ আবার কেমন মসীহ্!? কেননা এমন কোনো মৃতব্যক্তি জীবিত হলো না যে কথা বলতো আর মানুষকে ওই জগতের সব অবস্থা শোনাতো এবং তাদের উত্তরাধিকারীদেরকে উপদেশ দান করে বলতো, 'আমি তো দোযখ থেকে বেরিয়ে এসেছি, তোমরা সবাই শীঘ্র ঈমান আনো।' হযরত মসীহ্ যদি সত্যি-সত্যি ইহুদীদের (মৃত) বাপ-দাদাদের দৃশ্যমান ভাবে বাস্তবে জীবিত করে দেখিয়ে দিতেন এবং তাদের মাধ্যমে (স্বীয় সত্যতার সপক্ষে) সাক্ষ্য দেওয়াতেন তাহলে কারই-বা অস্বীকার করার স্পর্ধা ছিল? মোটকথা, নবী-রসূলগণ নিদর্শনাবলী তো সত্যসত্যই দেখিয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বেঈমানদের দৃষ্টি থেকে তা প্রচ্ছন্ন থাকে। অনুরূপভাবে এ অধমও খালি হাতে আসে নি। বরং মৃতদের জীবিত হওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ অমৃতসুধা খোদা তা'লা এ অধমকেও দান করেছেন। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি (সত্যিসত্যি) এথেকে পান করবে, সে জীবিত হবে। আমি নিশ্চিৎ অঙ্গীকার করছি, আমার বাণী দ্বারা যদি মৃতরা জীবিত ও কুষ্টরা পরিচ্ছন্ন না হয়, তাহলে আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আসি নি। কেননা খোদা তা'লা তাঁর পবিত্র বাণীতে আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, **"নবী নাসেরী (তথা 'নাসেরাহ্' নামের পল্লীর বাসিন্দা ঈসা নবী)-এর নমুনা ও দৃষ্টান্তের প্রেক্ষিতে যদি দেখা হয় তাহলে নিশ্চিত জানা যাবে যে, সে (এ অধম) খোদার বান্দাদের প্রভূতভাবে পরিচ্ছন্ন করছে– যেমনটি কখনও শারীরিক রুগীদের পরিচ্ছন্ন করা হয়ে থাকলে তার চেয়েও অধিক মাত্রায়।"** এটি এক সরিষা-বীজের ন্যায় বপন করা হয়েছে। কিন্তু অচিরেই– বরং খুব শীঘ্র এটি এক মহামাহিরুহে পরিণত হয়ে দৃশ্যমান হবে। জাগতিক ধ্যান-ধারণার মানুষ জাগতিক বিষয়াদিই পছন্দ করে থাকে এবং এগুলোকে অনেক বড় কিছু বলে মনে করে। কিন্তু যাকে কিছু আধ্যাত্মিকতার অংশদান করা হয়েছে, সে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নয়ন প্রত্যাশী হয়ে থাকে। খোদা তা'লার সত্যপরায়ণ বান্দাগণ দুনিয়াতে মানুষকে তামাশা দেখাবার উদ্দেশ্যে আসেন না। বরং তাঁদের আসল লক্ষ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষণ সৃষ্টি করে সত্যান্বেষীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অবশেষে তাঁরা এ পবিত্রকরণ শক্তির কারণেই পরিচিতি লাভ করেন। এ দ্বারাই তাঁদের শনাক্ত করা হয়। তাঁদের মাঝে নিহিত এই আকর্ষণী-শক্তিসম্পন্ন নূর বা জ্যোতিকে কোনো ব্যক্তি যদিও পরীক্ষাস্বরূপ দেখতে পায় না, বরং হোচট খায় ও পদস্খলিত হয়। কিন্তু সেই জ্যোতি নিজেই, আকর্ষিত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন জামাত ও জনগোষ্ঠিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিজের অলৌকিক প্রভাব প্রকাশ করে থাকে।

(১) খোদা তা'লার বিশেষ বন্ধুগণের সনাক্ত করার এ চিহ্ন হয়ে থাকে যে, (খোদার প্রতি) তাঁদের এক খাঁটি ও প্রকৃত ভালোবাসা দান করা হয়, যা অনুমান করা এ জগতের লোকদের কাজ নয়।

(২) তাঁদের হৃদয়ে এক ভীতিও বিরাজ করে যার দরুন তাঁরা ঐশী আনুগত্যের সূক্ষ্ম বিষয়াদির দিকে সবিশেষ সচেতন থাকেন যাতে এমন না হয় যে, আদি ও অনাদি বন্ধু (আল্লাহ্ তা'লা) কখনও অসন্তুষ্ট হন।

(৩) তাঁদের 'ইস্তেকামাত' তথা অবিচল দৃঢ়তা দান করা হয় যা এর সময় বিশেষে দর্শকদের বিস্ময়াবাক করে দেয়।

(৪)  কেউ যখন তাঁদের অনেক কষ্ট দেয় এবং নিবৃত্ত হয় না, তখন তাঁদের জন্য তাঁদের সর্বশক্তিমান তত্ত্বধায়ক (আল্লাহ্ তা'লা)-এর ক্রোধ সহসা উত্তেজিত ও প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে।

(৫)  কেউ যখন তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব বাড়ায় এবং সত্যিকার বিশ্বস্ততা ও আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের পথে আত্মোৎসর্গিত হয়, তখন খোদা তা'লা তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন এবং তার ওপর বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন।

(৬)  তাঁদের দোয়া অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী গৃহীত হয়। এমন কি তাঁরা সেগুলো গুণে শেষ করতে পারেন না। (সেগুলো গণনাতীত হয়ে থাকে)।

(৭)  প্রায়শ তাঁদের প্রতি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) অদৃশ্যের গোপন রহস্যাবলী প্রকাশ করা হয় এবং যে-সব বিষয় এখনও প্রকাশ পায় নি বিপুল সংখ্যায় সেগুলোর খবর তাঁদের দেয়া হয়। যদিও অন্যান্য মু'মিন সত্য স্বপ্ন ও সত্য কাশ্‌ফ দ্বারা জ্ঞাত হয়ে থাকেন, কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণীর পুণ্যবানগণ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে সবার চেয়ে প্রথম নম্বরে অবস্থান করে থাকেন।

(৮) খোদা তা'লা বিশেষভাবে তাঁদের তত্ত্বধায়ক হয়ে যান এবং যে-ভাবে কেউ তার সন্তানদের প্রতিপালন করে থাকে তার চেয়ে বেশি অভাবনীয় ভাবে তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন।

(৯)  তাদের ওপর যখন কোনো বড় রকম বিপদ উপস্থিত হয় তখন তাদের ক্ষেত্রে দু'রকম ব্যবহারের মাঝে একটি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। হয়তো অলৌকিক ভাবে বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়। নয়তো এমন এক উত্তম ধৈর্যশক্তি তাদরে দান করা হয় যাতে স্বস্তি আস্বাদন ও আনন্দ এবং আগ্রহ-উদ্দীপনা বিরাজ করে।

(১০)  তাঁদের নৈতিক অবস্থা এমন এক উন্নত স্তরে উপনীত করা হয়, যেখানে অহংকার, গর্ব, হীনতা, আত্মম্ভরিতা, লোক দেখানো ভাব, হিংসা, কার্পণ্য ও সংকীর্ণতা সবই দূরীভূত করা হয় এবং উদার চিত্ততা ও প্রফুল্লতা তাদের দান করা হয়।

(১১)  তাদের 'তওক্কুল' তথা আল্লাহ্‌তে নির্ভরশীলতার গুণটি অতি উচ্চস্তরের হয়ে থাকে এবং এর সুফল সমূহ প্রকাশিত হতে থাকে।

(১২)  সেই সৎকর্মসমূহ পালন করার ক্ষমতা ও শক্তি তাদের দান করা হয়, যেগুলোতে অন্যেরা দুর্বলতা দেখিয়ে থাকে।

(১৩)  আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীব তথা সব শ্রেণীর মানুষের প্রতি সহানুভূতির স্বভাবজ গুণ তাদের মাঝে অনেক বর্ধিত মাত্রায় হয়ে থাকে। কোনো পুরস্কার বা বিনিময়ের প্রত্যাশা এবং সওয়াবের আশা ও ধারণা ব্যতিরেকে। সৃষ্টজীব সকলের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি অতি প্রবল হয়ে থাকে। তারা নিজেরাও বুঝতে পারেন না যে, কেন ও কোন্ স্বার্থে এই আগ্রহ ও উদ্দীপনা। কেননা এটি এক স্বভাব সূলভ বিষয়স্বরূপ হয়ে থাকে।

(১৪)  খোদা তা'লার সাথে এ শ্রেণীর লোকদের এক স্বভাব সূলভ পরিপূর্ণ মাত্রায় অতি নিখুঁৎ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক হয়ে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার এক অদ্ভুত আবেগপূর্ণ উন্মত্ততা তাঁদের মাঝে বিরাজ করে। যা খোদা তা'লার রূহের সাথে (অন্তরঙ্গভাবে) তাঁদের আত্মার বিশ্বস্ততার অবর্ণনীয় এক রহস্যময় সম্পর্ক হয়ে থাকে। এ কারণে এক-অদ্বিতীয় খোদার দরবারে তাঁদের এমন এক পদমর্যাদা হয়ে থাকে, মানুষ সেটি সনাক্ত করতে পারে না। যে-বিষয়টি তাঁদের মাঝে বিশেষভাবে অধিক মাত্রায় রয়েছে, আর যা সকল বরকত ও কল্যাণের উৎসমূল এবং যার দরুন তারা কখনও ডুবে গিয়েও আবার বেরিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মৃত্যুর পর্যায়ে পৌঁছে গেলেও আবার জীবিত হয়ে যান এবং অনেক অপমাণের শিকার হয়েও স্বীয় সম্মানের মুকুট দেখিয়ে থাকেন এবং পরিত্যাক্ত ও একা হয়েও সহসা আবার এক জামাত সমভিব্যাহারে দৃশ্যমান হয়ে থাকেন। সেটি বিশ্বস্ততারই রহস্য বটে। বিশ্বস্ততার এই সুদৃঢ় সম্পর্ক-সূত্রটিকে কোনো তলোয়ার কর্তন করতে পারে না এবং দুনিয়ার কোনো হাঙ্গামা ও নৈরাজ্য এবং ভয়-ভীতি একে শিথীল করতে পারে না। **"ওয়াস্ সালামু আলাইহিম মিনাল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহি ওয়া মিনাস্ সুলাহায়ি আজ্‌মায়ীন।"** (অর্থাৎ, তাঁদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর ফিরিশ্‌তা কুল এবং সকল সৎলোকের পক্ষ থেকে –অনুবাদক)।

(১৫)  তাঁদের পনেরতম আলমত বা চিহ্ন হলো কুরআন করীমের জ্ঞান। কুরআন করীমে যে-পরিমাণ গভীর জ্ঞানতত্ত্ব, অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও সূক্ষ্মজ্ঞানরাশী এ শ্রেণীর লোকদের দান করা হয় তা অন্যদের কখনও দেয়া হয় না। এই পুণ্যবান ও পবিত্র ব্যক্তিগণ হলেন সেই 'মত্‌হ্‌হারূন' তথা পবিত্রকৃত ব্যক্তিবর্গ যাদের সপক্ষে আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' বলেছেন: **"লাইয়ামাস্‌সুহু ইল্লাল্ মুতাহ্‌হারূন।"** (সূরা আল-ওয়াকিয়া: ৮০)।

(১৬)  তাঁদের বক্তৃতা ও লেখায় আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু এক প্রভাবশক্তি নিহিত করেন, যা বাহ্যদর্শী উলামার লেখা ও বক্তৃতা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। আর এতে প্রতাপ ও মাহাত্ম্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান থাকে, যা কোনো অন্তরায় না থাকার শর্ত সাপেক্ষে মানবহৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে।

(১৭)  তাঁদের মাঝে এক প্রতাপ ও প্রভাব বিরাজ করে, যা খোদা তা'লার প্রতাপ-প্রভাবের রঙে রঞ্জিত হয়ে থাকে। কেননা খোদা তা'লা এক বিশেষ ধারায় তাদের সঙ্গে ও সাথেই থাকেন। আর তাদের চেহারায় বা মুখমন্ডলে খোদা-প্রেমের এক জ্যোতি বিরাজ করে। যে-ব্যক্তি সেটি প্রত্যক্ষ করে তার ওপর জাহান্নামের আগুনকে নিষিদ্ধ করা হয়। তাঁদের থেকে 'যান্‌ব' ও 'খাতা' তথা দোষ-ত্রুটিও সংঘটিত হতে পারে, কিন্তু তাঁদের অন্তঃকরণে এমন এক অগ্নিসুলভ উত্তাপ থাকে যা উল্লিখিত দোষ-ত্রুটিকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। তাঁদের ত্রুটি টিকে থাকার মত কোনো জিনিস নয়। বরং এটি সে-জিনিসের মতো-যা তীব্র স্রোতে বহমান পানিতে প্রবাহিত হয়ে চলে যায়। অতএব ছিদ্রান্বেষী ও সমালোচকরা সদা হোচট খায়।

(১৮)  খোদা তা'লা তাঁদের বিনষ্ট হতে দেন না এবং অপমান ও অপদস্ততার

আঘাতের শিকার হতে দেন না। কেননা তাঁরা তাঁর স্নেহ, সম্মাননা ও সমীহের পাত্র এবং তাঁর স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ হয়ে থাকেন। তাদের তিনি উঁচু থেকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন না, বরং এ উদ্দেশ্যে নিক্ষেপও করেন, যাতে করে তিনি (মানুষকে) তাঁদের অলৌকিকভাবে সুরক্ষা লাভের দৃশ্য দেখান। তিনি কখনও তাঁদের আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করার উদ্দেশ্যে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেন না। বরং যাতে মানুষ দেখতে পায় যে, প্রথমে তা যদিও লেলীহান আগুন ছিল, কিন্তু এখন দেখ, সেটি কতো মনোরম এক উদ্যান!

(১৯) যে-কাজের উদ্দেশ্যে তারা প্রেরিত হয়ে থাকেন সে-কাজ পুরো না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁদের মৃত্যু দেন না। পবিত্র হৃদয়সমূহে তাঁদের কবুলিয়ত ও গ্রহণীয়তা ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত অবশ্য-অবশ্যই তাঁরা পরলোকমুখো যাত্রার সম্মুখীন হন না।

(২০) তাঁদের কল্যাণমূলক স্মৃতি-চিহ্নসমূহ সংরক্ষণ করা হয় এবং খোদা তা'লা কয়েক ধাপ বংশপরাম্পরায় তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাঁদের অন্তঃরঙ্গ বন্ধুদের সন্তান-সন্ততিকে বিশেষভাবে নিজ রহমত ও করুণা-দৃষ্টির ছত্র-ছায়ায় রাখেন এবং তাদের নাম দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হতে দেন না।

এসব হলো 'রহমান (আল্লাহ্)-এর আওলিয়া বা বন্ধুদের আলামত বা চিহ্নসমূহ। এগুলোর কোনো একটিও যখন এর নির্ধারিত সময়ে প্রকাশিত হয় তখন সেটি মহতী কিরামত ও অলৌকিক ঘটনার মতো জ্যোতির্বিকাশ দেখিয়ে থাকে। কিন্তু এটি প্রকাশিত করা খোদা তা'লারই এখতিয়ারে হয়ে থাকে। এখন এ অধম **"ওয়া আম্মা বিনি'মাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস"** [অর্থঃ আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের যে অনুগ্রহ (তোমার প্রতি রয়েছে তুমি অন্যের কাছে) বর্ণনা করতে থাক] –ঐশী আদেশ অনুযায়ী এ বিষয়টি প্রকাশ্যে বর্ণনা ও ঘোষণা করায় কোনো আপত্তি দেখতে পায় না যে, 'রহীম ও করীম' খোদা তা'লা এ অধমকে তাঁর অপার অনুগ্রহ ও বদন্যতায় উল্লিখিত সমুদয় তাঁর বিশেষ অনুগ্রহমূলক বিষয়গুলো থেকে পর্যাপ্ত ও অগাধ অংশ দান করেছেন। বস্তুত এ নগণ্য বান্দাকে তিনি শূন্য হাতে পাঠান নি এবং নিদর্শনাবলী ব্যতিরেকে প্রত্যাদিষ্ট করেন নি। বরং ঐ যাবতীয় নিদর্শন দান করেছেন যা প্রকাশিত হচ্ছে ও হবে এবং খোদা তা'লা যতক্ষণ পর্যন্ত 'হুজ্জত' (অকাট্য যুক্তি) প্রতিষ্ঠার কাজ পূর্ণ না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত এ যাবতীয় নিদর্শন প্রদর্শন করতে থাকবেন।

আর উপরুল্লেখিত প্রশ্নটিতে যে বলা হলো, 'আপনার অস্তিত্ব দ্বারা আমাদের কী উপকার হয়েছে'– এর জবাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আকাশ থেকে (খোদা তা'লার পক্ষ থেকে) যে-ব্যক্তি প্রত্যাদিষ্ট হয়ে আসেন তাঁর অস্তিত্ব দ্বারা উপযোগিতার মান ও মর্যাদা অনুযায়ী সবাই, বরং সমগ্র জগত উপকৃত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রেরিত ব্যক্তি এক আধ্যাত্মিক সূর্যস্বরূপ উদিত হয়ে থাকেন। এ সূর্যের আলোকরশ্মি কম-বেশি দূর-দূরান্তে পৌঁছে থাকে। যেমন, সূর্যের প্রভাব ও ফলাফল সকল প্রাণীকুল ও উদ্ভিদ এবং জড়বস্তু তথা সব রকম দেহপিন্ডে পতিত ও প্রতিফলিত হচ্ছে। বস্তুত এমন লোক সংখ্যায় খুব কম আছেন যারা এসব প্রভাব ও প্রতিফলন সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত। অনুরূপভাবে যিনি প্রত্যাদিষ্ট হয়ে আসেন তাঁর প্রভাব ও ফলাফল সকল প্রকার মেযাজ ও প্রকৃতি এবং চতুর্দিক বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে প্রতিফলিত হচ্ছে। তাঁর ঐশীকরুণাসিক্ত নিযুক্তি আকাশে যে-মুহূর্তটিতে প্রকাশ পায় তখন থেকেই সূর্যের কিরণের মতো ফিরিশ্‌তাগণ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে শুরু করেন এবং দুনিয়ার দূরদূরান্তে প্রান্তসমূহ পর্যন্ত সত্যপরায়ণতার গুণসম্পন্ন লোকদেরকে সত্যের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণের শক্তি যোগান। এরপর সচ্চেতা লোকদের প্রবৃত্তি ও মনমানসিকতা নিজে নিজে সত্যের দিকে ধাবিত হয়। অতএব, এ যাবতীয় বিষয় সেই আল্লাহ্- প্রেরিত ব্যক্তির সত্যতার নিদর্শন হয়ে থাকে। তাঁর আবির্ভাবকালে 'আসমানী' (তথা স্বর্গীয় ও আধ্যাত্মিক) শক্তিগুলোকে সতেজ ও বেগবান করা হয়। খোদা তা'লা সত্যিকার 'ওহী' বা ঐশীবাণীর (সনাক্তের) এ নিদর্শনই দিয়েছেন যে, এর অবতরণকালে ফিরিশ্‌তাগণও এর সাথে অবশ্য-অবশ্যই অবতীর্ণ হয়ে থাকেন এবং দুনিয়া দৈনন্দিন সত্যের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। অতএব, এটি সেই আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির (পরিচয়মূলক) সাধারণ চিহ্ন এবং এর বিশেষ চিহ্নসমূহ হল সেগুলো যা আমি বর্ণনা করে এসেছি। (চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

# বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

**হযরত মির্যা তাহের আহমদ**
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(২৩তম কিস্তি)

‘আধুনিক দক্ষিণপন্থীরা সেই ইসরাঈলকে ভালবাসতে চায়, যে হবে লম্বা, সুঠাম, উজী (Uzi) অস্ত্রে সজ্জিত এবং যে তৃতীয় বিশ্বের চরমপন্থী (Radical) শক্তিগুলোর বিজয় লাভের জন্য কালো চামড়ার দেশীয়দেরকে হত্যা করবে। এটাই সেই কারণ, যেজন্য ইসরাঈলীদের ভালবাসে আর্জেন্টেনিয়ার জেনারেলরা, প্যারাগুয়ের কর্নেলরা, আফ্রিকান ব্রিগেডিয়াররা।’ (পৃঃ ২১৮)

১৯৭০-এর দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যে আওয়াজ উঠেছে ‘তৃতীয় বিশ্বের পতন চাই’ (Down with the third world) তা-ও ইসরাঈলের খুঁটিতে বাঁধা। এর চ্যাম্পিয়ানরা, যেমন– দানিয়েল প্যাট্রিক মঈনিহান এবং জীন কাল্ক প্যাট্রিক ইসরাঈলকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করে এবং প্রেরণা হিসেবে মান্য করে– (পৃঃ ২২২)। ‘ব্লাদিমির যাবোটিনস্কী, যিনি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে, ডানপন্থী জাইঅ্যানবাদের (Zionism) নেতা ছিলেন, তিনি জাইঅ্যানবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বন্ধুত্বের ব্যাপারে খুবই স্পষ্টবাদী ছিলেন।... সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে ইউরোপীয় হাতে রাখার জন্য জাইঅ্যানবাদের সিদ্ধান্ত অটল। ... প্রত্যেকটি পূর্ব-পশ্চিম সংঘাতে আমরা সব সময়ই পশ্চিমের সঙ্গে থাকবো। কেননা, পশ্চিম পূর্বের চাইতে অনেক বেশী উন্নত সংস্কৃতির পরিচয় দিয়ে আসছে, এবং তা মোঙ্গলদের হাতে বাগদাদের খেলাফৎ ধ্বংস হওয়ার পর থেকে নিয়ে গত হাজার বছর ধরে....এবং আমরাই হচ্ছি আজ সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা প্রধান অনুগত বাহক... আমরা কখনই আরব আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারি না, যা কিনা বর্তমানে আমাদের বিরোধী এবং আমরা এই আন্দোলনের প্রত্যেকটি বিপর্যয়ের সময়ে মনে-প্রাণে খুশী হই। (Brenner, 1984,pp. 75-77) p.227.

‘তৃতীয় বিশ্বের মুক্তির ধারণা জাইঅ্যানবাদের মর্মে আঘাত হানে, মানবাধিকারের ধারণা ইসরাঈলী রাজনৈতিক পদ্ধতির জন্য দারুণ বিপজ্জনক। ফিলিস্তিনীদের ওপর যে অবিচার করা হয়েছে তা এত স্পষ্ট ও এত সাংঘাতিক যে, তা নিয়ে খোলাখুলিভাবে কোন আলোচনা করাই সম্ভব নয়। এবং তৃতীয় বিশ্বে ইসরাঈল যা করে চলেছে তার খোলাখুলি আলোচনাও নিশ্চিতভাবে ফিলিস্তনীদের অধিকারের বিষয়টা তদন্ত করার দিকেই চলে যাবে... (ইসরাঈলীরা) বাদবাকী দুনিয়াটার কাজকর্মকে তাড়াতাড়ি ভণ্ডামী বলে নিন্দা করে যখন মানবাধিকার ও সার্বজনীন সুবিচারের ইস্যুগুলো আলোচনা করা হয়। এ ব্যাপারে তারা সেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকানদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। (পৃঃ ২২৬-২৩৭)

‘ফিলিপাইনের ম্যানিলা থেকে হণ্ডুরাসের তেগুচিগালপা এবং নামিবিয়ার উইণ্ডহক পর্যন্ত ইসরাঈলী দূতেরা বিরতিহীনভাবে যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, তা আদতেই একটা বিশ্বযুদ্ধ। কোন্ শত্রুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ? এই শত্রু হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের জনগণ, যাদেরকে কখনই তাদের বিপ্লবে জয়ী হতে দেয়া যায় না’। (পৃঃ ২৪৩)

‘ইসরাঈলের অবস্থার পূর্ব লক্ষণ ততক্ষণই ভাল দেখায়, যতক্ষণ আরব জাহান ও তৃতীয় বিশ্ব বিভক্ত ও দুর্বল থাকে। এই পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটলে অশুভ লক্ষণ দেখা দিবে।” (পৃঃ ২৪৭)

ইসরাঈল যা রপ্তানী করে থাকে, তা হচ্ছে অত্যাচারীর যুক্তি, যা সেই বিশ্বকে দেখার উপায়, যা বাঁধা আছে সফল স্বৈরশাসনের খুঁটিতে। যা রপ্তানী করা হচ্ছে, তা শুধু প্রযুক্তি, অস্ত্রশস্ত্র, বা অভিজ্ঞ করে তোলার জন্য অভিজ্ঞতা নয়, বরং তা হচ্ছে একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা'। (পৃঃ ২৪৮)

একটা জোর আশা করা যায় যে, জাইঅ্যানবাদের যুদ্ধ যুদ্ধ চীৎকারের বিরুদ্ধে ইসরাঈলী নেতৃত্বের অধিকতর নমনীয় অংশটির কণ্ঠই আখেরে প্রধান্য লাভ করবে। সমস্ত ইসরাঈলী লেখকদের মধ্যে এক্ষেত্রে এক বিশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন হারকাবী (Harkabi) যাঁকে সম্ভবতঃ মধ্যপন্থী ও যুক্তিবাদী বলে আখ্যায়িত করা যায়। তিনি শুধু উগ্র জাইঅ্যানবাদীদের যুদ্ধং দেহী মনোভাবকেই প্রত্যাখ্যান করেন না; উপরন্তু তিনি সেই মনোভাবকে স্বয়ং জাইঅ্যানবাদী স্বার্থের পক্ষে পরিশেষে আত্মঘাতী হবে বলে মনে করেন। হারকাবীর এই অভিমতের সঙ্গে অন্যান্য ইহুদী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবিরা পুরোপুরি একমত নন। হারকাবী, এ ব্যাপারে তাদের চাইতে অনেক বেশী প্রয়োজনবাদী ও বাস্তববাদী। বিশেষ করে তাঁর শান্তির জন্য ভূমির প্রস্তাব আরবদের জন্য একটা আশার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, যে কোন স্থানেই হোক, মানবজাতির মধ্যে বৈষম্য ও বিভক্তি সৃষ্টির যে কোন প্রচেষ্টা, কিছু লোকের জন্য ক্ষণস্থায়ী কিছু সুবিধা বয়ে আনলেও, পরিণামে তা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই অকল্যাণ বয়ে আনতে বাধ্য। সমসাময়িক এই পরিস্থিতির জন্য ইসলামের বাণী অত্যন্ত ইতিবাচক, এবং ইসলাম এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

ইসলাম অত্যন্ত কঠোর ভাষায় জাতি-ভেদ প্রথা এবং শ্রেণী বিদ্বেষের নিন্দা করে। যে কোন ভাবেই ফিৎনা সৃষ্টিকে ঘৃণা করে। এ বিষয়ে কুরআন করীমের বহু আয়াতের মধ্য থেকে কয়েকটি আয়াতের উদ্ধৃতি পূর্বেই দেয়া হয়েছে। ইসলামের পবিত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লামের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি (সা.)–

"আল্লাহ্‌র আলো যা না প্রাচ্যের, না প্রতীচ্যের

অর্থাৎ তাঁর মধ্যে উভয়েরই অংশ সমান সমান।

"আল্লাহ্ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর আলো। তাঁর আলোর উপমা হলো একটি তাক সদৃশ, যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, সেই প্রদীপটি আছে একটি গোলাকার কাঁচের চিমনীর ভিতরে, সেই কাঁচের চিমনীটি এমনই দীপ্তিমান যেন সেটি একটি উজ্জ্বল তারকা। সেটি (প্রদীপটি) এক এমন বরকতপূর্ণবৃক্ষের (তেল) দ্বারা প্রজ্জ্বলিত, যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয় (বরং, তা সারা বিশ্বের), এর তেল এমন যে, তা যেন এক্ষণই (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) জ্বলে উঠবে, আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও। আলোর ওপরে আলো। আল্লাহ্ যাকে চান (তাকে) নিজের আলোর দিকে পরিচালিত করেন। এবং আল্লাহ্ মানজাতির জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ"। (আন্ নূর- ২৪ঃ৩৬)

তাঁর (সা.) সম্পর্কে আরও বলা হয়েছেঃ

"আমরা তোমাকে সমগ্র বিশ্বের (এবং সমগ্র মানবজাতির) জন্য রহমত (এবং আশিস ও কল্যাণসমূহের উপায়) স্বরূপ প্রেরণ করেছি। (আল্ আম্বিয়া- ২১ঃ১০৮)

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই এই দেখে যে, অনেক মধ্যযুগীয় মনোভাববাপন্ন মুসলিম উলেমা যাদেকে বুল করে বলা হয় 'মৌলবাদী', তারা এই মত সমর্থন করেন যে, মুসলমানদেরকে অবশ্য অবশ্যই অমুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে, এবং যতদিন না তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, কিংবা ইসলাম কবুল করে, ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ সম্পর্কে এই যে বিকৃত ও কলুষিত ধারণা তার সঙ্গে পবিত্র কুরআন বর্ণিত ইসলামের সামান্যতম সংশ্রবও নেই। এ বিষয়ে বহু আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় শান্তি সম্পর্কিত আলোচনায়। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। (দ্রঃ 'আন্তধর্মীয় শান্তি ও সম্প্রীতি')। পরিশেষে আমি আবারও একবার দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, ইসলাম বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমগ্র মানবজাতিকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে যাতে সত্যিকার ভাবেই মানজাতিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে একত্রিত করা সম্ভব।

এ ব্যাপারে ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সা.)-এর যে দৃষ্টিভঙ্গী তা তাঁর (সা.) সর্বশেষ ভাষণ, যা বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে খ্যাত এবং যা তিনি দিয়েছিলেন তাঁর জীবনের সর্ববিশাল সেই জনতার সম্মুখে, তা থেকে আমি কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করছি, এবং তা-ই যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হবে এ ব্যাপারেঃ

"হে মানবমণ্ডলী! আমার কথা কান দিয়ে শোন। কেননা, আমি জানি না যে, আমি পুনরায় এই উপত্যকায় তোমাদের সামনে উপস্থিত হতে পারবো কিনা, এবং আজকের মত তোমাদের সামনে খুৎবা দিতে পারবো কিনা। আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদের জীবন এবং তোমাদের সম্পত্তিকে একে অপরের আক্রমণ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত পবিত্র করা হয়েছে। আল্লাহ্ প্রত্যেকের জন্য উত্তরাধিকারের অংশ অক্ষুন্ন রেখেছেন। কারো আইনসম্মত উত্তরাধিকারের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন দলীল-প্রামাণ কার্যকর হবে না। কোন ঘরে জন্ম গ্রহণকারী শিশুকে সেই ঘরের পিতার সন্তান বলেই গণ্য করা হবে। এইরূপ সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে, সে ইসলামী আইন মোতাবেক শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কেউ যদি সেই শিশুর জন্মকে অন্য কারো প্রতি আরোপ করে অথবা কেউ তার মালিক হওয়ার মিথ্যা দাবী করে, তাহলে তার ওপরে আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশ্‌তাবৃন্দ এবং সমগ্র মানবাজাতির অভিশাপ বর্ষিত হবে।

হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের কিছু অধিকার আছে, কিন্তু তোমাদের স্ত্রীদেরও কিছু অধিকার আছে

তোমাদের ওপরে। তাদের ওপরে তোমাদের অধিকার হচ্ছে, তারা সতীত্ব বজায় রেখে জীবন যাপন করবে। এবং এমন কোন পন্থা অবলম্বন করবে না, যা মানুষের সামনে তাদের স্বামীদের জন্য অসম্মানজনক হয়।... যদি তোমাদের স্ত্রীদের আচরণ এমন না হয় যে, তা স্বামীদের জন্য অসম্মান বয়ে আনে, তাহলে তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তোমাদের জীবনের মান অনুযায়ী তাদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করা। মনে রেখো, তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তোমাদের ওপরে ন্যস্ত করেছেন। স্ত্রী লোকেরা দুর্বল এবং তারা নিজেরা তাদের অধিকার রক্ষা করতে পারে না। যখন তোমরা বিয়ে কর তখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে এ সব অধিকারের আমানতদার নিয়োজিত করেন। তোমরা তোমাদের ঘরে তোমাদের স্ত্রীদেরকে নিয়ে আস আল্লাহ্‌র আইনের আওতায়। সুতরাং তোমরা কোনক্রমেই সেই আমানতের খেয়ানত করবে না, যা আল্লাহ্ সোপর্দ করেছেন তোমাদের হাতে।

হে মানবমণ্ডলী! এখনো তোমাদের হাতে কিছু যুদ্ধবন্দী রয়ে গেছে। অতএব, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তাদেরকে খেতে দাও এবং পরতে দাও ঠিক তা-ই, সেইভাবে এবং সেই ষ্টাইলে, যে-ভাবে এবং যে ষ্টাইলে তোমরা নিজের খাও এবং পর। তারা যদি এমন কোন অপরাধ করেই বসে, যা তোমরা ক্ষমা করতে পার না, তাহলে তাদেরকে অন্য কারো কাছে দিয়ে দাও। তারা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টির অংশ। তাদেরকে দুঃখকষ্ট দেওয়া অথবা নির্যাতন করা কোনক্রমেই উচিত নয়।

হে মানবমণ্ডলী! তোমাদেরকে আমি যা যা বলছি তা সবই তোমরা শোন এবং মনে রেখো। সকল মুসলমান একে অপরের ভাই। তোমরা সকলেই পরস্পর সমান। সকল মানুষ সমান, তা তারা যে কোন জাতি বা গোত্রেরই হোক না কেন, এবং জীবনের যে কোন অবস্থানই অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন। [এই পর্যায়ে তিনি (সা.) তাঁর দুহাত তুলে এক হাতের আঙ্গুলগুলিকে অপর হাতের আঙ্গুগুলির সঙ্গে মিলিয়ে নেন এবং বলেন] দু'হাতের আঙ্গুলগুলো যেমন পরস্পর সমান তেমনি সব মানুষেরাও এক অপরের সমান। তোমরা পরস্পর ভাই ভাই।

হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের আল্লাহ্ এক। এবং তোমাদের পূর্বপুরুষও এক। একজন আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই একজন অনারবের ওপরে; একজন অনারবেরও কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই একজন আরবের ওপরে। একজন সাদা-মানুষ কোনভাবেই একজন কালো-মানুষের ওপরে শ্রেষ্ঠ নয়; তবে, এই শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হবে, কে কীভাবে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি তার কর্তব্য সমাপন করেছে, তারই ভিত্তিতে। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্মপরায়ণ বা মুত্তাকী।

এই মাস যেমন পবিত্র, এই যমীন যেমন অলংঘনীয়, এই দিন যেমন পবিত্র, তেমনি আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতকে পবিত্র করেছেন। কোন মানুষের জীবন নাশ করা, সম্পত্তি লণ্ঠন করা, অথবা সম্মানের ওপরে আক্রমণ করা টিক তত বড় অন্যায় ও অপরাধ, যত বড় অন্যায় ও অপরাধ এই দিন, এইমাস ও এই যমীনের পবিত্রতা লংঘন করা। আজ আমি তোমাদেরকে যে আদেশ-উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি, তা শুধু আজকের জন্যই নয়, তা সর্বকালের জন্য। আমি তোমাদের কাছে আশা রাখি যে, এই সকল আদেশ-উপদেশ তোমরা মনে রাখবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে এই জগৎ ছেড়ে পরজগতে তোমাদের স্রষ্টার সমীপে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

আমি তোমাদের কাছে যা বলে গেলাম, তা তোমরা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছায়ে দিবে, হতে পারে, যারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না, তারাই এর দ্বারা অধিকতর উপকৃত হবে যারা শুনছে তাদের চাইতে।" (সিয়াহ্ সেত্তা, তাবারী হিশাম, খামীস ও বায়হাকী)

এই বাণী অত্যন্ত শক্তিশালী, স্বতঃসিদ্ধ। তবে, বিশেষ লক্ষণীয় যে, হযরত রসূলে পাক (সা.) বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আমরা সবাই একই পিতার সন্তান। এই বাণী বস্তুতঃ, এই অবিসংবাদিত গূঢ়ার্থই বহন করে যে, একই পিতৃত্ব থেকে উদ্ভুত মানবজাতির সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে কোনক্রমেই বিভিন্ন ধর্মের নামে বিভক্ত হতে দেওয়া যায় না।

(চলবে)

## "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
**মাহবুব হোসেন**
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

# ‘আখলাকে আহমদ’ অর্থাৎ ‘আহমদ’-এর চারিত্রিক গুণাবলী

**মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান,** মুরব্বী সিলসিলাহ

(৫ম ও শেষ কিস্তি)

## অবিচলতা এবং সততা ও নিষ্ঠা

(১) আর্যদের ‘ইন্দ্র’ নামে একটি পত্রিকা ছিল যা লাহোর থেকে প্রকাশিত হত। হুযূর (আ.)-এর মৃত্যুতে এই পত্রিকা লিখেছে:

**“মির্যা সাহেব তাঁর একটি গুণে মুহাম্মদ সাহেবের** (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাথে অনেক সাদৃশ্য রাখতেন আর সেই গুণটি হল অবিচলতার গুণ। তা যে উদ্দেশ্যেই থাকুক না কেন। তবে যতটুকু ধৈর্য হারা হয়েছেন তা আমাদেরই ভুলের কারণে ছিল। আর আমরা আনন্দিত, তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই অবিচলতায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং শত বিরোধিতা সত্ত্বেও সামান্যতমও বিচ্যুত হন নি।” (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৫)

(২) ‘আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম’-এর ২৯৭ পৃষ্ঠায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে দায়ের কৃত মামলার কথা বলতে গিয়ে বলেন: “এই অধম ইসলামের সপক্ষে আর্যদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লাহোর নিবাসী রালিয়ারাম নামী এক খ্রিস্টান উকিলের ছাপাখানা থেকে একটি প্রবন্ধ ছাপার জন্য একটি প্যাকেটে করে পাঠাই যার দু’পাশ উন্মুক্ত ছিল আর এই প্যাকেটেই একটি চিঠিও দিয়ে দেই। উল্লেখ্য, এই ব্যক্তির নিজস্ব একটি পত্রিকাও প্রকাশ হত। যাইহোক, চিঠিতে এমন কিছু বাক্য ছিল যেগুলো ইসলামের সমর্থন এবং অন্যান্য ধর্মের অসারতার প্রতি ইঙ্গিত করে। আর এই প্রবন্ধটি ছাপার জন্য জোরও দেয়া হয়েছিল। এজন্য সেই খ্রিস্টান বিরোধী ধর্মের হবার কারণে উত্তেজিত হয়ে গেল। আর কাকতালিয়ভাবে সে শত্রুতামূলক আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে গেল। আর এমন অপরাধের শাস্তি ডাক আইন অনুযায়ী পাঁচশত টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের জেল। অতঃপর সে ডাক অফিসারকে অবগত করে মামলা দায়ের করে দেয়। ...এই অপরাধের ভিত্তিতে জেলার প্রাণকেন্দ্র গুরদাসপুরে আমাকে ডাকা হল এবং যে উকিলের সাথে এই মামলার বিষয়ে পরামর্শ করা হল তাদের সবাই একটিই পরামর্শ দিল অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আর বুঝালো, এভাবে বলে দিন যে, আমি প্যাকেটে কোন চিঠি দেই নি রালিয়ারাম নিজেই হয়ত এটি ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর স্বান্ত্বনাও দিয়ে বলল, এমন বিবৃতি দিয়ে দিলে কিছু সাক্ষীর মাধ্যমে রায় হয়ে যাবে। আর দু’চারটি মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে মুক্তি পেয়ে যাবেন অন্যথায় মামলার অবস্থা খুবই কঠিন এই পন্থা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কিন্তু আমি তাদের সবাইকে উত্তরে বলেছি, আমি কোন অবস্থাতেই সততা বিসর্জন দিতে পারবো না এতে যা হয় হবে। তখন সেদিনই বা পরের দিন আমাকে এক ইংরেজের আদালতে উপস্থিত করা হল। আর আমার বিপরীতে ডাক বিভাগের অফিসার সরকারী বাদী হিসাবে উপস্থিত হল। তখন আদালতের বিচারক নিজ হাতে আমার বিবৃতি লিখলেন এবং সর্বপ্রথম আমাকে এই প্রশ্নই করলেন যে, “এই চিঠি কি আপনি এই প্যাকেটে রেখেছিলেন, এই প্যাকেট আর এই চিঠি উভয়ই কি আপনার?” তখন আমি কালবিলম্ব না করে নিদ্বিধায় উত্তর দিলাম, “এটি আমারই চিঠি এবং প্যাকেটও আমার। আমি এই চিঠিকে প্যাকেটের ভেতর ঢুকিয়ে পোস্ট করেছিলাম কিন্তু আমি সরকারের কোন ক্ষতি সাধনের জন্য অসদুদ্দেশ্যে এটি করি নি বরং আমি এই চিঠিটিকে এই প্রবন্ধেরই অংশ মনে করেছি আর এতে আমার ব্যক্তিগত কোন কথা নেই। একথা শোনামাত্রই সেই ইংরেজের হৃদয়কে আল্লাহ তালা আমার সপক্ষে করে দেন আর আমার বিপক্ষে ডাক বিভাগের অফিসার অনেক হৈ চৈ করেন। আর ইংরেজীতে অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতাও করেছে যা আমি বুঝিও নি কিন্তু আমি এতটুকু বুঝতে পারছিলাম, প্রত্যেক বক্তব্যের পর আদালতের বিচারক ‘নো’ ‘নো’ বলে তার কথাকে রদ করছিলেন। অবশেষে যখন সেই বাদী অফিসার যখন তার সকল বিবৃতি উপস্থাপন করে দিল তখন বিচারক রায় লেখার দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সম্ভবত এক বা দুই লাইন লিখে আমাকে বললেন, আপনি যেতে পারেন। এটি শুনে আমি আদালত কক্ষ থেকে বের হলাম এবং আমার প্রতি সত্যিকার অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। ...আমি ভালোভাবে জানি, তখন সততার কল্যাণেই খোদা তা’লা এই আপদ থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।” (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম: পৃষ্ঠা ২৯৭-২৯৮)

(৩) আয়েনায়ে কামালাতে ইসলামে হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) বলেন, “আমার ছেলে সুলতান আহমদ এক হিন্দুর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীনভাবে নালিশ করেছে যে, সে আমাদের জমিতে বাড়ি বানিয়েছে আর এজন্য সে বাড়ি উচ্ছেদের দাবী জানিয়েছিল। তার মামলার বর্ণনায় একটি বিষয় ভুল ছিল যে ভুলের কারণে মামলাটি খারিজ হয়ে যেতে পারে। আর মামলাটি যদি খারিজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে শুধু সুলতান আহমদকেই নয় আমাকেও ক্ষতির শিকার হতে হত। বিবাদী পক্ষ

এই সুযোগে আমার সাক্ষী লিখে দেয় তাই আমি বাটালা যাই ... তখন সুলতান আহমদের উকিল আমার কাছে এসে বলল, দেখুন এখনই মামলা পেশ হবে আপনি কী বয়ান দিবেন? আমি বললাম, আমি তো সত্যিকার অর্থে যা ঘটেছে তা-ই বলব আর সত্য কথা বলব। একথা শুনে সে বলল, তাহলে আপনার আর কাচারিতে যাওয়ার কী দরকার, আমি গিয়ে এই মামলা প্রত্যাহার করি। অতএব, এই মামলাটি আমি নিজ হাতে শুধুমাত্র সত্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ভেস্তে দিয়েছি এবং সত্য কথা বলাকে 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য' প্রাধান্য দিয়েছি আর এক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিরও কোন তোয়াক্কা করি নি। (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম: পৃষ্ঠা ৩০০)

## সংযত দৃষ্টি

(১) মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, বাইরে পুরুষের মাঝেও হযরত সাহেবের অভ্যাস ছিল, তিনি দৃষ্টি সর্বদাই অধঃনমিত রাখতেন আর এদিক সেদিক চোখ ঘুরিয়ে দেখার অভ্যাস তাঁর ছিল না। অনেক সময় এমনও হত, প্রাত:ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি কোন খাদেমের কথা নাম পুরুষসূচক সর্বনাম ব্যবহার করে বলতেন অথচ সেই খাদেম তাঁর সাথেই হাঁটছেন। কেউ যখন তাঁকে বলে দিতেন তিনি বুঝতেন যে, সেই ব্যক্তি আসলে তার পাশেই আছেন। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪০৩)

(২) মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত সাহেব কয়েকজন খাদেমকে সাথে নিয়ে ছবি তুলছিলেন। ফটোগ্রাফার তাঁকে সবিনয়ে বলতেন, হুযূর একটু চোখ খুলে রাখুন নইলে ছবি ভালো আসবে না তখন একবার তিনি কষ্ট করে কিছু সময়ের জন্য তুলনামূলক একটু বেশী খুলেছেন কিন্তু ক্ষণিকের মাঝেই আবার অধঃনমিত হয়ে যায়। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪০৪)

## খোদার সিংহ

(১) মৌলভী সায়্যেদ মুহাম্মদ সারোয়ার শাহ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, গুরুদাসপুরে যে দিনগুলোতে করম দীনের সাথে মামলা চলছিল সেসময় হুযূর মামলার তারিখের দু'দিন পূর্বে আমাকে গুরুদাসপুর পাঠান। ...আমি যখন গুরুদাসপুর বাড়ির সামনে আসলাম তখন নিচে থেকে মরহুম ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবকে ডাক দিয়ে বললাম, তিনি যেন নিচে এসে দরজা খুলেন। আমার ডাক দেয়ার সাথে সাথে ডাক্তার সাহেব অস্থির হয়ে কান্না-কাটি ও হৈ চৈ শুরু করে দিলেন। অবশেষে তিনি চোখের পানি মুছে নিচে আসেন। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মুহাম্মদ হুসাইন মুন্সী এসে আমাকে বলেছে, সম্প্রতি এখানে আর্যদের সভার সাধারণ কার্যক্রমের পর তারা ঘোষণা করেছে, এখন আপনারা চলে যান আমরা একান্তে কিছু আলোচনা করব। আমিও চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমার এক আর্য বন্ধু আমাকে বলল বস, আমিও সাথে যাব। তাই আমি সেখানেই এক পাশে বসে গেলাম। তখন আর্যদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে মেজিস্ট্রেটকে মির্যা সাহেবের নাম নিয়ে বলল, এই ব্যক্তি আমাদের চরম শত্রু আর আমাদের নেতা লেখরামের হত্যাকারী। সে এখন আপনার হাতে শিকার হিসাবে আছে আর পুরো জাতি আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। আপনি যদি এই শিকারকে হাত থেকে যেতে দেন তাহলে আপনি পুরো জাতির শত্রু হয়ে যাবেন। একথা শুনে মেজিস্ট্রেট উত্তর দিল, আমি তো প্রথম থেকেই চিন্তা করে রেখেছি, সম্ভব হলে শুধু মির্যাকেই নয় বরং তার সঙ্গি-সাথি এবং সাক্ষীদেরও জাহান্নামে পাঠিয়ে দিব। কিন্তু কী করব, মামলা এমন সতর্কতার সাথে পরিচালনা করা হচ্ছে যে, এতে হাত দেয়ার কোন জায়গা পাচ্ছি না। কিন্তু এখন আমি অঙ্গীকার করছি, যা-ই হোক না কেন এই প্রথম শুনানিতেই আমি আদালতী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করব। মুহাম্মদ হুসাইন আমাকে বলেছে, এর অর্থ হল, প্রত্যেক মেজিস্ট্রেটের অধিকার থাকে, শুরুতেই বা মামলা চলাকালিন সময়ে যখনই সে চায় অভিযুক্তকে জামানত গ্রহণ না করে গ্রেফতার করে হাজতে দিয়ে দিতে পারে।" এরপর মির্যা সাহেব গুরুদাসপুর আসলেন। আমি পুরো ঘটনা তাঁকে শুনালাম অর্থাৎ কীভাবে আমি এখানে এসে ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পেলাম এরপর কীভাবে ডাক্তার সাহেব মুন্সী মুহাম্মদ হুসাইনের আসার ঘটনা শুনিয়েছে এবং এরপর মুহাম্মদ হুসাইন কী ঘটনা শুনিয়েছে– এসব হুযূর নীরবতার সাথে শুনছিলেন। আমি যখন ঘটনা বলতে বলতে শিকার-এর শব্দে পৌছলাম তখন তিনি মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আবার বসলেন। তাঁর চোখ বিস্ফারিত হল এবং চেহারা রক্তিম বর্ণের হয়ে গেল। তিনি বললেন, আমি তাঁর শিকার? আমি তার শিকার নই আমি সিংহ শুধু তা-ই নয় আমি খোদার সিংহ। সে খোদার সিংহের উপর কীভাবে হাত দিতে পারে? এমনটি করে তো দেখুক। হুযূর কয়েকবার খোদার সিংহ শব্দটি পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং তখন চোখ যা কিনা সব সময় অধঃনমিত ও বন্ধ প্রায় থাকত সত্যিকার অর্থেই সিংহের ন্যায় খুলে আগুনের মত জ্বল জ্বল করছিল। এরপর তিনি বলেন, আমি কী করব? আমি তো খোদার সামনে নিবেদন করেছি, আমি তোমার ধর্মের জন্য নিজের হাত এবং পায়ে লোহার বেড়ী পরার জন্য প্রস্তুত আছি কিন্তু খোদা তা'লা বলেন, না, আমি তোমাকে লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করব এবং সসম্মানে মুক্তি দান করব। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৭)

## ব্যক্তিত্ব

(১) মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল, তিনি সকালে প্রাতঃভ্রমণে বাইরে যেতেন। খাদেমরাও তাঁর সাথে যেত এবং এক মাইল বা দুই মাইল পর্যন্ত চলে যেতেন। দ্রুত গতীতে হাঁটা তাঁর অভ্যাস ছিল। কিন্তু একই সাথে তার দ্রুত হাঁটার মাঝেও সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বজায় থাকত। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭১)

## বিরক্ত না হওয়া

(১) শেঠী গোলাম নবী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মরহুম মৌলভী আব্দুল করিম শিয়ালকোটি সাহেব বলেন, মানুষ হযরত সাহেবকে খুবই বিরক্ত করত আর বার বার দোয়ার জন্য চিরকুট লিখে

পাঠাত যা ব্যস্ততার সময়ে বাধার কারণ হত। আমি চিন্তা করলাম, আমিই হুযূরকে সবচেয়ে বেশী বিরক্ত করি তাই হয়ত বিরক্তীর লক্ষ্যস্থল আমিই। তাই আমি তখনই হুযূরে খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হুযূর যদি আমাদের এসব কাজে বিরক্ত হন তাহলে আমরা এমনটি আর করব না। হুযূর উত্তরে বললেন, না, না বরং তোমরা বার বার লিখ যত বেশী স্মরণ করাবে ততই ভালো। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৪)

(২) মীর শফী আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর মাঝে একটি বিশেষ গুণ দেখেছি আর তা হল, যতবারই হুযূর বাইরে যেতেন আমি দৌড়ে গিয়ে আস্‌সালামু আলাইকুম বলতাম এবং করমর্দন করার জন্য হাত প্রসারিত করতাম। হুযূর সংগে সংগে নিজের হাত আমার হাতে দিয়ে দিতেন। দিনে অসংখ্য বার এমন করতাম কিন্তু তিনি(আ.) একবারও বলতেন না যে, তোমার কী হয়েছে এখনই তো করমর্দন করলে, পাঁচ মিনিট পর পর করমর্দন করার কী প্রয়োজন? (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৩৫)

## কাউকে 'তুই' বলে সম্বোধন না করা

(১) ফয়জুল্লাহ চক নিবাসী হাফেজ নবী বখশ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূরের অভ্যাস ছিল, ছোট বড় কাউকে তিনি 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন না। অথচ আমি ছোট বাচ্চা ছিলাম এরপরও আমাকে হুযূর 'তুই' বলে সম্বোধন করেন নি। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৩)

## দোয়া করার পদ্ধতী

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সাহেব যখন কোন সভায় বয়াতের পর বা কারো আবেদনের প্রেক্ষিতে দোয়া করতেন তখন তাঁর দুই হাত মুখের খুবই কাছাকাছি থাকত এবং কপাল ও চেহারা হাত দিয়ে ঢেকে যেত। আর যদি অন্য কোনভাবে বসে থাকতেন তাহলে দোয়ার সময় তিনি হাটু বিছিয়ে সোজা হয়ে বসে যেতেন। এটি দোয়ার ক্ষেত্রে হুযুরের খোদার প্রতি আদব ছিল। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৩৬)

## গাড়ীতে মুসাফেরদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়া

(১) মৌলভী গোলাম হুসাইন ডোঙ্গী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হুযূরের সাথে রেলগাড়ীতে সফর করার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। মানুষ সাধারণত রেলগাড়ীতে চড়ে বহিরাগত মুসাফেরদের সাথে তিরস্কারমূলক আচরণ করে। সে সময়ও কিছু সাথি তেমনই আচরণ করছিল আর তাদের মাঝে এই অধমও ছিলাম। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) মুসাফেরের জন্য জায়গা খালি করে দিলেন আর আমাকে সম্বোধন করে বললেন, উত্তম নৈতিকতা দেখানোর এটাই সুযোগ। এতে আমি খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলাম। এটি তাঁর উন্নত নৈতিক গুণাবলীর একটি অতি নগণ্য উদাহরণ। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬৭)

## কাদিয়ানে বার বার আসার তাগিদ

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কাদিয়ানে বার বার আসার জন্য তাগিদ প্রদান করতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮৮)

## সামগ্রীক নৈতিক গুণের অধিকারী

(১) হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নৈতিকতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। অর্থাৎ তিনি পরম দয়াবান ও স্নেহশীল ছিলেন। দানশীল ও অতিথী পরায়ণ ছিলেন। তিনি নির্ভিক ছিলেন অর্থাৎ বিপদের সময় মানুষ যখন হাল ছেড়ে বসে পড়ে সেই পরিস্থিতিতে তিনি সিংহের ন্যায় সামনে এগিয়ে যেতেন। তিনি ক্ষমা, উপেক্ষা, কল্যাণকামিতা, সততা, বিনয়, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, উদার, লজ্জা, দৃষ্টি সংযত রাখা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশ্রম, স্বল্পে তুষ্টতা, বিশ্বস্ততা, অকৃত্রিমতা, সরলতা, স্নেহশীলতা, খোদার সম্মান প্রদর্শন, রসূল এবং বুযুর্গানে দীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সহিষ্ণুতা, মধ্যম পন্থা অবলম্বন, অধিকার আদায় করা, অঙ্গীকার রক্ষা করা, কর্মক্ষমতা, সহমর্মিতা, ধর্মের প্রচার করা, তরবিয়ত করা, সমাজে উত্তমভাবে বসবাস করা, অর্থে অনিহা, ব্যক্তিত্ব, পবিত্রতা, প্রাণবন্ত ও কৌতুক করা, গোপনীতা রক্ষা করা, আত্মাভিমান, অনুগ্রহ করা, মর্যাদার খেয়াল রাখা, সুধারণা রাখা, সাহসিকতা ও অবিচলতা, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, প্রফুল্লচিত্ত, নির্মল চিত্ততা, ক্রোধ সংবরণ করা, শৃঙ্খলা, জ্ঞান ও মারেফাতের প্রসার ঘটানো, খোদা ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রেম, রসূলের পূর্ণ আনুগত্য- এসব বৈশিষ্ট্যে তিনি অনন্য ছিলেন। এগুলো ছিল তার সংক্ষিপ্ত নৈতিকতা ও স্বভাব।...."

"অধৈর্য, বিদ্বেষ, হিংসা, অন্যায়, শত্রুতা, নোংরামী, জগতের মোহ, অকল্যাণকামিতা, গোপনীয়তা ভঙ্গ করা, গীবত, মিথ্যা, অকৃতজ্ঞতা, অহংকার, হীনমন্যতা, কৃপণতা, বক্রতা ও ছিদ্রান্বেষণ, হীনমন্যতা, চাতুরতা, অশ্লীলতা, বিদ্রোহ, ব্যর্থতা, অলসতা, নৈরাশ্য, লোকদেখানো, মানুষকে কষ্ট দেয়া, ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, কুধারণা করা, আত্মাভিমান না থাকা, অপবাদ আরোপ করা, প্রতারণা করা, অপব্যায় করা, অসাবধনতা করা, পরচর্চা করা, পরনিন্দা করা, অবিচল না থাকা, জেদীপনা, অবিশ্বস্ততা, সময় নষ্ট করা– এসমস্ত বিষয় থেকে তিনি কয়েক ক্রোশ দূরে থাকতেন।

তিনি (আ.) নিয়মিত বাজামাত নামায আদায় করতেন, তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন, দোয়ায় অগাধ বিশ্বাস রাখতেন, অসুস্থ বা সফরে না থাকলে অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন, সরল সাদা সিদে জীবনাচার ছিল, কঠোর পরিশ্রম সহ্য করতে পারতেন, সারা জীবন জিহাদ করেই অতিবাহিত করেছেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৭৫)

# আমি কিভাবে আহমদী হলাম

**মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী**
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(১৩তম কিস্তি)

## আমার ভাওয়ালপুরে তিন বছর

মোহতরম চৌধুরী গোলাম আহমদ সাহেব ভাওয়ালপুরের আমীর ছিলেন। প্রতিদিন শহরের বিভিন্ন হালকায় প্রোগ্রাম থাকত। মাগরিবের নামাযের পর দরস, তারপর আলোচনা হত।

ভাওয়ালপুর মেডিকেল কলেজ হালকায় দুজন আহমদি ডাক্তার এবং ৮/১০ জন আহমদি ছাত্র ছিলেন।ডা:মোবারক আহমদ চৌধুরী সাহেবের বাসায় মাগরিবের নামাযের পর দরস ও আলোচনা হত। আমি ছাত্রদের রাজি করালাম তারা ফজরের নামাযও এই বাসায় পড়তে আসবেন। আমি প্রতিদিন ফজরের নামাযের সময় সেখানে যাওয়া শুরু করলাম। আমার বাসা থেকে সাইকেলে প্রায় ১৫ মিনিটের রাস্তা। ফজরের পর কুরআন শরিফের দরস দিতাম। অনেক সময় দরসের পর আলোচনা শুরু হয়ে যেত। আমি সবসময় তিন-চার মিনিট বই পড়েই দরস শেষ করতাম। তারপর দরসের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। যাতে দরস প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। আমরা সবাই আনন্দ পেতাম। কুরআন-হাদিস বা ধর্মীয় বিষয় এমন যা শ্রোতা বা পাঠকের মনে জাগরণ সৃষ্টি করে,শিহরণ জাগায়। আস্তে আস্তে মানুষ ধর্মকে ভালবাসতে শুরু করে।

বিয়ের পর ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ আমি পাকিস্তানে ফেরত গিয়ে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) এর অনুমতিক্রমে আমার স্ত্রীর পাকিস্তান যাবার প্রস্তুতি শুরু হয়। পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদি বানাতে কাগজপত্র জমা দিতে হয়। বহু বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হচ্ছিল। শ্রদ্ধেয় ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া সাহেব আমার শাশুড়ী আম্মার মামাতো ভাই ছিলেন। প্রথমে পাকিস্তান বিমান ও পরে 'বাংলাদেশ বিমান' এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। বাংলাদেশ ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সদস্য ছিলেন। অনেক পরিশ্রম করে অবশেষে আমার স্ত্রীর পাকিস্তান যাওয়ার ভিসা নিতে পেরেছিলেন। হুযূর (রাহে.) এর দোয়া, সাহাবায়ে কেরামের দোয়ার ফলে অবশেষে আল্লাহর ফযলে আমার স্ত্রী আমাতুল কুদ্দুস শাহানার পাকিস্তান যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

আমি ভাওয়ালপুর থেকে ট্রেন যোগে করাচি গেলাম। ১৯৭৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার স্ত্রী পাকিস্তান গেলেন। আমি স্ত্রী সহ মোহতরম মুহাম্মদ উসমান চৌ. (চিনি সাহেব) মুরুব্বী সাহেবের বাসায় ড্রিগরোড করাচিতে উঠলাম। তার সাথে ঘনিষ্টতা ছিল। তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তার বাসায় উঠেছিলাম। চিনি সাহেবের স্ত্রীও চীন দেশী, তারা আমাদের খুব আদর যত্ন করলেন। সেই থেকে তাদের সাথে আমাদের খুব ভাল সম্পর্ক। রাবওয়াতেও আমরা পাশাপাশি তাহরীকে জাদীদের কোয়ার্টারে থাকতাম। চিনি সাহেব চিনি ডেস্কের ইনচার্জ হয়ে লন্ডন গেলেন। করাচিতে চিনি সাহেবের কোয়ার্টারের পাশেই আমাদের মুনির আহমদ চৌধুরী সাহেব, মোবাল্লেগ ওয়াশিংটনের মা-বাবা থাকতেন। তারাও দাওয়াত করে খাওয়ালেন। জাযাকুমুল্লাহ।

করাচি থেকে ট্রেনে প্রায় রাত ১২টায় আমরা ভাওয়ালপুর পৌঁছেছিলাম। আমাদের স্বাগতম জানাতে অনেক আহমদী ভাই ভাওয়ালপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন। জামাতের সকলেই খুব খুশী হয়েছিলেন। অনেক বাড়িতে আমাদের দাওয়াত করে আপ্যায়ণ করেছেন। জাযাকুমুল্লাহ। ভাওয়ালপুরে থাকা কালে আমাদের বড় দুই মেয়ের জন্ম হয়েছিল।

ভাওয়ালপুর ডিভিশন নবাবের রাজ্য ছিল। পাকিস্তান হওয়ার কয়েক বছর পর এই রাজ্য পাকিস্তান সরকারের ব্যবস্থাপনার অধীনে আসে। নবাবী আমলে ভাওয়ালপুর নবাবের আদালতে সর্বপ্রথম আহমদীদের নট মুসলিম করা হয়েছিল। ভাওয়ালপুরে আহমদীয়া জামাতের কঠোর বিরোধিতা সবসময় ছিল, আজও আছে।

ভাওয়ালপুরে জামাতের মাঝে বেদারী সৃষ্টি করার সুযোগ আল্লাহ তা'লা দিয়েছিলেন। সেখানে আমার যাওয়ার বহুদিন পূর্বে

মসজিদ বানানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়েছিল। প্রায় ৪ ফুট উঁচু দেয়াল উঠেছিল তারপর বিরোধীরা আদালতে মামলা করে মসজিদের কাজ বন্ধ করে দেয়। এখনো মসজিদের নির্মাণ কাজের উপরে আদালতের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে।

জামাত একটি বাড়ীর ছাদের উপর টিন শেড ভাড়া নিয়ে সেখানে জুমু'আর নামায আদায় করে যাচ্ছিল। জায়গা কম ছিল। লাজনা মা-বোনদের জুমু'আর নামাযে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। আমরা পুরুষরাই কেবল অনেক কষ্টে নামায পড়তাম।

খাকসার সবার সাথে কথা বললাম। সবাই রাজি হলেন। তারপর মজলিস আমেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হল। আমাদের মসজিদের জন্য যে প্লট ছিল সেখানে একটি পাকা ঘরে তিন জন মুরুব্বীর জন্য মুরুব্বী কোয়ার্টার ছিল। অনেকটা জায়গা খালি ছিল। প্রস্তাব অনুসারে খালি জায়গায় সিমেন্ট ব্যবহার না করে সিমেন্টের বদলে মাটির গারা ব্যবহার করে পাকা ইট দিয়ে কতগুলো খুঁটি বানানো হল। উপরে খেঁজুরের পাতার চাল। খেঁজুরের পাতার উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে ছাদ বানানো হল। সে অঞ্চলে বৃষ্টি এত কম হয় যে, খেঁজুর পাতার উপর মাটির প্রলেপ নষ্ট হয় না। খেঁজুর পাতার বেড়া দিয়ে ঘর করে মসজিদ বানিয়ে নিলাম। সবাই খুব খুশী। গরমের সময় সেদেশে প্রচন্ড গরম হয়। এখন গরমে মসজিদের চাল গরম হয় না। এটা ১৯৮১ সনের কথা। ২০০৫ সনে কাদিয়ান জলসায় আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। ডাক্তার মোবারক আহমদ চৌধুরী, ভাওয়ালপুরের আমীর সাহেবের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন যে, ঐ মসজিদকে ঐ ভাবেই আরো বড় আরো সুন্দর করেছেন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করে নিয়েছেন। তারা আমাকে মহব্বতের সাথে স্মরণ করেন। এখনো ফোনে খবরাখবর বিনিময় হয়। কয়েক বছর পূর্বে মোকাররম সালেহ মুহাম্মদ খান একজন অবসরপ্রাপ্ত মোবাল্লেগ ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি ভাওয়ালপুর হয়ে এসেছিলেন। তিনিও আমাকে বললেন যে, ভাওয়ালপুরের ভাইয়েরা আমাকে স্মরণ করেন।

পরে যখন আমি রাবওয়ায় ছিলাম, ভাওয়ালপুরের একজন মুহাম্মদ শরীফ জাবেদ সাহেব তার মেয়ের বিয়ের সময় আমাকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করে ভাওয়ালপুর নিয়ে যান। মেয়ের বিয়েতে এলান আমাকে দিয়ে করিয়েছিলেন। কারণ তার ছেলে-মেয়েদের আমি কোরআন শরীফ পড়াতাম। এ মেয়েতো এখন ডাক্তার হয়েছে। তার ছেলে-মেয়ে সবাই মেধাবী এবং উচ্চ শিক্ষিত হয়েছেন। আমি যেসব জামাতে মুরুব্বী ছিলাম, মুরুব্বী হিসেবে কাজ করেছি পরবর্তীতে আবার সপরিবারে তাদের আমন্ত্রণে সেসব জামাতে বেড়াতে গিয়েছি।

আমাদের ভাওয়ালপুরের ঐ খেঁজুর পাতার মসজিদে হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব, নাযেম ওয়াকফে জাদীদ নামাযে জুমু'আ পড়িয়েছিলেন। মোহতরম সাহেবযাদা সাহেব সফরে মুলতান এসেছিলেন। ভাওয়ালপুর যাবার পূর্ব প্রোগ্রাম ছিল না। আমি চাচ্ছিলাম তিনি ভাওয়ালপুরেও আসুন। কয়েকজন গয়ের আহমদী মেডিকেল স্টুডেন্টের সাথে তবলিগী কথা-বার্তা হোক। আমীর সাহেব গয়ের আহমদীদের বিরোধীতার ভয়ে রাজি হচ্ছিলেন না। আমি বললাম, আমি মুলতান গিয়ে মোহতরম সাহেবযাদাকে বিস্তারিত বলে দেখি, তিনি যদি রাজি হন তাহলে তিনি আসবেন। আমীর সাহেব রাজি হলেন। আমি মুলতান গিয়ে মোহতরম সাহেবযাদা সাহেবের সাথে দেখা করে সব বললাম। প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না, তারপর আমি আমাদের পরিকল্পনা বললাম। সাধারণভাবে সবাইকে জানানো হবে না। ঠিক সময়ে মেডিকেলের কয়েকজন ছাত্রকে আমাদের ছাত্ররা ডেকে আনবেন। পরে মোহতরম সাহেবযাদা সাহেব রাজি হলেন। আমি ফেরত এসে সবাইকে প্রস্তুত করলাম। মোহতরম সাহেবযাদা সাহেব সময়মত আসলেন। সময়মত তবলিগী প্রোগ্রামও হয়ে গেল। ভাওয়ালপুরে বিরোধীতার কারণে কখনও তবলিগী প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়নি। তাছাড়া মোহতরম সাহেবযাদা সাহেবের মত মানুষকে গয়ের আহমদীরা দেখেনি। যারা দেখেছে তারা বুঝেছে তিনি কেমন মানুষ ছিলেন।

মোহতরম সাহেবযাদা সাহেবকে সবাই অনুরোধ করাতে তিনি আমাদের এই নতুন মসজিদে জুমু'আর নামায পড়াতে রাজি হয়েছিলেন। তিনি জুমু'আর খুৎবায় যা বলেছিলেন সেখান থেকে একটি বিশেষ ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই। ১৯৭০/৭১ সনের ঘটনা। পাকিস্তান পিপল্‌স পাটি (পিপিপি) তখনও আহমদী জামাতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিল। মোস্তফা জাতোই সাহেব সিন্ধু প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন। ভদ্র স্বভাবের লোক। মোহতরম সাহেবযাদা সাহেবের নিমন্ত্রণে তিনি রাবওয়া দেখতে গিয়েছিলেন।

মোহতরম সাহেবযাদা সাহেব নিজের গাড়িতে বসিয়ে মোস্তফা জাতোই সাহেবকে রাবওয়া শহর দেখিয়েছিলেন। তাহরীকে জাদীদের বড় অফিস ভবন দেখিয়েছেন সাথে বলেছেন,"১৯৩৪ সনে মজলিস আহরারে ইসলামের মৌলভী আতাউল্লাহ শাহ বোখারী সাহেব ঘোষণা দিয়েছিল যে তারা কাদিয়ান শহরকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে। তার জবাবে এই তাহরীকে জাদীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরষ্কারস্বরূপ। ১৯৫৩ সনে পাকিস্তানের মোল্লা-মৌলভীরা আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। আল্লাহ তা'লা এর ফলে পুরষ্কারস্বরূপ ওয়াকফে জাদীদ দান করেছেন। এই দেখুন ওয়াকফে জাদীদ বিল্ডিং আর তার ফলাফল...।"

সবচেয়ে বড় আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে মোহতরম সাহেবযাদা সাহেব মোস্তফা জাতোই সাহেবকে বললেন, 'আপনারাও শীঘ্রই আমাদের বিরুদ্ধে অনেক বড় আন্দোলন চালাবেন। যুলুম, অত্যাচার

করবেন। মোস্তফা জাতোই বললেন, মিয়া সাহেব! আপনি কী বলছেন! কখনো এমন হতে পারে না। মোহতরম সাহেবযাদা বলেছিলেন; দেখবেন ভবিষ্যত কি বলে।

ঐ যুগের আহমদীরা জানেন, সারা দুনিয়ার মানুষ জানে যে, ১৯৭৪ সনে সমগ্র পাকিস্তান ব্যাপী কীভাবে কতবড় যুলুম, অত্যাচারের বাজার গরম করা হয়েছিল। হাজার হাজার আহমদী বাড়ী-ঘর, দোকানপাট জ্বালিয়ে ছাঁই করে দেয়া হয়েছিল। আর ঐ যুলুমের যাঁতাকল এখনো চলছে, বন্ধ হয়নি। দুনিয়ার মানুষ দেখছে। ১৯৭৪ সনের পর থেকে সারা পৃথিবী বিশেষ করে পাকিস্তান এবং মুসলিম দেশগুলোর অবস্থা কত শোচনীয় তা কেউ বুঝতে চায় না। দেখেও দেখে না।

ঐ যুগের আহমদীরা জানেন যে, ১৯৭৪ সনে কী হয়েছিল। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ জানে যে, আহমদীদের উপর চরম জুলুম-অত্যাচার আর বর্বরতা চালানো হচ্ছে। শুধু বর্বরতা বললে ভুল হবে, বর্বরতা চালানো আরম্ভ হয়েছিল। সেই থেকে পাকিস্তানী আহমদীরা আজও জুলুমের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েই চলেছে।

কিন্তু ১৯৬৯ সনের সাধারণ নির্বাচনে আহমদীরা ভুল করে পিপিপি-কে ভোট দেয়নি আর না জামাতের ভবিষ্যত লাভ লোকসান চিন্তা করে ভোট দিয়েছিল। যদি ঐ সময় পিপিপি-কে আহমদীরা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত না করত তাহলে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তানের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ত।

১৯৭৬ সনে পুনরায় সাধারণ নির্বাচনে আহমদীয়া জামাত পিপিপি-কে ভোট দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তখন আহমদীরা খুব কষ্ট বোধ করেছিল। আমাদের জামেয়ার অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর মাওলানা আব্দুল লতিফ ভাওয়ালপুরী সাহেবের সাথে খাকসার আমার মাকালার (অভিসন্দর্ভ) প্রস্তুতির জন্য দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি তফসীর পড়তেন ও লিখতেন। আমার মাকালার বিষয় ছিল সূরা ইয়াসীনের তফসীর। তাই তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তফসীরের আলোচনার মাঝে তিনি তাঁর নিজের ঘটনাও শোনাচ্ছিলেন যে, যদি তফসীরের জ্ঞান খোদা তা'লার পক্ষ থেকে লাভ করা যায় তাহলে খুব মজা বা আনন্দ হয়। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। তিনি কোন কোন আয়াতের তফসীর আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে জেনেছেন। কিন্তু কোন কোন আয়াত সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা তাকে জানিয়েছেন যে, এ আয়াত সম্পর্কে এর বেশি তাকে জানানো হবে না।

শিশুদের ধর্মীয় জ্ঞানের আলো দানের উদ্দেশ্যে ছোট্ট একটি বই 'তোহফায়ে ভাওয়ালপুর' প্রস্তুত করেছিলাম। আমার সাথের সিনিয়র মুরুব্বী সাহেবরাও বইটি দেখে দিয়েছিলেন। মোহতরম আমীর সাহেব ভাওয়ালপুর ঐ বই দেখে খুশী হয়ে ছাপার খরচ বহন করেছিলেন। বইটি রাবওয়া জিয়াউল ইসলাম প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম বই হাতে পেয়েই আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে হুযূরের হাতে দেই। হুযূর (রাহে.) খুশি হয়ে দোয়া করেছিলেন।

সর্বদা আমার চেষ্টা ছিল জামাতের ছোট বড় সবাইকে জামাতের কাজে কমপক্ষে জুমুআর নামাযে হাজির হবার জন্য আগ্রহী করে তোলা। আল্লাহর ফযলে আমার জামাতে সব সময় জুমুআর নামাযের উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিল। আলহামদুলিল্লাহ।

(চলবে)


# To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

# আমাদের খোদা

"দিনে রাতে মোর প্রাণে বাজে সদা এই ভুবনের আছে এক খোদা।"

## ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে জলসা সালানায় প্রদত্ত বক্তৃতা

মূল **হাফেয ড. সালেহ মুহাম্মদ আলদীন**

(১ম কিস্তি)

**আমাদের খোদা**

হাফেয ড. সালেহ মুহাম্মদ আলাদীন সাহেব, সাবেক অধ্যাপক, মহাকাশ বিজ্ঞান. ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ কর্তৃক ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জলসা সালানা কাদিয়ানে প্রদত্ত বক্তৃতা।

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা শরীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা'দু ফা আউযুবিল্লাহি মিনাস শাই ত্বানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রাহমানির রাহিম। মালিক ইয়াও মিদ্দিন। ইয়্যা কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা কা নাস্তাইন। ইহদিনস সিরাতাল মুস্তাকিম। সিরাতাল্লাযিনা আন আমতা আলাইহিম। গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্‌দাল্লিন। আমিন।

আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া। লাহুল আসমাউল হুসনা। (সূরা ত্বাহা : ৯)

দিনে রাতে মোর প্রাণে বাজে সদা
এহী ভবনের আছে এক খোদা।
ধরণীর সৃজন তাঁরই সে হাতে
আকাশ, তারা, সূর্য সে সাথে।
এক সে খোদা! লা-শারিক জানি
সবার প্রভু– বিচারক মানি।
(কালামে মাহমুদ)

আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হলো, "আমাদের খোদা।" আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে নও-মুবাইনদের কথা স্মরণ রেখে সহজ সরল ভাষায় এ বিষয়ে কিছু বলার জন্য আমাকে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ওয়াবিল্লাহিত তাওফিক।

এই পৃথিবী এবং আমরা এক সময় ছিলাম না। পৃথিবী, আকাশ, চাঁদ, সূর্য, তারকা–এক কথায় সবকিছুকে আমাদের খোদা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মৌলিক নাম আল্লাহ্। উর্দুতে আমরা তাঁকে 'খোদা' বলে ডাকি। 'খোদা' শব্দের অর্থ হলো, এমন এক সত্য যাকে কেউ সৃষ্টি করেনি এবং তিনি অনাদিকাল হতে অস্তিত্ববান। একটা সময় এমন ছিল, যখন কেবলমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি সবকিছুকে অস্তিত্বে এনেছেন, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তৈরী করেছেন। তিনি উচ্চতর শক্তির অধিকারী। তিনি অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাই আমরা তাঁকে 'আল্লাহ্ তা'লা' বলে থাকি। 'তা'লা' মানে হচ্ছে উচ্চ। আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত দুর্বলতার ঊর্ধ্বে। অপরপক্ষে সকল প্রকার উত্তম গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশকারী। উত্তম গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় তাঁর মাঝে বিদ্যমান। তিনি আমাদের এই বিশ্ব চরাচরকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে বৃথাই সৃষ্টি করেন নি। তাঁর অভিপ্রায় হলো, মানুষ যেন তাঁকে চিনতে পারে; তাঁর ইবাদত করে এবং তাঁর পবিত্র গুণাবীকে আত্মস্থ করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ও বিশ্ব-চরাচরের খোদা।

**আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব**

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রকৃত রহস্য (জানা) মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে।

আল্লাহ্ তা'লার একটি বৈশিষ্ট হলো, 'গায়েব।'

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন :

"বিষয় হলো, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা অস্তিত্ববান হওয়ার পরও গোপন হতে গোপনতর সেজন্য তাঁর একটি নাম 'আলেমুল গায়েব (অদৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত)-ও বটে। (মলফুযাত, ২য় খন্ড, ১৫১ পৃঃ)

আল্লাহ্ তা'লা আলেমুল গায়েব। এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন :

"আলেমুল গায়েব মান হলো, নিজ সত্তা সম্বন্ধে শুধুমাত্র নিজেই জানো। তাঁর অস্তিত্বে কেউ পুরোপুরি আয়ত্ব করতে পারে না। আমরা চাঁদ এবং সূর্যকে দেখতে পাই। কিন্তু খোদাকে (চর্মচক্ষে দেখা অসম্ভব –অনুবাদক) (রূাহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা ইসলামী উসুল কি ফিলসফি)

আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে কুরআন মজীদ বলে :

লা তুদরিকুহুল আবসারু ওয়া হুয়া ইয়ুদরিকুল আবসার। ওয়া হুয়াল্লাতিফুল খাবির।

অর্থাৎ- দৃষ্টিশক্তি তিনি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না; কিন্তু তিনি দৃষ্টি সীমায় ধরা দেন। এবং তিনি লতিফ ও খাবির। (সূরা আনআম : ১০৩)

যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা "লতিফ" তাই দৃষ্টি তিনি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কিন্তু তাঁর "খাবির" গুণের ফলশ্রুতিতে তিনি এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যেন মানুষের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়– কারণ তিনি জানেন,

মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন তাঁর তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত চলতে পারে না।

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) তাঁর বই "আমাদের খোদা"-তে লিখেন: "লা তুদরিকুল আমরা– এর মোকাবিলা খোদার গুণ 'লতিফ'-কে রাখা হয়েছে যেন এটি প্রকাশিত হয়, বুদ্ধি দ্বারা খোদার পরিচয় আয়ত্ব করা এজন্য সম্ভব নয়, কেননা তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম (লতিফ)।

"ওয়া হুয়া ইয়ুদরিকুল আবসার"-এর মোকাবিলায় সিফত 'খবির' (সর্বজ্ঞানী)-কে এজন্য রাখা হয়েছে। কেননা, খোদা নিজেই তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞাত করানোর ব্যবস্থা করেন। কারণ তিনি "খাবির।" (হামারা খোদা পৃষ্ঠা৩২)

পৃথিবীর দ্রব্যাদি ও এসবের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করলে আমরা শুধু এ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি যে, এই পৃথিবীর একজন সৃজনকর্তা থাকা আবশ্যক। কিন্তু 'খোদা আছেন' –এ বিশ্বাস এভাবে অর্জিত হয় যেন খোদা নিজে বলেন, "আমি আছি।" আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রসূল প্রেরণ করে আমাদের জানিয়েছেন, তিনি আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রসূলের সাথে কথা বলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে স্বীয় সত্তার প্রকাশ ঘটবে। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ বলেন, প্রত্যেক জাতিতে তিনি রসূল প্রেরণ করেছেন, সমস্ত রসূলগণ নিজেদের জাতিকে এ কথাই বলেছেন, আমাদের ভালবাসা দানকারী খোদা আছেন। তিনি এবং আমাদের উচিত তাঁর ইবাদত করা।

আল্লাহ্ তা'লার রসূলদের মাধ্যমে আমরা তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জানতে পারি। আমাদের নেতা ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর নাযিলকৃত কুরআন মজিদে আল্লাহ্ তা'লা বিস্তারিতভাবে নিজের গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। একটি হাদীসে আল্লাহ্ তা'লার ৯৯ টি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। হাদীসে এসেছে, যারা এ (নাম)-গুলি মনে রাখার চেষ্টা করে স্বীয় জীবনে এর প্রতিপলন ঘটানোর চেষ্টা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (হাদীকাতুস সালেহিন, মাহতরম মালিক সাইফুর রহমান সাহেব, পৃষ্ঠা-৭, তিরমিযী, কিতাবুদদাওয়াত বাব জামে উদ দাওয়াত)।

এই যুগে আঁ-হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসিহ মাওউদ (আ.,) এবং তাঁর খলীফাগণ আমাদেরকে আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। সিফাতে ইলাহি-রে মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য ও অনুগ্রহ সম্পর্কে জানতে পারি। এর ফলে হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানি (রা.) তাঁর পুস্তক 'আসমাউল হুসনা'য় বলেন:

"যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সৌন্দর্য ও অনুগ্রহ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ আনুগত্য, ইবাদতের আগ্রহ ও প্রেরণা সৃষ্টি হতে পারে না। এবং আল্লাহ্ তা'লার সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের সংবাদ ও জ্ঞান সম্বন্ধে জানতে পারে না। সিফাতে ইলাহী (ঐশীগুণাবলী)-র জ্ঞানের সাথে-সাথে এজন্য আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং ইবাদত প্রয়োজন–যেন সিফাতে ইলাহি'র (সনাক্ত) পরিচয় লাভ হয় এবং মানুষ ..... ওয়াল্লাহুল আসমাউল হুসনা ফাদ'উবিহা (আল্লাহ্‌কে তাঁর উত্তম নামসমূহ ধরে ডাক) আয়াতে বর্ণিত বিষয়টি বুঝতে পারে। অতএব সিফাতে ইলাহী সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য মনোযোগসহ কুরআনে মনোনিবেশ করতে হবে।" (আসমাউল হুসনা, পৃষ্ঠা-৭)

কুরআন পাক আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কুরআন মজিদের রত্ন হতে কিছুমাত্র উপস্থাপন করতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে অধমকে এর তৌফিক দান করুন। যা বলতে চাই তা হলো :

(১) আমাদের খোদা হলেন আল্লাহ্। (২) আমাদের খোদা একজনই। (৩) আমাদের খোদা আমাদের প্রতিপালক (রব)। (৪) আমাদের খোদা আমাদের বাদশাহ্। (৫) আমাদের খোদা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বিষয় জানেন। তিনি মহা প্রতাপশালী। (৬) আমাদের খোদা 'রাজ্জাক' (তিনি) সবাইকে রিযিক দেন। আমাদের প্রতি তাঁর অগণিত অনুগ্রহরাজি রয়েছে। (৭) আমাদের খোদা আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত। (তিনি) হৃদয়ের অবস্থাও জানেন। (৮) আমাদের খোদা দোয়া কবুল করেন। স্বীয় প্রিয়দের সাথে বাক্যালাপও করে থাকেন। (৯) আমাদের খোদা সত্য খোদা। সত্যকে বিজয়ী করেন। মানুষকে হেদায়েত দেন। (১০) আমাদের খোদা অপার ভালোবাসার অধিকারী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, মুসলেহ মাওউদ (রা.) সহজ ভাষায় আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে একটি চমৎকার মনোগ্রাহী কবিতা লিখেছেন।

'দিনে রাতে মোর প্রাণে বাজে সদা
এই ভুবনের আছে এক খোদা।'

(কালামে মাহমুদ, ২য় খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা, আল-ফযল, জানুয়ারি ১৯৪১)।

এই নামের কয়েকটি পংক্তি আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে শুনিয়েছি। ইনশাআল্লাহ্ বক্তৃতার মাঝে-মাঝে তাঁর কিতাবের (নযমের) অন্যান্য পংক্তিও উপস্থাপন করবো।

"মিল্লাতকে ইস ফিদায়ী পে রেহমত খোদা করে।"

(জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ এই ব্যক্তির প্রতি খোদা রহমত বর্ষণ করুন)

### (১) আমাদের খোদা হলেন 'আল্লাহ্'

'আল্লাহ্' আমাদের খোদার মৌলিক নাম। সুরাতুল ফাতিহায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন: "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর রাহমানির রাহিম। মা লিকিইয়াউমিদ্দীন।"

"আলহামদুলিল্লাহ্"–অর্থাৎ, আল্লাহ্ সেই সত্তা- যার মাঝে সমস্ত ভালো দিক পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। তিনি রাব্বুল আলামীন–অর্থাৎ, জগৎসমূহের প্রতিপালক। 'রাব' শব্দের অর্থ হলো, কোন কিছুকে সৃষ্টি করে পরিপূর্ণতা দানকারী।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র জাগতের সৃজনকারী এবং উন্নতি দানকারী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন : "তিনি সকল জাতির 'রাব'। সর্বকালের 'রাব'। প্রতিটি গৃহের 'রাব' এবং সকল দেশের 'রাব'।" (রূহানী খাযায়েন, ২৩ খণ্ডম ৪৪২ পৃ. পয়গামে সুলেহ)

তিনি শুধু দৈহিক প্রতি পালন বা পরিচর্যাই করেন না, উপরন্তু আধ্যাত্মিক প্রতিপালনও করে থাকেন এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিজে রাসূল প্রেরণ করেন।

আল্লাহ্ তা'লার দ্বিতীয় যে গুণের কথা সূরা ফাতিহায় বর্ণিত আছে, তা "আর রহমান"। অর্থাৎ, তিনি পরম দয়াময় এবং না চাইতে দানকারী। চাঁদ-সূর্য, তারকারাজি, বাতাস, পানি ইত্যাদি সমস্তই তিনি আমাদেরকে না চাইতে দান করেছেন। "তিনি 'রহমান' খোদা–যিনি কুরআন শিখিয়েছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলার শক্তি দিয়েছেন।" (সূরা রহমান : ৩-৪)

আল্লাহ্ তা'লা "আর রাহিম"-ও বটে। অর্থাৎ, বারবার দয়াকারী পরিশ্রমের ফলদানকারী। আল্লাহ্ কিঞ্চিত পরিমাণও অবিচার করেন না কারো কোন সৎকর্ম থাকলে তাকে বাড়িয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকেও অনেক বড় পুরস্কার দেন। (সূরা নিসা : ৩১)।

আল্লাহ্ তা'লা মালিক ইয়াওমিদ্দীন'। অর্থাৎ, তিনি প্রতিদান ও শাস্তি বিধানের দিনের মালিক। তিনি ভাল কাজের প্রতিদানস্বরূপ পুরস্কার ও মন্দকাজের প্রতিদানস্বরূপ শাস্তি দেন। তবে তিনি সব খারাপ কাজের শাস্তি দিতে বাধ্য নন। কেননা, তিনি 'মালিক'। তিনি চাইলে অব্যাহতিও দিতে পারেন। আবার চাইলে শাস্তিও দিতে সক্ষম। সবার মৃত্যুর পর কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বিচার দিবস হবে। কিন্তু এ দুনিয়াতেও একটি পর্যায় পর্যন্ত শাস্তি ও পুরস্কারের ধারা চলতে থাকে।

এই যে চারটি 'গুণ' সম্পর্কে সূরা ফাতিহায় আলোকপাত করা হয়েছে, এগুলো আল্লাহ্ তা'লার মৌলিক গুণ, অন্যসব গুণ এগুলোর ব্যাখ্যা প্রদানকারী গুণ।

আঁ-হযরত (সা.) আয়তুল কুরসিকে কুরআন মজিদের মহান আয়াত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল হারুফ ওয়াল কিরআত)। আয়াতুল কুরসিতে আল্লাহ্ তা'লার মহান গুণাবলী আলোচিত হয়েছে 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম'– আল্লাহ্ হচ্ছেন সেই সত্তা, তিনি ব্যতীত আর কেউ উপসনার যোগ্য নয়, চিরঞ্জীব, স্থিতিবান ও স্থিতিদাতা।

'লা তা খুযু হুসিনা তুও ওয়ালা নাওম'– না তাকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে, আর না নিদ্রা।

'লাহু মুলকুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদ'– যা কিছু আকাশে ও পৃথিবীতে আছে– সব তাঁরই।

মান যাল্লাযি ইয়াশ ফা-উ ইন্নাহু ইল্লা বি ইযনিহী– তাঁর অনুমতি ব্যতীত কে তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে?

'ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম'– প্রকাশ্য বা গোপনীয় সবকিছু সম্পর্কে তিনি অবগত। আল্লাহ্ তা'লা ভুত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত।

'ওয়ালা ইয়ুহিতুনা বি শাইয়্যিম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-আ'– আর সে তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে তাঁর জ্ঞানের কিছুই পেতে পারে না।

'ওয়া সি আ কুরসিরয়্যুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদ'–(জ্ঞান ও রাজত্বকে কুরসি বলা হয়ে থাকে) আল্লাহ্ তা'লার জ্ঞান এবং রাজত্ব আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে পরিব্যপ্ত করে রেখেছে।

'ওয়ালা ইয়া উদুহু হিফযুহুমা'– এবং তাঁর নিরাপত্তা বিধান তাঁকে ক্লান্ত করে না।

ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযিম'– এবং তিনি উচ্চ মর্যাদারসম্পন্ন ও প্রতাপশালী।। (সূরা বাকারা : ২০৬)

'আলিয়্যু' (উচ্চতা) শব্দে আল্লাহ্ তা'লার অত্যুচ্চ অবস্থানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর 'আল আযিম' শব্দে আল্লাহ্ তা'লার শক্তি নিচয়ের সর্ববপ্ততার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

[তফসিরে কবির, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি (রা.), ২য় খণ্ড, ৫৯৪ পৃষ্ঠা]।

আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদা ও প্রতাপের বর্ণনা দিতে গিয়ে কুরআন মজিদে 'আল্লাহ্ তা'লার আরশ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ; কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন : "রাফেউদ দারাজাতে যুল আর্শ।' (সূরা মুমিনুন: ১৬)। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী; আরশের মালিক।

আরশ কোন বাহ্যিক সৃষ্ট বস্তু নয়, যাতে খোদা বসে থাকেন। কুরআন মজিদ আমাদেকে বলে, আল্লাহ্ তা'লা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কোথাও আরশ সম্বন্ধে বলা হয়নি যে, এটি কোন পার্থিব বস্তু যা খোদা বানিয়েছেন বা সৃষ্টি করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "কুরআন শরীফে যেখানেই 'আরশ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– সেখানেই এর অর্থ খোদার প্রতাপ, মহাশক্তি এবং উচ্চ মর্যাদা। এজন্যই একে পার্থিব বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।" (নাসিমে দাওয়াত, রূহানী খাযায়েন, ১৯ খণ্ড, ৪৫৫ পৃ.)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা বলেন : "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, রাব্বুল আরশিল আযিম।" (সূরা নামল : ২৭)

অর্থাৎ- আল্লাহ্ তিনি– যনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি মহাশক্তির অধিকারী।

**নোট:** আমাদের চতুর্থ ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর ১২/২/৯৯, ১৯/২/৯৯ ও ২৬/২/৯৯ তারিখের তিনটি খুতবায় 'আয়াতুল কুরসি'র হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

(চলবে)

(ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে জলসা সালানায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

ভাবানুবাদ: **মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়**

# কলমের জিহাদ

**আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-**
**'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'**
- ইমাম মাহদী (আ.)

**"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"**
- আল কুরআন

**মুহাম্মদ খলিলুর রহমান**

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৭৭)

## বিভ্রান্তিমূলক অপ-প্রচার বন্ধের জন্য আহব্বান (৫)

**অনেকেই প্রশ্ন করেন যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর সত্যতা পরীক্ষার জন্য কি কি প্রমাণ এবং সত্যতা নিরূপণ পদ্ধতি রয়েছে এবং তাঁর আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?**

সকল সত্য-সন্ধানীদের জন্য উপরোক্ত প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করা অত্যাবশ্যক। তেমনিভাবে আহমদীয়া বিরোধী আলেমগণ এবং তাদের দলভূক্তদের সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয় নিরসনের জন্য বিষয়টির স্পষ্টীকরণ খুবই জরুরী। বিষয়টি সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর লিখিত ৮৮ খানা পুস্তকের এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন আঙ্গিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখা থেকে দৃষ্টান্তমূলক কিছু উদ্ধৃতি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা-সহ উপস্থাপন করা হলো যার মাধ্যমে তাঁর দাবীর সত্যতা নিরূপণ এবং তাঁর আগমনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে নীতিগত দিক-নির্দেশনা এবং সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

## দাবীকারকের সত্যতা নিরূপন-পদ্ধতি

**প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীর সত্যতা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য–প্রমাণগুলোর সকল দিক উন্মুক্ত চিত্তে চিন্তা করে দেখা আবশ্যক:**

* হযরত আহমদ (আ.) তাঁর লিখিত 'তবলীগে হক' নামক পুস্তকে (১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) ঘোষণা করেছেন: "উন্মুক্ত চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখ, বিষয়ের সকল দিকে দৃষ্টি রাখ এবং মনোযোগের সহিত সকল কথা শ্রবণ কর। এতদ্ব্যতীত কাহারও পক্ষে পুরাতন ধারণা বর্জন করা সম্ভব নহে। কোন কথা শোনা মাত্র উহার বিরুদ্ধাচরণের জন্য প্রস্তুত হওয়া অনুচিত। ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি খোদাতা'লার ভয় সামনে রাখিয়া নিভৃতে ঐ বিষয়ের সকল দিক গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক।"

*** হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ, মসীহ ও মাহদী এর আগমনের আবশ্যকতার প্রেক্ষাপট** এবং ঐশী-প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার বিভিন্ন সাক্ষ্য–প্রমাণ উপস্থাপন করতঃ এই পুস্তকে তিনি ঘোষণা করেন: "বর্তমান শতাব্দীর ধর্ম-সংস্কারকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি বলিয়া আমার যে দাবী তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমি জোরের সহিত বলিতেছি যে, আল্লাহতা'লা আমাকে 'মামুর-মিনাল্লাহ' (আদিষ্ট ধর্ম-সংস্কারক) করিয়াছেন। আমার এই দাবীর পর বাইশ বৎসরের বেশী (বর্তমানে শতাধিক বৎসর: উদ্ধৃতি-দাতা) সময় অতীত হইয়াছে। এই দীর্ঘ সময় ধরিয়া আমি আল্লাহ তা'লার সাহায্য পাইতেছি। যাহারা আমার অস্বীকারকারী তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য আল্লাহাতালার পক্ষ হইতে ইহা (ঐশী সাহায্য প্রাপ্তির প্রমাণই) যথেষ্ট।... ফলতঃ এই কথার শত শত প্রমাণ আছে যে, সেই আগমনকারী মসীহ ও মাহদী এই উম্মতের মধ্যেই আসা আবশ্যক এবং বর্তমান শতাব্দীই তাহার আগমনের সময় (হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী)। এখন তাঁহার আগমনের সময়। এখন আমি খোদাত'লার ওহী ও ইলহাম অনুযায়ী ঘোষণা করিতেছি যে, যাঁহার আসিবার কথা ছিল, সে নিশ্চয় আমি। আদিকাল হইতে আল্লাহ তা'লা নবীগণের পরীক্ষার জন্য যে নিয়ম রাখিয়াছেন, তদনুযায়ী যাহার ইচ্ছা আমার নিকট হইতে প্রমাণ গ্রহণ করুক ও আমার অনুকুলে যে সকল নিদর্শন প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নিরীক্ষণ করুক।... কাহারও যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে, সে আমার সামনে আসিয়া নবীকে পরীক্ষা করিবার যে নিয়ম আছে তদনুযায়ী আমার সত্য হওয়ার প্রমাণ

আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুক। আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তবে পলায়ন করিব। কিন্তু তাহা হইবার নহে। আল্লাহতা'লা উনিশ বৎসর পূর্বে (বর্তমান সময় হইতে ১০০ বৎসরের পূর্বে– উদ্ধৃতি–দাতা) আমাকে বলিয়াছেন– "সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করিবেন।" অতএব, নবী ও রসূলদিগকে যেভাবে পরীক্ষা করা হইত আমাকে সেইভাবে পরীক্ষা কর। আমি দাবীর সহিত বলিতেছি যে এই প্রণালীতে পরীক্ষা করিলে আমাকে সত্যবাদী পাইবে। আমি সংক্ষেপে এই সকল কথা বলিলাম। চিন্তা করিয়া দেখ। খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিতে থাক। তিনি শক্তিমান, তিনি পথ দেখাইয়া দিবেন। তাঁহার সাহায্য সত্যবাদীগণই পাইয়া থাকেন।" (বিস্তারিত জানার জন্য 'তবলীগে হক' নামক পুস্তক এবং তাঁর অন্যান্য পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

## পাঁচটি বিষয়ের দ্বারা দাবীর সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য আহ্বানঃ

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নীতিগত শিক্ষার আলোকে দাবীকারকের সত্যতার প্রমাণ এবং সত্যতা নিরূপণ–পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই।

১) দাবীকারক ইসলামের পাক–পবিত্র শিক্ষা সহকারে এসেছেন কিনা এবং তাঁর আগমনের মূল উদ্দেশ্য কি?

২) পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সার্বিকভাবে দাবীকারকের ওপর প্রযোজ্য হয় কিনা এবং ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যথার্থভাবে পূর্ণ হয়েছে কিনা?

৩) যে সময় বা যুগে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে, সেই যুগের অবস্থাবলী এবং বিশেষ চিহ্নসমূহ কোন সংস্কারকের আবির্ভাবের সাক্ষ্য বহন করে কিনা?

৪) ইসলামের মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে তিনি বড় বড় নিদর্শনসহ আগমন করেছেন কিনা যেগুলো সার্বিকভাবে কেউই মোকাবেলা করতে পারে না?

৫) ইসলামের মৌলিক শিক্ষানুযায়ী দাবীকারকের ব্যক্তি-চরিত্র, 'তাকওয়া' এবং আধ্যাত্মিক আকর্ষণ-শক্তি উচ্চ পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত কিনা?

*** আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেছেনঃ "সমগ্র কুরআন মজীদে মোটামুটি এই সকল স্বতঃসিদ্ধ কথাই বর্ণিত রয়েছে, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌র তরফ হতে আদিষ্ট কোন ব্যক্তির ('মামুর মিনাল্লাহ্'-এর) সত্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। এখন যে ব্যক্তি ঈমান আনা আবশ্যক মনে করে, সে যেন এই পাঁচটি বিষয়ের দ্বারা আমাকে পরীক্ষা করে"** (আল–হাকাম)।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের প্রেক্ষিতে ইসলামের পূনঃপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ-প্রচারের জন্য এই পর্যায়ে প্রথম পদ্ধতিটি সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। পরে অন্যান্য প্রশ্নগুলো আলোচনা করা হবে।

## পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাসহ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনঃ

**দাবীকারকের আগমনের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে সকল প্রকার বিভ্রান্তিমূলক অপ-প্রচার বন্ধের জন্য নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো সত্য-সন্ধানীদের জন্য সর্ব প্রথমে উপস্থাপন করা হলো।**

ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বঃ

* হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ "সকল দিকে চিন্তা প্রসারিত করে শ্রান্ত হলাম আমি, কোন ধর্ম মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মের অনুরূপ পেলাম না আমি। এমন কোন ধর্ম নেই যা নিদর্শন দেখাতে পারে, এ ফল কেবল মুহাম্মদ (সা.)-এর বাগান থেকেই খেয়েছি আমি।" (দুররে সমীন)

পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বঃ

তিনি ঘোষণা করেছেনঃ "সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদকারী কুরআনের আলো সব আলোকমালা হতে উজ্জ্বলতমভাবে প্রকাশিত হলো। পবিত্র সত্ত্বা তিনি, যাঁর নিকট হতে এই আলোকমালা প্রবাহিত হয়েছে..... হো খোদা। তোমার ফুরকান (এই কুরআন) এক মহা-বিশ্ব।"

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস

**সর্বপ্রকার বিভ্রান্তিমূলক ধ্যাণধারণা ও অপ-প্রচারের জবাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর "আইয়ামুস সূলেহ" নামক পুস্তকে বলেছেনঃ**

* "আমরা ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামূল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা সবই সত্য। আমরা এও ঈমান রাখি যে, যে–ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে–বিষয়গুলো অবশ্য–করনীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি যে–ঈমান এবং ইসলাম–বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ–অন্তরে পবিত্র কলেমা **'লা–ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'** এই কলেমার ওপর ঈমান রাখে এবং ঈমান লইয়া মৃত্যুবরণ করে।... নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে।" (আইয়ামুস সূলেহ)।

(চলবে)

# আমাদের জলসা ঐশী সত্যের অন্যতম বিকাশ

**কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী**

আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯১ সালের ২৬-২৮ ডিসেম্বর তারিখ স্বীয় গ্রাম কাদিয়ানে সর্বপ্রথম "জলসা সালানা" প্রবর্তন করেন। এই জলসায় সেইদিন ৭৫ জন পুরুষ আহমদী উপস্থিত ছিলেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। জলসা আরম্ভ করতে গিয়ে হযরত (আ.) এই বলে দোয়া করেন, "যারা এ লিল্লাহি জলসার উদ্দেশ্যে সফর করে খোদা তাদের সহায় হউন, অসীম প্রতিদান দিন, তাদের ওপর দয়া পরবশ হউন, তাদের সব সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটান। সব দুঃখ-কষ্ট হতে তাদের নিস্কৃতি দান করুন, তাদের সমুদয় শুভ কামনা ও কার্য সিদ্ধির পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করে দিন এবং হাশরের দিন তাদেরকে খোদা তাঁর সেই সব বান্দাদের সাথে উত্থিত করুন যাদের ওপর তাঁর ফযল রহমত বর্ষিত হয়েছে এবং সফর সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হউন।

হে খোদা! মর্যাদাবান ও দানশীল এবং পরম দয়াবান ও সমস্যা সমাধানকারী খোদা! এসব দোয়াই তুমি কবুল কর এবং আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনাবলী সহকারে প্রাধান্য দান কর, কেননা সকল শক্তি-সামর্থের অধিকারী একমাত্র তুমিই, আমীন, সুম্মা আমীন"। (বিজ্ঞাপন ঃ ৭ ডিসেম্বর ১৮৯২ খ্রি.)। এই জলসা শুরুর সাল থেকে অদ্যাবধি সময় (২০১৭) পর্যন্ত ১২৬টি জলসা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নানান প্রতিকুলতার কারণে তিন বছর এই জলসা অনুষ্ঠিত হয় নি। জলসায় উপস্থিতিদের কণ্ঠধ্বনী ও খোদার প্রিয় বান্দার কাতর দোয়ার প্রভাবে এ সময় পর্যন্ত বিশ্বের ২১০ টি দেশে আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করেছে। (আলহামদুলিল্লাহ্) আর প্রতি বছর একই নিয়ম ও একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অধিকাংশ দেশে এই জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এসব জলসায় সমবেত জনের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে এটি আল্লাহ্‌র ওয়াদা। "আল্লাহ্‌র ওয়াদা কখনও টলে না"। [ইলহাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পুস্তক ঐশী বিকাশ, পৃ. ১৭] এই ধারণা মোটেই অলীক নয়। সত্য এই জন্য যে, এই জলসা প্রতিষ্ঠাতার সাথে আকাশ জমিনের মালিক মহান পরিকল্পনাকারী খোদার প্রতিশ্রুতি হলো, তিনি হযরত মসীহ্ (আ.)-এর প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবেন। সূরা আল নসরের বর্ণনা মতে (তখন দলে দলে মানুষকে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে) পুণ্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত আত্মাধারীদেরকে করুণা প্রদর্শনকারী খোদা তাঁর জামাতে একীভূত করবেন। তখন জলসায় আগমনকারী জনতার পায়ের ভারে কাদিয়ানের অলি-গলির রাস্তা গর্তে পরিণত হয়ে যাবে। এই কর্মপরিমল্পনা বাস্তবায়নের পথে যত জোর বাধাই থাকুক না কেন খোদা তাঁর এই সত্যতাকে প্রচন্ড আক্রমণসমূহের দ্বারা প্রকাশিত করবেন। এতদিন তিনি গোপন ছিলেন। নীরবে সব সহ্য করেছেন। এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে প্রকাশিত হবেন এবং আপন লীলা প্রদর্শন করবেন। (পু-ঐ)। আমাদের জলসা মূলত এসব সত্যেরই জলদগম্ভীর নিনাদ স্থল। এই স্থলে এসে যারা জলসায় অংশগ্রহণ করবেন তারাই স্বর্গীয় কল্যাণে সিক্ত হবেন। কিন্তু "ফা ইন্ তাওয়াল্লাও ফা ইন্নাল্লাহা লা ইউ হিব্বুল কাফিরিন– যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তা হলে (জানবে) আল্লাহ্ কাফেরদেরকে ভালবাসেন না" (৩ঃ৩৩)। সুতরাং ভাবনার খোরাক দিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি আমরা যেন কোনক্রমেই সে দলের সদস্য না হই।

কাদিয়ানের প্রথম জলসায় (১৮৯১) যেখানে ৭৫ জন খোদাপ্রেমী আহমদী সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সে একই জলসার ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় বিমান ভাড়া করে (Chartered) ইন্দোনেসিয়ার প্রায় ১৮০ জন আহমদী জলসার উপস্থিত ছিলেন। খোদাপ্রেম প্রাপ্তির বাসনায় সেখানকার প্রচন্ড

শীত উপেক্ষা করে শত হাজার আহমদী জলসাগাহে উপস্থিত হচ্ছে। আর সেখান হতে হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠে মুহুর্মুহু ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে– নাড়ায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। খাতামান নাবীঈন (সা.), জিন্দাবাদ। কাদিয়ান, দারুল আমান। আহমদীয়াত, জিন্দাবাদ। ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কী, জয়"। এতদ্ব্যতীত আমাদের খ্যাত-বিখ্যাত বিদগ্ধ বক্তাগণ মহান গ্রন্থ আল কুরআন ও হাদীসের উক্তিকে সাক্ষী রেখে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছেন, ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর দাবী ও এর সত্যতাকে। আর দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, "আমরাই ইসলামের স্বীকৃত সত্য দল। খোদা তা'লার অভিপ্রায়কে জগত-বিশ্বে বিকাশ করার সংগ্রামী সৈনিক।

সুতরাং এ জলসার মাহাত্ম্যকে যারা অবজ্ঞা করছেন, এর মর্যাদাকে অবমূল্যায়ণ করছেন, অলীক মিথ্যাচার বলে উপহাস করছেন, ইসলামের সর্বনাশ করছে বলে যারা জলসার বিপক্ষে বিদ্রোহ করছেন, তারা দুরাচার, দুর্জন। তারা মিথ্যাবাদী। চিরাচরিত বিধান মতে যারা ঐশী জগতের সত্যের বিপক্ষে লড়াই করে তারা তাদেরই দলের সহোদর। প্রণিধান করুন, আমরা মুসলমান, আমরা খোদার পক্ষ দলের জনগোষ্ঠী। আমরা নিত্যই আমাদের শ্রম সময় অর্থ ব্যয়ে খোদার পৃথিবীতে খোদার রাজ্য-শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে সংগ্রাম করছি। জলসার সমাবেশে সমবেত হয়ে আমরা প্রবলপরাক্রমে ঐশী সত্য বিকাশে তৎপর রয়েছি। হে জগতবাসী! শোনুন, স্বয়ং আল্লাহ্ মসীহ্ (আ.)-কে দৈববাণী মারফত জানিয়েছেন– যখন খসরুর শাসনকাল আসল, মুসলমানদের পুনরায় মুসলমান করা হলো"। খসরুর যুগ অর্থ এ অধমেরই (মসীহ্ আ.) জাগদ্বাসীকে খোদার দিকে আহ্বান করার কাল। (পু.-ঐ, পৃ-২)

আমরা হাজার হাজার আহমদী হযরত মসীহ্ (আ.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক সন্তান তিন দিন ব্যাপী জলসাগাহে সমবেত হয়ে এই স্বর্গীয় সিদ্ধান্তের জোর প্রচার করছি। ঘোষিত এই ধ্বনি কোন সাধারণ ধ্বনি নয়, অবহেলা করার ব্যাপার নয়। অসাধারণ চিন্তাচেতনায় এসব উক্তি সমূহকে বিচার বিশ্লেষণ করার অবকাশ থাকে। সর্বশক্তিমান খোদার শাসন ছোবলের নীচে থেকে তাঁরই নামে তাঁরই কসম খেয়ে আমরা অত্রসব শব্দ বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করছি। সুতরাং কোনভাবেই আমরা খোদর ক্রোধে ভীত নই। কেননা আমাদের সহায়তায় তাঁর (খোদার) শতভাগ সহযোগিতা রয়েছে।

হে প্রিয় লোক সকল! জলসার মেহমান না হয়ে দূরে বসে মিথ্যা শব্দ চয়নে জলসার অনন্য সৌন্দর্যের নিন্দা করবেন না। এর বিরুদ্ধে চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বলবেন না। বরং বিনয়ের সাথে বলছি, আপনার চিত্তের শুভ প্রত্যয়ে সময়ের লক্ষণাবলীর দিকে দৃকপাত করে কুরআন হাদীসের আলোতে আমাদেরকে বিবেচনা করুন। 'আহমদীয়াত' এমন কোন তুচ্ছ বিষয় নয়, হয় আপনি গ্রহণ করলেন নয় তো না করলেন। এতে কী-ই বা আসে যায়? বরঞ্চ একে গ্রহণ করা বা না করার মধ্যে আপনার আত্মার মুক্তি কিংবা ধ্বংস নির্ভরশীল। অতএব আমাদের আহ্বানকে গভীর মনোযোগের সাথে আপনাকে ভাবা উচিত। তাই বলছি, আপনারা আমাদের জলসা কর্তৃপক্ষের দাওয়াত গ্রহণ করুন এবং মনের খেদ ভুলে মিমাংসাসূলভ প্রশ্ন করে এর সত্যাসত্য যাচাই করে নিন। অন্যথায় আপনার আত্মার প্রশান্তি অনিশ্চিত। "আল্লাহ্ তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং তাঁর সত্যতাকে প্রচন্ড আক্রমণসমূহের দ্বারা প্রকাশিত করবেন" (পু-ঐ)।

এই আক্রমণের প্রত্যেকটাই হবে প্রলয় সদৃশ। এই গ্রাস তাকে সমূলে ধ্বংস করবে যেকিনা এলাহী জগত প্রদত্ত এই সত্যে সংশয় পোষণ করবে, সুতরাং ইহা মোটেই অসার কথা নয়।

আপনারা ভাবছেন, পীরের পায়ে অবনমিত হয়ে কিংবা মাজারে মাজারে কিছু দক্ষিণা দিয়ে, বাবাজীর কবর কিংবা গুরুর পদ চুম্বন করে ইত্যাকার বিপদাবলীর ছোবল হতে রক্ষা পাবেন এবং আত্মাকে মুক্ত করে নিবেন, তা কোনভাবেই সুশীল বিবেকের চিন্তা হতে পারে না। কেননা ইলাহী জগতের সূর্য উদিত হয়ে গেছে। হয় তার আলোতে আশ্রয় নিবেন নয় তো অন্ধকারের কুজ্‌ঝটিকায় পতিত হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হবেন। কেননা আপনারা খোদার সিদ্ধান্তের বৈরীতা করছেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় আমরা তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করছি, হয়ত সে কৃতজ্ঞ হবে নয়তো সে অকৃতজ্ঞ হবে" (৭৬ঃ৪)। আমাদের এই জলসার আয়োজন আপনাকে খোদা প্রদত্ত সেই পথই প্রদর্শন করছে। এসে দেখুন এবং বিচার বিশ্লেষণ করুন, সত্য কার পক্ষে। অতএব এখন আর এলোমেলো ঘূর্ণিপাকের মত ঘুরার অবকাশ নেই। বন্ধুগণ! "আল্লাহ্‌র পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত জিনিস হতে উত্তম" (আল হাদীস, বুখারী ও মুসলিম) আমরা আমাদের প্রাণ খোদা সমীপে সোপর্দ করে বলছি যে, আমাদের এই জলসার ব্যবস্থাপনাই হলো খোদার সেই পথ যা দুনিয়াবী তাবৎ জিনিস হতে উত্তম। এই পথই পারে আমাদের সবাইকে প্রলয়ংকরী আযাব হতে মুক্তি দিতে। আসুন হে বন্ধুবর! আমাদের জলসার সমাবেশে আসুন। আপনিও আমাদের সাথে এক কাতারে বসুন এবং পরম সত্য বিকাশে বজ্রনিনাদে আওয়াজ তুলুন, "কাদিয়ান, দারুল আমান। খাতামান নাবীঈন (সা.), জিন্দাবাদ। আহমদীয়াত জিন্দাবাদ। তবেই পুনরায় অশান্তিময় পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।" **"ইয়াখতাচ্ছু বিরাহমাতিহি মাইয়াশাউ, ওয়া ল্লাহু যুল ফাদলিল আযীম**– তিনি যাকে চান আপন রহমতের জন্য তাকে বেছে নেন এবং আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী" (৩ঃ৭৫)।

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় মসীহ্ (আ.)-কে বলেছেন, "পুনরায় মানুষের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে এবং পৃথিবী ধন ও ধান্যে পূর্ণ হবে" (পু-ঐ) "এক মহা আনন্দের যুগের প্রবর্তন হবে এবং অসাধারণ বিপৎপাতের অবসান হবে। কেননা মানুষ যেন এটা মনে না করে যে, খোদা কেবল কাহ্‌হার (শস্তিদাতা), রহিম (দয়ালু) নয় এবং তাঁর মসীহ্ (আ.)-কে যেন মানুষ দুর্ভাগ্যের প্রতীক বলে বিবেচনা না করে" (পু-ঐ, পৃ-৫-৬)। তবে শর্ত এই যে, খোদার এরূপ প্রেম ও সোহাগ পাওয়ার জন্য আমাদের সবাইকে এই জলসা প্যান্ডেলে একত্রিত হয়ে সমকণ্ঠে খোদা প্রদত্ত সত্যের পক্ষে উচ্চ নিনাদে শ্লোগান দিতে হবে। শির উন্নীত করে সৎসাহসে সতত বলতে হবে, "হে আমাদের খোদা! আমরা মোটেই তোমার প্রেরিত প্রিয় জনের বিপক্ষে নই বরং তাঁর মান্যকারী আজ্ঞাবহী"।

সর্বোপরি জলসার সার্বিক সফলতা নির্ভর করে খোদার অনুগ্রহের ওপর। তাই সর্বদা তাঁরই সমীপে বিনয়াবনত হয়ে দোয়ায় রত থাকা উচিত।

# আপনি সালানা জলসায় কেন যোগদান করছেন?

## হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র নির্দেশাবলীর আলোকে

জলসা সালানায় আপনার যোগদানের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

(১) আপনি যেন "এমন 'হাকায়েক ও মায়ারেফ' (অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত চিরন্তন সত্য ও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলীসমূহ) শ্রবণ করতে পারেন– যা ঈমান ও মা'রেফতের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য আবশ্যকীয়।"

(২) "প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মুখলেস যেন মুখোমুখী সাক্ষাতে দ্বীনি কল্যাণ লাভের সুযোগ পান ও তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার সাধিত হয় এবং ঈমান ও মা'রেফাতে উন্নতি লাভ করে।"

(৩) "শুধুমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় ও ইসলামের সাহায্যকল্পে পাস্পরিক পরামর্শ এবং ভ্রাতৃ-মিলনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জলসার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হয়েছে।"

(৪) "প্রত্যেক নতুন বছরে জামাতে নবদীক্ষিত ভ্রাতাগণ যেন (জলসার তারিখগুলোতে) উপস্থিত হয়ে তাঁদের পূর্ববর্তী উপস্থিত ভ্রাতাদেরকে দেখতে পারেন এবং একে অন্যের সাথে পরিচিত হয়ে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে চেনা-পরিচয়, প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে পারেন।"

(৫) "যোগদানকারী সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীকে একাত্ম করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের মধ্য হতে (আধ্যাত্মিক ও নৈতিক) শুষ্কতা, দূরত্ব ও নেফাক (কপটতা) নিরসন এবং তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষণ ও তাঁর উদ্দেশ্যে গ্রহণ, পবিত্র পরিবর্তন ও পূর্ণ সিদ্ধি দানের উদ্দেশ্যে সর্বাধিক কৃপাময়, মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'লার দরবারে যুগ-ইমাম যে বিশেষ দোয়ায় আত্মনিয়োগ করেন, আপনি যেন সেই সকল মহাকল্যাণে ভূষিত হতে পারেন।"

(৬) "নিজ মওলা ও প্রভু আল্লাহ্ তা'লা এবং রসূলে করীম (সা. আ.)-এর প্রেম ও ভালবাসা যেন স্বীয় হৃদয়ের ওপর প্রধান্য ও আধিপত্য বিস্তার করে এবং সংসার-নির্লিপ্ততা ও আত্মবিলীনতার এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাতে আখেরাতের সফর দূরূহ ও অপ্রীতিকর বলে মনে না হয়।"

(৭) "যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী মধ্যবর্তী কালে নশ্বর ইহধাম ত্যাগ করেছেন, এই জলসায় তাদের রূহের জন্য যে মাগফেরাত কামনা করা হবে, আপনি যেন তাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।"

(৮) "জলসা সালানায় যোগদান করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মহামূল্যবান মকবুল দোয়াসমূহের ভাগী যেন আপনি হতে পারেন।"

(৯) "এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলোর ন্যায় মনে করবেন না। এটা সেই বিষয়, যার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমা ও বাণীর মর্যাদা বৃদ্ধির ওপর স্থাপিত।"

বিগত ৮৫ বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার আদেশে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত এবং প্রতি বছর কাদিয়ানে ও (বর্তমানে U.K ও জার্মানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে) অনুষ্ঠিত উক্ত বহুবিধ কল্যাণ সম্বলিত মূল সালানা জলসার প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসাও তদ্রুপ এক যিল্লি জলসা।

সংকলন ঃ **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরুব্বী সিলসিলাহ্

(১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালের পাক্ষিক আহমদী থেকে পুনর্মুদ্রিত)

"বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

# খিলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

**খালিদ আহমেদ সিরাজী**

আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আল্লাহ চান জগতবাসী যেন তাদের প্রভুর ইবাদত করে। সেজন্য আল্লাহ নবী প্রেরণ করে থাকেন। নবীর মাধ্যমে আল্লাহ নির্দেশনা যখন বাস্তবে প্রকাশ পায় তখন মোমেন আল্লাহর প্রতি এক নতুন শক্তিশালী ঈমান লাভ করে। আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করলে ঈমান সুদৃঢ় হয় না, মানুষ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক শিথিল করার ফলে যখন শয়তানের কবলে অহরহ পড়তে থাকে, বিদাত কাজে অংশ গ্রহন করতে থাকে ঠিক সে সময়ে, দিক নির্দেশনা দেয়ার কেউ থাকেন না। সেই প্রতিকুল অবস্থা থেকে সংশোধন এবং দিক নির্দেশনার দায়িত্বই পালন করেন নবীগণ। তাঁদের ওফাতের পর যারা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁরাই খলীফা। এই খলীফার যারা অনুগত হন তারই প্রকৃত ঈমানদার, প্রকৃত মু'মিন। নবীর মৃত্যুর পর স্বভাবতই একটা জামাতকে মৃত প্রায় মনে হয়। কারণ তখন সে জামাতে সর্বজন মান্য ব্যবহৃত কোন কর্ণধার থাকেন না অর্থাৎ অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকেন। এজন্য আল্লাহর ধর্মকে মানুষের মাঝে সজীব রাখার জন্য খলিফা নির্বাচন করে থাকেন। বিরুদ্ধবাদীরা এটাকে দুর্বলতা ভেবে আল্লাহর ধর্মের মূল উৎপাটনের লক্ষ্যে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এবং বিভিন্ন মনগড়া অপবাদ দিয়ে থাকে। এই অবস্থায় আল্লাহ সেই অসহায় জামাতকে প্রকৃত খিলাফত নির্বাচনের মাধ্যমে পুনঃ জীবিত করে, খিলাফত বিরোধীদের সকল বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে তাদেরকে জয়যুক্ত করে এক অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ তা'লা নিজ খলিফাকে এই নব দীক্ষিতের দ্বারা নির্বাচিত করে জগতবাসীকে জানিয়ে দেন এবং মানব জাতিকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, আমি জামাতের সাথে আছি।

বস্তুতঃ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার প্রধান যে উদ্দেশ্য তা হলো সমগ্র মানব জাতিকে একীভূত করা, এক সমাজভুক্ত করা। নানা মানুষের নানা মত ফেরকা থাকলে সমাজে বেদাত কার্যক্রম থাকবেই। এক নেতা এক খলীফার অধীনে থাকলে এ ধরণের কোন সমস্যাই উদ্ভব হবে না। আল্লাহপাক বলেছেন- "হে মুসলমান! তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং শত বাধার মুখে বিচ্ছিন্ন হয়ো না", আল্লাহ রজ্জু বলতে ইসলামী খিলাফতকেই বোঝানো হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী করিম (সা.) মুসলমানদের আদেশ করে গেছেন হে মুসলমানগণ! তোমরা আমার পরবর্তীকালে আবু বকর ও ওমর (রা.) খিলাফতকে আকড়ে ধরে থাকবে, কেননা সেটাই আল্লাহ পাকের রজ্জু। তাই আমরা সব সময় বিশ্বাস করি খেলাফতের বরকত পাওয়া সত্যই একটি ভাগ্যের ব্যাপার। এই বরকত থকে যারা বিচ্ছিন্ন তারা বিপথগামী, হতভাগা।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষনীয় বিষয় প্রথমতঃ আল্লাহ খলীফাকে মনোনীত বা নির্বাচিত করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর খলীফার দোয়া কবুল করেন। তৃতীয়তঃ যারা খলীফার আনুগত্য করে না বা খলীফাকে স্বীকার করে না তাদের আমল আর আমল থাকে না। দিনে দিনে তারা অপকর্ম ও বিদাত এর কাজে লিপ্ত হতে থাকে। এটি অতীব গুরুত্বপূর্ন বিষয়, তাই তো মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছেন "তোমাদের মধ্যে একজন আছেন যিনি তোমাদের ব্যাথায় ব্যথিত হন, তোমাদিগকে ভালবাসেন। তোমাদের দুঃখে দুঃখিত হন। তোমাদের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করেন। তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়ারত থাকেন। অন্যদের জন্য এমন কেউ নেই।" (বারাকাতে খেলাফত, পৃ. ৫) যারা দোয়া বা অন্য কোন উপায়ে খলীফার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন তারাই জানেন যে, খলীফা সাহেব প্রত্যেক আহমদীর জন্য কতটা মায়া-মমতা রাখেন, দোয়া করেন। যার উদাহারন অজস্র দেওয়া যেতে পারে।

একটি পরিবারে পিতা-মাতা, যেমন ছেলে-মেয়েদের মঙ্গলের জন্য সর্বক্ষন দৃষ্টি রাখেন ঠিক তেমনই খলীফা সাহেব তার জামাতের সদস্যদের জন্য সর্বদা চিন্তিত ও দোয়া করেন। আল্লাহর নির্বাচিত খলীফাগণ আধ্যাত্মিকভাবে একই স্বভাবের হন। খলীফার অসীম বরকত ও কল্যানের মধ্যে অন্যতম হল এই যে, নব-খলীফা হওয়ার মাধ্যমে বার বার বয়াত নবায়নের সুযোগ হয়, আর বয়াত করার মাধ্যমে বয়াতকারী আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে থাকে। বয়াত করা প্রসঙ্গে খলীফাতুল মসীহ রাবে (আই.)-এর প্রথম খুতবা জুমআর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আই.) ১০ জুন ১৯৮২ ইং বৃহস্পতিবার বাদ নামায যোহর মসজিদে মোবারক রাবওয়ায় খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। পরের দিন শুক্রবার জুমআর খুতবায় বলেন- "অতএব বয়াত করা একান্ত জরুরী এবং এটি একটি সুন্নত, যে কোন মুল্যেই হোক অবশ্যই একে জীবিত রাখতে হবে। এজন্য যা আবশ্যক তা এই যে, বয়াতের বাক্যগুলি উচ্চারনের সময় যখন মন-প্রাণ বিশেষভাবে বেদনা বোধ করে, তখন একটি নতুন জীবন লাভ হয়, একটি নতুন রুহ প্রাপ্তি ঘটে আর একটি নব-জীবন লাভ হয়– এই সময়টার মুল্যবোধকে অনুধাবন করুন, একে হাতছাড়া হতে দিবেন না।"

আল্লাহ্ তা'লার নির্বাচিত নবী (খলীফাতুল্লাহ) এবং নবীর ইন্তেকালে যারা পবিত্র নবীর জামাতে পবিত্র খলীফা নির্বাচিত হন তাদের হাতে বয়াত করে যে অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয়, তা নফসে আমমারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পাপ মুক্ত ন্যায়বান এবং সৎ কর্মপরায়ন হতে সাহায্য করে। অন্যথায় মানুষ খলীফার হাতে বয়াত না করে কিংবা জামাতে অর্ন্তভূক্ত না হয়ে কখনও নিজ শক্তিতে সহজে পূন্যবান হতে পারে না।

আল্লাহ তা'লা ইলহাম করে মসীহ মওউদ (আ.)-কে খেলাফতের ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন– দোয়ায় রত থাক, যেন তোমাদের মধ্যে একের পর এক দ্বিতীয় কুদরতের খলীফাগণের বিকাশ খেলাফত সদা প্রতিষ্ঠিত থাকে; ততদিন পৃথিবীর কোন জাতি তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। খেলাফতের অধীনে ইসলাম তথা আহমদীয়াতের বিজয় হবেই হবে।

এত নেয়ামত দ্বারা জগদ্বাসী উপকৃত হবে খিলাফতের বরকতের মাধ্যমে। এ কথাটি ভুলে গেলে চলবেনা, নবুওয়ত যেমন গায়ের জোরে কিংবা কাফের ফতোয়া দ্বারা কায়েম করা যায় না, তেমনি নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত অনুরুপভাবে জোর জবরদস্তিরুপে কায়েম করা যায়না। খলিফা হন উচ্চ পর্যায়ের মুমিনদের ভোটে, আল্লাহর ইচ্ছায় ও বান্দার দোয়ায়।

পৃথিবীর মুসলমানেরা বিগত শত বৎসর যাবৎ এই খিলাফতের জন্য অপেক্ষা করে আসছে। ইতিমধ্যে অনেক নামি-দামী আলেম স্বীকার করেছেন বিভিন্নভাবে খেলাফত রক্ষা না হলে মুসলমান জাতির বিরাট ক্ষতি হবে।

আজকাল খেলাফত আন্দোলন কিংবা খেলাফত রক্ষা কমিটির এ ধরনের চিৎকার আর শোনা যায় না। অথচ, প্রায় শত বৎসর যাবৎ এই আহমদীয়া খিলাফত সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, কিন্তু এর বিরোধীতা করা হচ্ছে। পূর্বে যারা খিলাফতের জন্য ব্যাকুল ছিলেন তারাও মারা গেছেন। আজ যারা জীবিত আছে তারা খিলাফত আন্দোলন করতে আপাততঃ ভুলে গিয়ে রাজনীতি নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত। তারা খলীফা চায় না চায় দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন মনগড়া ইসলামী শাসন। অথচ খলীফা ছাড়া প্রকৃত ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এক কথায় অসম্ভব।

পৃথিবীর বুকে আজ এমন কোন মুসলিম রাষ্ট্র নেই, যার প্রধান খলীফাতুল মুসলেমীন রূপে স্বীকৃতিপ্রাপ্তি। তাই আজ মুসলিম উম্মাহকে এ কথাটা ভেবে দেখতে হবে যে, আজকের বিশ্বের কোন একটিও মুসলিম দেশের শাসন কর্তৃত্ব, তা সে প্রজাতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক, আমীরতান্ত্রিক, যা-ই হোক না কেন ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে বৈধ কিনা। এরূপ শাসনকর্তৃত্বকে যদি মনগড়া যুক্তি দেখিয়ে বৈধ বলা হয়, তাহলে পবিত্র কুরআন করীমে কি তার সমর্থন থাকবে? রসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস কি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না? আজকের পৃথিবীর কোন মুসলিম রাষ্ট্রকে কি প্রকৃত অর্থে দার-উল-ইসলাম বলে অভিহিত করা যাবে? আমার মনে হয়, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ভালবাসার খাতিরে আজ দেরীতে হলেও এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা প্রয়োজন। (পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে)

আজ ইসলামে আবির্ভূত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) ও তার ৫ম খলিফার বরকত সারা পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে পৌঁছে দিচ্ছেন লা শরীক আল্লাহর বাণী, ইলাহী জ্যোতি আজ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মানবাত্মার সঞ্জীবণী বনী আদমের প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হচ্ছে সুধা। ঐশী ডাক আজ উচ্চারিত হচ্চে তার কণ্ঠে, পৃথিবী অতি দ্রুত ধ্বংসের (ঘনঘন ভূমিকম্প, সুনামী ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ) দিকে ধাবমান। আর পরিত্রাণের ব্যবস্থা তথা বিদাত থেকে সতর্ক করার দায়িত্ব খলীফার। আর আহমদীয়া জামাতের মধ্যে যাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে তারা খেলাফতের বরকতে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পবিত্র কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ' সমগ্র বিশ্বে প্রচাররত অবস্থায় দেখতে পাবে। শত অত্যাচার, শত বাধা বিপত্তি জুলুম কখনই খেলাফতকে ধ্বংস করতে পারেনি ও পারবেওনা। এ এক ধ্রুবসত্য মানবতার মহা ঐক্যের ডাক, বিদাত ও ধর্ম ব্যবসা করা থেকে বিরত থাকার আহবান জানাচ্ছে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যুগ খলীফা। তাই এই ঐক্য অবশ্যম্ভাবী– এ এক ঐশী তকদীর ও নেয়ামত।

আমাদের উপর আল্লাহ তা'লার অসীম করুনা ও দয়া এই যে, তিনি আমাদের আহমদীয়াত গ্রহন করার তৌফিক দিয়েছেন। আমাদের এরূপ পবিত্র জামাতে অর্ন্তভুক্ত করেছেন, যার সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ এ জামাতকে ভালবাসেন এবং এর দ্বারা ইসলামকে সারা পৃথিবীতে জয়যুক্ত করবেন। তজ্জন্য আমাদের কর্তব্য হলো, খেলাফতের আনুগত্যের মধ্যে থেকে বরকত গ্রহণ করে খোদাভীতির চাদরে আবৃত হওয়া। পার্থিব চাহিদার পরিবর্তে তাকওয়া হোক আমাদের বড় চাওয়া। আমাদের চরিত্র ও কর্মজীবন হোক খেলাফতের বরকতের আলোকে উদ্ভাসিত, মহান আল্লাহ্‌র কাছে এই আমাদের একান্ত কামনা।

# সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অত্যাবশ্যক

**মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল**

মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক এক। তাঁর ধর্মও এক ও অভিন্ন। তাঁর সকল সৃষ্টির মাঝে মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট। ফলে শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদা ও অধিকার সৃষ্টির অন্যান্য জীব হতে সর্বাধিক এবং স্রষ্টার সাথে প্রেমময় সম্পর্কই সর্বোত্তম। তাই তিনি তাঁর সর্বাধিক ভালোবাসার জীবের মাঝে মানবীয় গুণাবলীর উৎকর্ষ বিকাশে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ দানে জীবন চলার পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন জাতিতে নবী রসূল বা অবতার প্রেরণ করেছেন। পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যখন এক জাতির সাথে অন্য জাতির এবং এক দেশের সাথে অন্য দেশের কোন যোগাযোগ ছিল না তখনই বিভিন্ন জাতিতে এবং বিভিন্ন দেশে নবী বা অবতারের আবির্ভাব হয়। কালক্রমে পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে আন্তর্জাতিক রূপ নিয়ে বিশ্বনবীর আবির্ভাব হয়।

যেহেতু সকল নবী বা অবতারের প্রেরিত হবার উৎস একই তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, আবির্ভূত সকল নবী বা অবতারই একেশ্বরবাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা সমাজে ধর্মহারা মানুষের মাঝে প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে স্রষ্টার আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশে প্রার্থনা করার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। মানুষের মধ্যে সাম্য, একতা, মানবতা এবং সহমর্মিতা প্রকাশের মাধ্যমে সহাবস্থানে বসবাসের শিক্ষা দেন। এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীকে সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন। কোন নবীই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বা জঙ্গিবাদের শিক্ষা দেন নি। প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে। ধর্মপালন কিংবা বর্জন ব্যক্তির নিজস্ব অধিকার। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- "তুমি বল, তোমার প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ থেকে পূর্ণ সত্য প্রেরিত, অতএব যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে অস্বীকার করুক" (সূরা কাহাফ : ৩০)।

অথচ আজ সারা বিশ্বে চলছে ধর্মের নামে অধর্মের কাজ। মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারী, হানাহানী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, এক ধর্মাবলম্বী অপর ধর্মাবলম্বীকে হত্যার প্রয়াস, এক জাতিগোষ্ঠী অপর জাতির উপর আক্রমণ এবং সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার লেগেই আছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্ম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে সৃষ্টি হয়েছে আই এস, আল-কায়দা, তালেবান, জামায়াতে মুজাহিদিন, হরকাতুল জেহাদ, লস্করে তৈয়েবা প্রভৃতি জঙ্গি সংগঠন। ভারতে উগ্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাঝেও অনুরূপ সংগঠন বিদ্যমান।

পত্র-পত্রিকায় আলোচিত বিষয়– সম্প্রতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত দেশ মিয়ানমারে জাতিগত এবং ধর্মীয় উন্মাদনায় চলছে রোহিঙ্গা নিধন। তাদের উপর গণহত্যা চলছে। সে দেশের সেনাবাহিনী এ হত্যাযজ্ঞ করছে। প্রাণ ভয়ে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা জন্মভূমি ছেড়ে নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছে। বাংলাদেশ সরকার তাদের আশ্রয় দিয়েছে এবং সেবা করছে। মানবতা বিরোধী এই কার্যকলাপ বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিচ্ছে। অনেক দেশ এর প্রতিবাদে নিন্দা জানিয়েছে। অথচ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বৌদ্ধের শিক্ষা- "অহিংসা পরম ধর্ম। জীব হত্যা মহা পাপ"। ফলে আজ সেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাই তাদের অবতারের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত। তাদের কার্যকলাপে তাদেরই নবীর বাণী কলংকিত হচ্ছে। "বৌদ্ধং স্মরণং গচ্ছামী তাদের অঙ্গীকার বিফলে যাচ্ছে।

মহানবী (সা.) মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে ইসলাম প্রচার করেছেন। অথচ বিরোধী মক্কাবাসীরা তাঁর ও তাঁর (সা.) অনুসারীদের উপর নির্মম অত্যাচার করে। এর প্রতিবাদে তিনি (সা.) যুদ্ধে জড়িত হন নি। অত্যাচারের সীমা যখন ছাড়িয়ে যায় তখন তিনি (সা.) মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান। তারপরও মক্কার সেই বিরোধীরা মদিনায় গিয়ে আক্রমণ করে। তখন তিনি (সা.) আল্লাহ্‌তা'লার নিকট থেকে নির্দেশিত হন- যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হল। কারণ তাদের উপর যুলুম করা হচ্ছে (সূরা আল্ হাজ্জ : ৪০)।

আল্লাহ্‌র পথে তোমরা ঐ সকল লোকের সাথে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসেন না (সূরা আল্ বাকারা : ১৯১)।ফলে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করা

হয়। নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেন। তবে আগ্রাসী যুদ্ধে জড়িত নয় কিংবা বৃদ্ধ, নারী ও শিশুকেও হত্যা করা হয় নি। এমনকি মক্কা বিজয়ের পর সকলকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। হিন্দু ধর্মেও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের বিধান প্রযোজ্য। যথা- সর্বথা যতমানা নাম যুদ্ধমভিকাঙ্খতাম। সাত্বে প্রতিহতে যুদ্ধং প্রসিদ্ধংনা পরাক্রামঃ। অর্থাৎ যুদ্ধের আকাঙ্খা না করে শান্তির জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়েও যারা ব্যর্থ হয় তাদের জন্য যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য (মহাভা, ৫/৭২/৮৯)।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.) সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে নিজ নিজ রীতি অনুযায়ী ধর্ম কর্ম পালনের শিক্ষা দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেন- জেনে রাখ, যে ব্যক্তি কোন অঙ্গীকারাবদ্ধ অমুসলমানের উপর যুলুম করবে, তার অধিকার খর্ব করবে, তার উপর সাধ্যাতীত কোন কিছু চাপিয়ে দিবে বা তার অনুমতি ব্যতীত তার কোন বস্তু নিয়ে নিবে আমি পরকালে বিচার দিবসে তার বিপক্ষে অবস্থান করবো (আবু দাউদ)।

অমুসলমানদের উপাসনালয়ে হামলা ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। শুধু তা-ই নয় অমুসলমানরা সে সবের উপাসনা করে সেগুলিকে গালমন্দ করতেও বারণ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন- তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, যাদেরকে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তারা উপাস্য রূপে ডাকে, নতুবা তারা অজ্ঞতার কারণে শত্রুতাবশত: আল্লাহ্‌কে গালি দিবে (সূরা আল্ আনআম: ১০৯)। ফলে ইসলাম সকল ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এক সামাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টির ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে। কাজেই ধর্মীয় উন্মাদনায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা বা অন্য কোন স্থাপনা ভাঙ্গা ও জ্বালিয়ে দেয়া এবং নিরীহ মানুষকে হত্যা করা কোন ধর্মীয় কাজ নয়। সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদীরা নিরীহ শান্তি প্রিয় মানুষের উপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। অনেকে নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করে। এটা ইসলাম সমর্থন করে না।

অনেক ধর্মান্ধ জঙ্গিবাদী জেহাদ ঘোষণা করে হত্যাযজ্ঞ চালায়। কিন্তু ইসলামে জেহাদের তাৎপর্য হল নিজের আত্মশুদ্ধিকল্পে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। নিজের মাঝে মনুষ্যত্বের গুণাবলীর উৎকর্ষ বিকশিত করা। আদর্শ ও ভালোবাসা সৃষ্টি এবং যুক্তির মাধ্যমে অপরকে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা করা। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শিক্ষা নেই। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- তুমি মন্দকে সর্বোৎকৃষ্ট আচরণ দ্বারা প্রতিহত কর। তাহলে দেখবে যার সাথে আজ তোমার শত্রুতা রয়েছে সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। (সূরা হামীম আস সাজদা : ৩৫)

অনেক উগ্রবাদী জঙ্গি হত্যাযজ্ঞ চালানোর উদ্দেশ্যে নিজে আত্মহুতি বা আত্মত্যাগ করে। তাদের ধারণা এতে পরকালে স্বর্গ লাভ হবে। কিন্তু এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। ইসলামে আত্মহত্যা নিষেধ। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "আর তোমরা আত্মহত্যা করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু" (সূরা নিসা : ৩০)। কাজেই নিষিদ্ধ কাজ করা পাপ। ফলে আত্মঘাতী বোমারুদের জন্য পরকালে স্বর্গ নয় নরকই নির্ধারিত। বিকৃত মানসিকতার কারণেই তাদের এ ধারণার সৃষ্টি।

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান এবং বৌদ্ধসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা সহাবস্থান করে আসছে। কাজেই সকল ধর্মাবলম্বীদের মাঝে অসম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মেলন করা প্রয়োজন। বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নামে একটি সংগঠন এ সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। তাদের বিশ্ব নেতা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও শান্তি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করছেন। তাদের শ্লোগান LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE.বর্তমানে মুসলমানদের বিভিন্ন দল উপদলের মধ্যে তারাই শান্তিকামী হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচিত। তারা সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী নয়।

অনুরূপভাবে এদেশের সুশীল সমাজের উদ্যোগে বেশি বেশি আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মেলন করা আবশ্যক। সকল ধর্মের একত্ববাদের মূল শিক্ষা সমাজে বিকশিত করে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক ও সম্প্রীতির দেশ গড়ে তোলা অনেকাংশে সম্ভব। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমনই একটি দেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে পর্দাপনের পর ১৯৭২ সালের ৬ জুন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল সমাবেশে বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করেন- বাংলাদেশ হবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয় বরং মুসলমানরা মুসলমানদের ধর্ম পালন করবে, হিন্দুরা হিন্দুদের ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধরা তাদের নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। এখানে ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার, আলবদর পয়দা করতে দেয়া হবে না (ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু পুস্তক পৃষ্ঠা: ৫২)।

মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে সকলকে সতর্ক করে বলেন, "হে মানবমন্ডলী ! সাবধান, তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা তোমাদের পূর্বের জাতিগুলি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। (ইবনে মাজা কিতাবুল মানাসিক)

আমাদের দেশে ধর্মীয় সম্প্রতি এবং সামাজিক সৌহার্দ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অচিরেই সন্ত্রাস, দুর্নীতি এবং জঙ্গিবাদ মুক্ত হোক এই প্রত্যাশা করি।

# শীতকাল মু'মিনের বসন্তকাল

মাহমুদ আহমদ সুমন

একজন মুমিন তার ইবাদত বন্দেগীতে শীতকালকে অত্যন্ত পছন্দ করে, যার ফলে সে রাত জেগে দীর্ঘ সময় আল্লাহর স্মরণে রত থাকে। তাই তো মহানবী (সা.) বলেছেন, 'শীতকাল হচ্ছে মুমিনের বসন্তকাল' (মুসনাদ আহমাদ )। অপর এক বর্ণনায় মহানবী (সা.) বলেছেন, 'শীতের রাত দীর্ঘ হওয়ায় মুমিন রাত্রিকালীন নফল নামায আদায় করতে পারে এবং দিন ছোট হওয়ায় রোযা রাখতে পারে' (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকি)।

আসলে মুমিন সব সময়ই এটা পছন্দ করে যে, কীভাবে আমি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করব, তাই সে চায় কোন ধরণের সুযোগই যেন হাতছাড়া না হয়। নামায যেহেতু মুমিনের মেরাজ, তাই নামাজের মাধ্যমেই একজন মুমিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দর্শন লাভ করে। আমরা যদি একটু ভেবে দেখি, তাহলে দেখতে পাই নামায এমন একটি ইবাদত যেখানে আল্লাহপাকের মহিমাগীতি করা হয়, তাঁর প্রশংসা করা হয়, তাঁর পবিত্রতা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়, নিজের পাপ ও দুর্বলতা স্বীকার করে আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা চাওয়া হয় এবং মহানবীর (সা.) প্রতি আশিস কামনাও করা হয়। তাই বলা যায়, পুরো নামাযই হচ্ছে দোয়া। যেখানে সবকিছুকে একত্রিত করেছে নামায, তাহলে কেন এ থেকে আমরা লাভবান হব না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'লা ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আমি-ই আল্লাহ! আমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম কর' (সূরা তাহা, আয়াত: ১৫)।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একদা এক সাহাবী হুযূর (সা.) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! কোন্ কাজ দ্বারা আগুনের আজাব হতে মুক্তি পাওয়া যাবে, আর কোন্ কাজ দ্বারা জান্নাত লাভ করা সহজতর হবে? হযরত রাসূলে পাক (সা.) বললেন: 'আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না এবং নামায আদায় করবে' (বুখারী শরীফ)।

নামায কায়েমের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহপাক নির্দেশ দিয়েছেন আর বর্তমান আমরা যে মৌসুম অতিবাহিত করছি এখন সবচেয়ে উত্তম সময় সুন্দরভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে তার ইবাদত করার। রাত যেহেতু বড় তাই শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা যায় সহজেই আর এই রীতিকে যদি সারা জীবনের স্থায়ী রীতিতে পরিণত করে নিতে পারি তাহলেই হব ধন্য। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আর আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারা, যারা তাদের রবের দরবারে সিজদা করে এবং দাঁড়িয়ে থেকেই রাত কাটিয়ে দেয়' (সূরা ফুরকান, আয়াত: ৬৫)।

নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ ওই ব্যক্তির ওপর রহমত নাজিল করেন, যিনি রাতে নিদ্রা থেকে জেগে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেন এবং তার স্ত্রীকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দেন। অতঃপর তিনি (তার স্ত্রী) তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেন। এমনকি যদি তিনি (স্ত্রী) ঘুম থেকে জাগ্রত হতে না চান, তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেন' (আবু দাউদ ও নাসাঈ)। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণানা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, কিয়ামত-এর দিনে সবার আগে যে জিনিসের হিসাব বান্দার কাছ থেকে নেয়া হবে তা হলো নামায। এ হিসাব সঠিক থাকলে সে সফলতা লাভ করে পরিত্রাণ পেয়ে গেলো। আর এ হিসাব যদি নষ্ট হয়, ত্রুটিযুক্ত হয় তবে সে বিফল হয়ে ঘাটতিতে পড়ে রইলো। তার ফরজে (অবশ্য আদায়যোগ্য নামাজে) কোনো ঘাটতি থেকে গেলে আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, 'দেখো! আমার বান্দার নফলও কিছু আছে'। নফল থেকে থাকলে, ফরজের ঘাটতি সেই নফল দ্বারা পুরা করে দেয়া হবে। একই ভাবে তার অন্যান্য আমল সমূহেরও পর্যালোচনা করা হবে আর এর হিসাব-নিকাশ নিরীক্ষিত হবে' (তিরমিজি, কিতাবুস সালাত)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, রাতে শেষ প্রহর যখন আসে আল্লাহতায়ালা তখন পৃথিবী সকাশে অবতরণ করেন আর বলেন, আছে কী কেউ? যে আমার কাছে দোয়া যাচনা করবে আর আমি তার দোয়া কবুল করবো? কেউ কী আছে? যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আমি তাকে মার্জনা করবো। কেউ কী আছে? যে তার নিজের দুঃখ ক্লেশ দূর করার জন্য দোয়া করবে আর আমি দু:খ ক্লেশ বিদূরিত করবো। এভাবে আল্লাহতায়ালার এই আহ্বান করা (ততক্ষণ পর্যন্ত) চলতেই থাকে যতক্ষণ না প্রভাতের আলোক রেখা ফুটে ওঠে" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২১, বৈরুতে মুদ্রিত)।

নিয়মিত শেষ রাতে আরামের ঘুম পরিত্যাগ করে যারা ইবাদত করেন তারা ভালভাবেই জানেন এই নামাজের স্বাদ ও আনন্দের কথা। কিন্তু যারা শীতকে ভয় পায় আর

ভাবে এই শীতে অজু করতে হবে আর অজু করলে না জানি অসুস্থ হয়ে যাই, এমন যারা ভাবে তাদের শরীর পূর্ব থেকেই আসলে অসুস্থ। কেননা, আল্লাহতায়ালা আমাদের ওপর এমন কোন দায়িত্বভার ন্যাস্ত করেন নি যা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমরা যা করতে পারব তা-ই তিনি আমাদের জন্য আবশ্যক করেছেন।

রাসূল (সা.) বলেন, 'তিনটি আমল পাপ মোচন করে, প্রথমত সংকটকালীন দান, দ্বিতীয়ত গ্রীষ্মের রোজা ও শীতের অজু' (আদ দোয়া লিত তাবরানি)। রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের জানাব না, কিসে তোমাদের পাপ মোচন করবে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করবে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, অবশ্যই! হে আল্লাহর রাসূল (সা.)। তিনি বললেন, শীতের কষ্ট সত্ত্বেও ঠিকভাবে অজু করা' (মুসলিম)। অপর একটি এভাবে এসেছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, 'আমি কি তোমাদের এমন কাজের কথা বলব না, যা দ্বারা গুনাহ মাফ হয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়?' সাহাবিরা বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! তিনি বললেন, 'মন না চাইলেও অজু করা, অধিক পদক্ষেপে মসজিদে যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা' (মুসলিম)। তাই এই শীতকালে অজু করার ভয়ে আমরা যেন ইবাদত থেকে বঞ্চিত না থাকি আর একান্তই যাদের ঠান্ডার সমস্যা রয়েছে তারা গরম পানি ব্যবহার করুন, তারপরও শীতের রাতগুলোকে কাজে লাগান।

শীতকাল এলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলতেন, 'হে শীতকাল! তোমাকে স্বাগত! শীতকালে বরকত নাজিল হয়; শীতকালে রাত দীর্ঘ হওয়ায় নামায আদায় করা যায় এবং দিন ছোট হওয়ায় রোযা রাখা যায়।' হাসান বসরি (রহ.) বলেন, 'শীতকাল মুমিনের জন্য কতই না উত্তম! রাত দীর্ঘ হওয়ায় নামায আদায় করা যায় এবং দিন ছোট হওয়ায় রোযা রাখা যায়।' হযরত আমের ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) বলেছেন: 'শীতল গণিমত হচ্ছে শীতকালে রোযা রাখা' (তিরমিজি)। শীতল গণিমত বলতে মহানবী (সা.) এটাই বুঝিয়েছেন যে শীতকালে রোযা রাখাটা অত্যন্ত সহজলভ্য। যেহেতু শীতের রোযায় রোযাদার গরমের তৃষ্ণা অনুভব করে না তাই এই দিনগুলোতে রোযা রাখাও অনেক সহজ। এছাড়া আমরা যারা আহমদী, তারা আল্লাহর ফযলে সপ্তাহে কমপক্ষে একটি করে নফল রোযা নিয়মিতই রেখে আসছি, এখনও যদি কেউ এই নফল রোযা রাখা থেকে বঞ্চিত থাকেন তাহলে তার উচিত হবে শীতের এই দিনগুলোতে বেশি বেশি রোযা রাখা, আর এই অভ্যাসের ফলে বড় দিনেও রোযা রাখতে কোন কষ্ট হবে না। আর আল্লাহর জন্যই যারা রোযা রাখে তাদের কোন সময়ই কষ্ট হয় না, দিন বড় হোক বা ছোট।

আসলে নামায এমন একটি ইবাদত যার সাহায্যে আরবের ধুলী ধূসর মরুভূমির মৃত্যুপ্রায় মানুষের মাঝে প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। সেই পাষাণ হৃদয়ের মানুষগুলোও কেবলমাত্র নামাজের কল্যাণেই সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে খোদা লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। সেই পশুতুল্য মানুষ ফেরেশ্‌তায় রূপান্তর হয়েছিলেন কেবলমাত্র নামাযের মাধ্যমেই। মহানবীর (সা.) রাতের নামাজের দোয়া তাদের ওপর এমন প্রভাব পড়েছিল যে, যারা রসুলের প্রাণ নিতে সদা প্রস্তুত ছিল আর সেই তারাই মহানবীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। মহানবীর আদর্শে তার প্রিয় সাহাবীরাও এমনভাবে আদর্শবান হয়েছিলেন যে, যাদের নামায দ্বারা পৃথিবীতে জান্নাতের সুবাতাস প্রবাহিত হয়েছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য এটাই যে, রাসূলে করিম (সা.)-এর অবর্তমানে কালের পরিক্রমায় মুসলিম উম্মাহতে সেই সব নামাযির সংখ্যা অনেক কমে যায়, যার ফলে পৃথিবীতে জান্নাতের যে সুবাতাস প্রবাহিত হয়েছিল তা কমে যায়। আর তাই তো জান্নাত স্বাদৃশ্য পৃথিবীটা যেন আজ জাহান্নামের অনলে জ্বলে পুড়ে ছাড়খাড় হচ্ছে। নামাযের প্রতি মুসলিম উম্মাহর অবজ্ঞা-উদাশীনতার ফলে পৃথিবীর প্রতিটি জনপদে জাহান্নামের দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। কোথাও যেন শান্তি নেই, সর্বত্রই যেন অশান্তি। সব ধরণের অশান্তি থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল সেই খোদার দরবারে সিজদাবনত হওয়া। আর আমরা যারা প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর অনুসারী তাদের তো নামাযে গাফেল হওয়ার কোন সুযোগই নেই। কেননা, তিনি (আ.) স্পষ্টভাবেই বলেছেন: 'যে ব্যক্তি দৈনিক নিষ্ঠার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে না, সে আমার জামা'ত ভুক্ত নয়' (কিশতিয়ে নূহ)।

তাই আসুন, পরকালকে নিয়ে একটু ভাবি, এ পৃথিবী থেকে কিছুই নিয়ে যেতে পারব না, কেবলমাত্র পুণ্যকর্মই সাথে যাবে। বাহ্যিকতার পিছনে না ছুটে পরকালের জন্য কি জমা করছি তা স্মরণের সময় কি এখনও আসে নি? আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে তাঁর ইবাদত করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

masumon83@yahoo.com

## শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ৯৪তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে 'পাক্ষিক আহমদী'র সকল পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ।

-সম্পাদক

# ৩৬ তম আঞ্চলিক জলসা সালানা-২০১৮ সুন্দরবন

মহান আল্লাহ্‌র অশেষ ফযল ও রহমক্রমে গত ১২ ও ১৩ জানুয়ারি ২ দিনব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনে বৃহত্তর খুলনা, যশোর, বরিশাল, সাতক্ষীরা অঞ্চলের আঞ্চলিক জলসা সালানা সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়েছে-আলহামদুলিল্লাহ্‌। রাত ৪.৩০ মিনিটে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায শেষে ১২ জানুয়ারি শুক্রবার জুমুআ ও আসর নামায জমা করার পর বেলা ৩ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোবাশ্বের উর রহমান ন্যাশনাল আমীর, আ.মু.জা. বাংলাদেশ। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোয়াল্লেম শেখ আব্দুল ওয়াদুদ। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম সভাপতি সাহেব। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন– আল্লাহ্‌ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্তে ও জলসাতে যোগদানের বরকত ও কল্যাণ অপরিসীম। জামাতের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে খেলাফতের আনগত্যে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। অত:পর বক্তব্য রাখেন মাওলানা সোলায়মান সুমন, মুরব্বী সিলসিলা তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল– আল্লাহ্‌ তা'লার সত্তার স্বরূপ তাঁর অতুলনীয় গুণাবলী ও অপার সৌন্দর্য, তিনি কুরআন ও হাদীসের আলোকে আল্লাহ্‌ তা'লার গুণাবলী ও সৌন্দর্য উপস্থাপন করেন । এরপর রসূলে পাক (সা.)-এর অনুপম জীবনাদর্শ এর ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ বাংলাদেশ। এরপর বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব জি. এম. সিরাজুল ইসলাম। তারপর মাওলানা শাহ্‌ মুহাম্মদ নূরুল

আমীন মুরব্বী সিলসিলাহ বক্তব্য রাখেন নেযামে খেলাফতের কল্যাণ ও আমাদের দায়িত্ব। তারপর আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। প্রথম বক্তা ছিলেন শ্যামনগর থানার অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ মান্নান আলী। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা খুব ভাল কাজ। আহমদীয়া জামাত নিজেদের এলাকাতে অতি সুন্দর ভাবে জলসা পালন করছে এটা সম্পূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান খুবই ভাল লাগছে। তারপর মাগরীব ও এশার নামায জমা পড়া হয়। এরপর রাত ৭ট হতে ৮টা পর্যন্ত হুযূরের (আই.) জুমুআর খোতবা M.T.A-এর মাধ্যমে বড় পর্দায় জলসাগাহে সরাসরি দেখানো হয়। অত:পর রাত ১০টা পর্যন্ত তবলীগি প্রশ্ন উত্তর অনুষ্ঠান চলে। ১৩-০১-২০১৮ রোজ শনিবার সকাল ৯.৩০ মিনিট হতে ১২টা পর্যন্ত দ্বিতীয় অধিবেশন চলে। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব এস.এম. রেজাউল করিম, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন। মূলত এটি ছিল লাজনাদের উদ্দেশ্যে সেশন। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মিসেস রেহেনা সিদ্দীকা। উর্দু নযম পরিবেশন করেন মিস বুশরা আহমদ। এরপর পর্দার গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা রবিউল ইসলাম। তারপর আদর্শ সমাজ ও মালী কুরবানীতে আহমদী নারীদের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ। এরপর প্রশ্ন উত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে নামায যোহর-আসর পড়ার পর বেলা ২.৩০ মিনিটে সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আ.মু.জা. বাংলাদেম। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব এস. এম. তরিকুল ইসলাম, নযম কালাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পাঠ করেন জি.এম. মাসরুর আহমদ শাফির। প্রথম বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন, মোয়াল্লেম আমীর হোসেন, বিষয় ছিল- হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু এবং হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমন। এরপর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া খেলাফতের ভূমিকা বিষয় বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আহমদ তবশীর চৌধুরী, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। এরপর ১টি বাংলা নযম পরিবেশন করেন মাওলানা খালিদ হোসেন। ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা ও মালী কুরবানী এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুর রাজ্জাক, খুলনা। এরপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ, বিষয় ছিল পবিত্র কুরআনের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য। তারপর আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব জি.এম. শফিউল আজম লেলিন, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, সাতক্ষীরা ও সাতক্ষীরা জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান বীর ডালিম কুমার বরামী। উভয়ে বক্তব্যে আহমদীয়াতের কল্যাণকৃত কাজের প্রশংসা করেন। পরিশেষে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিষয়ে সমাপনী বক্তৃতা প্রদান করেন সভাপতি সাহেব, এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ইউপি, চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্জ আবুল কাশেম মোড়ল। অত:পর সমাপনী দোয়া পড়ান ন্যাশনাল আমীর আ.মু.জা. বাংলাদেশ। উল্লেখ্য যে, এবারের জলসায় ২৭টি জামাত হতে আহমদী সদস্য/সদস্যা ও মেহমান সহ সর্বমোট ১৫৫৪ জন উপস্থিত ছিলেন। এই মহতী জলসায় সর্বমোট ২৯ জন বয়াত গ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

**গাজী মিজানুর রহমান**

# ইসলাম মানবতার ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বযুগের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রসূল

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের ৩৭ তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক মৌলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের দুইদিন ব্যাপি ৩৭ তম সালানা জলসা গত (১৯ জানুয়ারি) শুক্রবার চট্টগ্রাম নগরীর চকবাজারস্থ মসজিদ বায়তুল বাসেত-এ আরম্ভ হয়েছে। গতকাল সালানা জলসার সমাপনী দিবসে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর, আলহাজ্ব মোবাশের-উর-রহমান সাহেব। তিনি চট্টগ্রামবাসীর প্রশংসা করেন এবং চট্টগ্রামের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব প্রফেসর আবদুল লতিফ সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন।

এরপর কেন্দ্র থেকে আগত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন সাহেব, খাতামান নাবীঈনের চিরস্থায়ী কল্যাণের উপর আলোচনা করে বলেন, এ যুগে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে খাতামান নাবীঈন (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ এবং তাঁর রেখে যাওয়া অফুরন্ত আশিস এবং কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা। চট্টগ্রামের আমীর আলহাজ্ব নেছার আহমদ-এর সভাপতিত্বে জলসায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বকশী বাজার আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুবাল্লেগ মাওলানা আলহাজ্ব সালেহ আহমদ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এর মুবাল্লেগ ইনচার্জ মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোয়াল্লেম মোজাম্মেল হক এবং হামদ ও নাতে রাসুল (সা.) পরিবেশন করেন মাওলানা শাহ এহসান উদ্দিন ও তার দল। সভার শেষে সভাপতি সাহেব সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এবং সকল মানবমন্ডলির কল্যাণ কামনা করে দোয়ার মাধ্যমে দুইদিনের সালানা জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বার্তা প্রেরক
**খালিদ আহমদ সিরাজী**
সেক্রেটারী ইশায়াত
মোবাইল: ০১৭১৫৪৪৪৪১৪

## কম্পিউটার অপারেটর আবশ্যক

জরুরী ভিত্তিতে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত দপ্তরের জন্য একজন অভিজ্ঞ কম্পিউটার অপারেটর প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীগণকে (আহমদী-নন-আহমদী নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। আলোচনা সাপেক্ষে বেতন নির্ধারণ করা হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা
**মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী**
ইশায়াত বিভাগ
৪নং বকশী বাজার, ঢাকা
মোবা : ০১৫৫৮৩৬০৪৮০

# সংবাদ

## আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৭/১২/২০১৭ তারিখ রোজ রবিবার কটিয়াদীর চারিপাড়া গ্রামে জনাব আবুল কাসেমের বাড়ীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব এম, এ, হান্নান প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদী। কুরআন তিলাওয়াত করেন মৌ. আব্দুর রব সাহেব।

নযম পেশ করেন মাসরুর আহমদ উৎস। বক্তব্য রাখেন মৌ. নাবিদ আহমদ লিমন, মুরুব্বী সিলসিলা আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেরগাতী। মৌলানা শাহ নূরুল আমিন সাহেব মুরব্বী সিলসিলা, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী তবলীগ জনাব ইমতিয়াজ আহমদ, উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২ জন বয়াত গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ৯ জন মেহমানসহ মোট ১০৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

**এম. এ. হান্নান**

## কৃতি ছাত্রী

আমাদের দুই মেয়ে নাফিসা তাসনিম (পুণ্য) এবং তাসনিয়া তাসনিম (রায়বা) সিভিল এভিয়েশন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত যথাক্রমে জে এস সি ও পি এস সি পরীক্ষায় জি পি এ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, (আলহামদুলিল্লাহ্) শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের এই সফলতা অব্যাহত থাকার জন্য জামাতের সকল ভাই বোনদের নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, নাফিসা তাসনিম (পুণ্য) একজন ওয়াকেফাতে নও।

পিতা-নূর আহমদ ও মাতা-লায়লা আহমদ
আশকোনা হালকা, ঢাকা

## খোদ্দামুল আহমদীয়া ডোহাভা স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ২২-২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত তালিম তরবিয়তী ক্লাস ৬ দিন ও ২ ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রিজিওনাল কায়েদ জনাব আব্দুর রউফ সাহেব। উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ১৩ জন আতফাল ১২ জন খোদ্দাম মোট ২৫ জন। প্রত্যেক দিন ক্লাসে খোদ্দাম ১০ জন ও আতফাল ১২ জন। উপস্থিত ছিল। ৩ ভাগে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। কুরআন, নযম, বক্তৃতা, দীনীমালুমাত, স্মৃতিশক্তি প্রতিযোগিতা খেলাধূলা হয়। ২৮-২৯ তারিখ ২ দিনে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা হয় এবং ২৯ তারিখ জেলা কায়েদ মোবাশ্বরুল ইসলাম প্রধান উপস্থিত ছিলেন। সমাপনিতে উপস্থিত সদস্যের সংখ্যা ছিল খোদ্দাম ৬ আতফাল ২৮ জন। যারা প্রতিযোগী বিজয়ীদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। সভার শুরুতে কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব সাব্বির আহমদ, নযম পাঠ করেন, জনাব সালেহ আহমদ, বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব শামীম আহমদ মোয়াল্লেম, জনাব রিপন আহমদ, জনাব সালেহ আহমদ ও জনাব মোবাশ্বেরুল ইসলাম প্রধান সাহেব। সবশেষে আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ হয়।

**সালেহ আহমদ**

## নববর্ষ উপলক্ষে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায পড়া হয়

আপনাদের সবাইকে ২০১৮ সালের নববর্ষের শুভেচ্ছা। উথলী জামাতে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত সকল সংগঠনের উদ্যোগে উথলী বায়তুস সোবহান মসজিদে ১লা জানুয়ারি ২০১৮ জন বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত সংখ্যা ছিল ২০ জন। তাই আপনাদের নিকট দোয়ার আবেদন রইল মহান আল্লাহ্ তা'লা যেন উথলী জামাতের সকল সদস্যগণকে নতুন সনকে সর্বক্ষণ নেক কাজের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করার সৌভাগ্য দান করেন। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে হুযূরের (আই.) জন্য দোয়া জারি রাখার তৌফিক দিন ও মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সকলের হাফেয, নাসের ও হাদী হউন। আমীন

**মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান (শাহিন)**

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ডোহাভার উদ্যোগে নববর্ষ উপলক্ষে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায এর আয়োজন করা হয়। এতে পুরুষ মহিলা মিলে ২৫ জন মসজিদে উপস্থিত ছিলেন।

**মোহাম্মদ আফতাব উদ্দিন**

## মাহিগঞ্জ মসজিদে রিস্তানাতা সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৩/১১/২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মাহিগঞ্জ, রংপুর জামাতের যৌথ উদ্যোগে মাহিগঞ্জ মসজিদে রিস্তানাতা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত রিস্তানাতা সেমিনার ন্যাশনাল সহকারী সেক্রেটারী রিস্তানাতা বাংলাদেশ, মোহাম্মদ আব্দুর রউফ খাঁন এর সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, জেনারেল সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মাহিগঞ্জ। শুভেচ্ছা বক্তব্য ও ৩৯ তম শূরা বাস্তবায়নে অভিভাকদের করণীয়, বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, ন্যাশনাল সহকারী সেক্রেটারী রিস্তানাতা এবং বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুরের রিজিওনাল কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, রংপুর রিজিওন। রিস্তানাতা সেমিনারে পাত্র-পাত্রী ও অভিভাবকদের করণীয় বিষয়ে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন, মোহাম্মদ আসলাম খাঁন, মোয়াল্লেম, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মাহিগঞ্জ। ৩৯ শূরা বাস্তবায়ন ও রিস্তানাতা বিষয়ের ওপর নসিহতমূলক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন- মাওলানা শরীফ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্, আঞ্চলিক ইনচার্জ রংপুর অঞ্চল।

সবার উদ্দেশ্যে নসিয়তমূলক বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ জহির রায়হান (প্রেসিডেন্ট), আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মাহিগঞ্জ। বিয়ের ফরম পূরণ, বিয়ের রেজিষ্ট্রিকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন- মোহাম্মদ আব্দুর রউফ খাঁন, ন্যাশনাল সহকারী সেক্রেটারী রিস্তানাতা বাংলাদেশ। উক্ত সেমিনারে আনসার, খোদ্দাম ও লাজনা সহ মোট ৭৩ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের কার্যক্রম শেষ হয়।

## গাইবান্ধা মসজিদে রিস্তানাতা সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৭/১১/২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ গাইবান্ধা জামাতের উদ্যোগে গাইবান্ধা মসজিদে রিস্তানাতা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত রিস্তানাতা সেমিনারে ন্যাশনাল সহকারী সেক্রেটারী রিস্তানাতা বাংলাদেশ ও রংপুর রিজিওনাল কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া রংপুর রিজিওন, মোহাম্মদ আব্দুর রউফ খাঁন এর সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন- আতাহিয়া, গাইবান্ধা। রিস্তানাতা সেমিনারে পাত্র-পাত্রী ও অভিভাবকদের করণীয় বিষয়ে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন- মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, মোয়াল্লেম আহমদীয়া মুসলিম জামাত, গাইবান্ধা। ৩৯তম শূরা বাস্তবায়ন ও রিস্তানাতা বিষয়ের ওপর নসিহতমূলক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন- শরিফ আহমেদ, মুরব্বী সিলসিলা, আঞ্চলিক ইনচার্জ, রংপুর অঞ্চল। জামাতের বাহিরে বিবাহের কুফল বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ সেকেন্দার আলী, গাইবান্ধা। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন ও কাউন্সিলিং বিষয়, বিয়ের ফরম পূরণ, বিয়ের রেজিস্ট্রিকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন- মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিস্তানাতা রংপুর অঞ্চল ও রিজিওনাল কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া রংপুর রিজিওন। আনসার, খোদ্দাম ও লাজনাসহ মোট ৪৭ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়।

মোহাম্মদ আব্দুর রউফ

## ভাতগাঁও মসজিদে রিস্তানাতা সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১০/১১/২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ভাতগাঁও, ডোহান্ডা, জগদল ও বীরগঞ্জ জামাতের যৌথ উদ্যোগে ভাতগাঁও মসজিদে রিস্তানাতা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত রিস্তানাতা সেমিনারে ন্যাশনাল সহকারী সেক্রেটারী রিস্তানাতা বাংলাদেশ, মোহাম্মদ আব্দুর রউফ খাঁন এর সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন- সালমান আহমেদ, সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আর্জি, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভাতগাঁও। রিস্তানাতা সেমিনারে পাত্র-পাত্রী ও অভিভাবকদের করণীয় বিষয়ে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন- মোহাম্মদ শাহ আলম খাঁন, মোয়াল্লেম আহমদীয়া, মুসলিম জামাত, ভাতগাঁও। ৩৯তম শূরা বাস্তবায়ন ও রিস্তানাতা বিষয়ের ওপর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন- মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বীরগঞ্জ। সবার উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, (প্রেসিডেন্ট), আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভাতগাঁও। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন ও কাউন্সিলিং বিষয়, বিয়ের ফরম পূরণ, বিয়ের রেজিস্ট্রিকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন- মোহাম্মদ আব্দুর রউফ খাঁন, ন্যাশনাল সহকারী সেক্রেটারী রিস্তানাতা বাংলাদেশ। আনসার, খোদ্দাম ও লাজনাসহ মোট ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

## কৃতী ছাত্রী

আমাদের কনিষ্ঠ কন্যা শিফা সামিয়াত **JSC** পরীক্ষায় **YWCA** থেকে **GPA-5** (গোল্ডেন) পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উল্লেখ্য সে তেজগাঁও নিবাসী ডা. আব্দুর রশিদ সাহেবের নাতনী এবং মিরপুরস্থ সাংবাদিক এলাকা নিবাসী মরহুম সৈয়দ আব্দুল কাহ্হার সাহেবের দৌহিত্রী। জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট তার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ আবদুস সালাম ও
মিসেস সৈয়দা ফারহানা আহ্‌মেদ

# মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ফাজিলপুরের বার্ষিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০৩/০১/২০১৮ তারিখ হতে ০৬/০১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ফাজিলপুরের উদ্যোগে ফেনী জেলার ফাজিলপুরস্থ "মসজিদুল মাহ্‌দীতে" ৪ দিন ব্যাপী স্থানীয় বার্ষিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় ক্লাস পরিচালনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব জাহিদুল ইসলাম ও স্থানীয় কায়েদ সাহেব। ক্লাস শেষে কুরআন তিলাওয়াত, নযম, দ্বীনি মালুমাতসহ বিভিন্ন বিষয় ও খেলাধূলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অধিবেশনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এতে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব নুর এলাহী জসিম ও স্থানীয় জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব রেজোয়ানুল হক খাঁনও উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে সমাপনি অধিবেশন শেষ হয়।

**সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া**

## কৃতি ছাত্রী

আমাদের মেয়ে নিশাত তাসনিম মুনা চ.ঝ.ঈ সমাপনী পরীক্ষায় ২০১৭ সালে ফাজিলপুর কাদরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফেনী থেকে কৃতিত্বের সাথে জি.পি.এ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। সে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, হেলেঞ্চাকুড়ীর সদস্য বীর মুক্তি যোদ্ধা আব্দুল আজিজ সাহেবের বড় ছেলের ঘরের নাতনী। চট্টগ্রাম জামাতের কেয়ার টেকার আব্দুল মজিদ সাহেবের বড় মেয়ের ঘরের বড় নাতনী। সে ভবিষ্যতে যেন লেখাপড়ায় সুনাম অর্জন করতে পারে এবং আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতি লাভ করে ঐশী খেলাফতের একজন যোগ্য খাদেমা হয়ে জামাতের সেবা করতে পারে তার জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা, ভগ্নির কাছে খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
আ.মু.জা. ফাজিলপুর ফেনী

## কৃতি ছাত্রী

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, আমাদের ছোট মেয়ে ফাজানা তৌহিদ সৃজনা, ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (PEC) পরীক্ষায় পটুয়াখালী সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের অধীনে GPA-5 (সকল বিষয়ে অ+পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। সে একজন ওয়াকফে নও (No. 8097- A)। তার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সবার কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

এস. এম. তৌহিদুল ইসলাম
মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ এবং
শাহনাজ পারভীন, প্রেসিডেন্ট

## শোক সংবাদ

আমার একমাত্র সন্তান তানভীর আহমদ (আসিফ) ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুস্থতা লাভ করেছিল। পরবর্তীতে গ্রীন লাইফ হাসপাতালে গত ২৬/১১/২০১৭ তারিখ ব্রেইন ষ্ট্রোক করে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন) সে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দ্বিতীয় সেমিষ্টারের ঢাকায় একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। আল্লাহ্‌ যেন তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকামে স্থান দান করেন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সাবরে জামিল দান করেন সেজন্য বাংলাদেশের সকল আহমদী ভাইবোনের নিকট খাস দোয়া কামনা করছি।

**বশির আহমদ**
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

## বিজ্ঞপ্তি

সত্তর ঊর্দ্ধ বয়সের আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট অনুরোধ করা যাচ্ছে তাঁরা তাঁদের জীবনের ঈমান-উদ্দীপক ঘটনা লিখে নিম্ন ঠিকানায় পাঠালে আমরা তা রীতিমত 'পাক্ষিক আহমদী'তে ছাপানোর ব্যবস্থা নিব। লেখা পাঠানোর সময় অনুগ্রহ পূর্বক তাঁর বয়স উল্লেখ করবেন।

**ন্যাশনাল সেক্রেটারী**
ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

## শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে,আমার শ্রদ্ধেয়া মাতা সুন্দরবন জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম শামসুর রহমান টি. কে সাহেবের ছোট মেয়ে মোছা: শিরিনা বেগম, স্বামী- এস. এম. রেজাউল করিম, (আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন) গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ রোজ শনিবার সন্ধ্যা ৫.৪০ মিনিটে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫১ বছর । তিনি মুসীয়া এবং খুবই নেক, ধৈর্যশীলা ও কঠোর পরিশ্রমী মহিলা ছিলেন। সর্বোপরি তিনি আমার চলার পথের প্রেরণা ছিলেন, আমার ওয়াকফে যিন্দেগী হিসাবে জামাতের সেবা করা তারই অবদান। তিনি বেশ কিছুদিন থেকে ফুসফুসে ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি তার স্বামীসহ এক মেয়ে, এক ছেলে, চারজন নাতি-নাতনী ও অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। মরহুমার আত্মার মাগফিরাত ও পরিবারের সকলের জন্য জামাতের সকল সদস্য-সদস্যার নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

**মুহাম্মদ আরিফুর রহিম**
মরহুমার একমাত্র ছেলে
মুরব্বী সিলসিলা, বাংলাদেশ।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মাতা মোছাঃ রহিমা খাতুন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেবাড়িয়া, নাটোর-এর সবচেয়ে প্রবীণ সদস্যা। তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ সকাল ৭.০০ টায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৫ বছর। মরহুমা জামাতের একনিষ্ঠ খেদমতগার এবং দানশীলা ছিলেন। নাটোর জামাতের প্রথম মসজিদের জায়গাটি তিনিই দান করেন। জামাতের সকল প্রকার মেহমানদারীতে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা স্মরণীয় এবং অনুসরণযোগ্য। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন এবং সপ্তাহে ৩/৪টি করে রোযা রাখতেন। তেবাড়ীয়া লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র তিনিই প্রথম প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন– সুদীর্ঘ ৩০/৩৫ বছর। তিনি একজন মুসীয়া ছিলেন। তিনি ১৯৫৮-৫৯ সালে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হন। তাঁর আত্মার মাগফেরাতের জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করছি।

**আলহাজ্ব রেজাউল করিম**

**হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন–**

**অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার খলীফা ইমাম মাহ্‌দী আসবেন, তোমরা তাঁর আগমন বার্তা শোনামাত্রই তাঁর নিকট হাজির হয়ে বয়আত করবে।**

(ইবনে মাজা, বাবু খুরুজুল মাহ্‌দী)

## কৃতী ছাত্র

আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র এহতেমাদ আহমেদ অর্ণব **PSC** পরীক্ষায় অর্কিড স্কুল, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে গোল্ডেন **GPA-5** পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উল্লেখ্য সে একজন ওয়াকফে নও। তার দাদা ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী মরহুম ফারুক আহমদ ভূইয়া এবং নানা চট্টগ্রাম নিবাসী শামসুল ইসলাম। জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট তার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

আবরার আহমেদ লিটন ও
মিসেস মানসুরা আবরার রুনা

## কৃতী ছাত্রী

আমাদের জ্যেষ্ঠ কন্যা মারিয়া ইসলাম প্রজ্ঞা **JSC** পরীক্ষায় মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে **GPA-5** পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উল্লেখ্য সে একজন ওয়াকফে নও। তার দাদা পুরাতন ঢাকা নিবাসী মরহুম আমীর খসরু সাহেব এবং নানা ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী মরহুম ফারুক আহমদ ভূইয়া। জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট তার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিঠু ও
মিসেস ফাতেমা মনোয়ার রোশনী

# বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

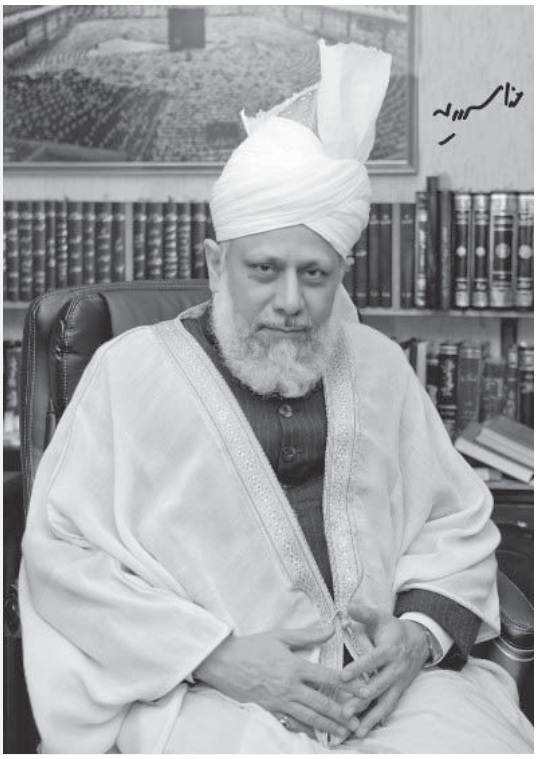

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

**"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"**

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

**"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"**

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠٢﴾

**"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"**

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

**"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"**

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

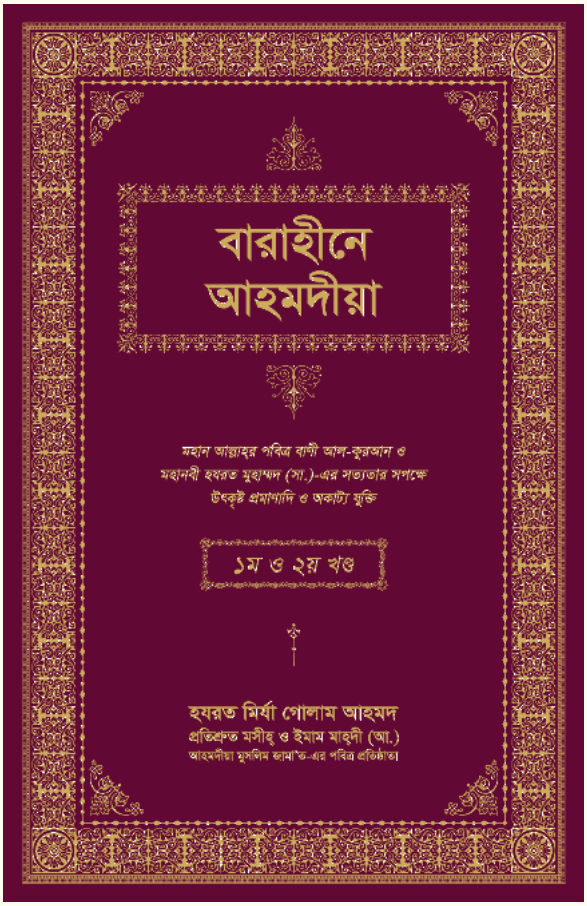


মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants
Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

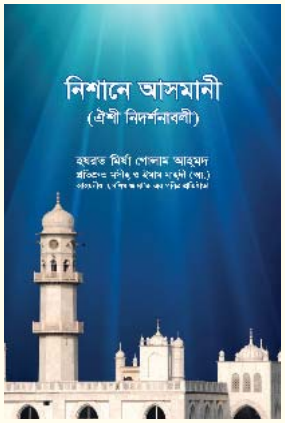


হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

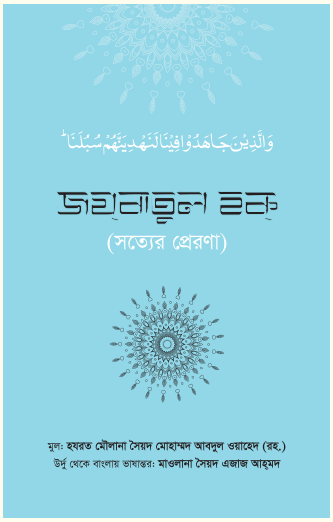


জয্বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল। বইটির বিক্রয়মূল্য ২০/- টাকা মাত্র।

New Vol. No. 80 | 13 & 14 Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st January, 2018 Tk. 30.00
Regd. No. D. A.-12

যদি এক বছরের জন্য পরিকল্পনা করো
তবে শস্য বপন করো।
যদি দশ বছরের জন্য পরিকল্পনা করো
তবে বৃক্ষ রোপন করো।
যদি একশত বছরের জন্য পরিকল্পনা করো
তবে সন্তানদের সুশিক্ষিত করো।

–কুনফুসিয়ান
[চাইনিজ দার্শনিক]

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

## এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com